





আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০২৪

স্মরণিকা

প্রকাশক

বাংলাদেশ কাস্টমস ও ভ্যাট
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

সম্পাদনা পরিষদ

আত্মায়ক: মুহম্মদ জাকির হোসেন

কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পূর্ব), ঢাকা

সদস্য: মোহাম্মদ আকবর হোসেন

কমিশনার, কাস্টম হাউস, আইসিডি, কমলাপুর, ঢাকা

ড. আবু নূর রাশেদ আহমেদ

কমিশনার (চঃ দাঃ), কাস্টম হাউস, পানগাঁও, ঢাকা

সদস্য সচিব: এইচ এম শরিফুল হাসান

যুগ্ম কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পূর্ব), ঢাকা

ডিজাইন: ফজর এডভারটাইজিং

০১৭৯৮৩৬৭৭৭৭

মুদ্রণ: লাবনী প্রিন্টার্স

০১৭৩৫৮৭৫৭২৮

প্রকাশকাল: ২৬ জানুয়ারি ২০২৪



রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১২ মাঘ ১৪৩০
২৬ জানুয়ারি ২০২৪

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক 'আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস- ২০২৪' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষে আমি বাংলাদেশ কাস্টমস এর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও দেশীয় শিল্প সুরক্ষায় বাংলাদেশ কাস্টমস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিশ্বব্যাপী নানাবিধ অর্থনৈতিক সংকটের মাঝেও জাতীয় অর্থনীতির অগ্রগতি অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে গ্লোবাল সাপ্লাই চেইন সুসংহতকরণ, স্টেইকহোল্ডারদের মধ্যে কার্যকর সংযোগ স্থাপন এবং জ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ কাস্টমসের অবদান অনস্বীকার্য। বাণিজ্যের প্রসার ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে কাস্টমসসহ সকল অংশীজনের সমন্বিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ বছরের আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবসের প্রতিপাদ্য 'Customs Engaging Traditional and New Partners with Purpose' (মিলে নবীন-পুরানো অংশীজন, কাস্টমস করবে লক্ষ্য অর্জন) যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা নির্মাণের পথ পরিক্রমায় ইতোমধ্যে বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। সরকারের যথাযথ রাজস্ব সংরক্ষণ, নিরাপদ বাণিজ্য নিশ্চিতকরণ এবং চোরাচালান ও অর্থপাচার প্রতিরোধে বাংলাদেশ কাস্টমস কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এবং সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় 'রূপকল্প ২০৪১' বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ে উঠবে- এ আমার প্রত্যাশা।

আমি 'আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস- ২০২৪' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন



প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১২ মাঘ ১৪৩০
২৬ জানুয়ারি ২০২৪

বাণী



‘আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০২৪’ উপলক্ষে আমি বাংলাদেশ কাস্টমসের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও অংশীজনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। দিবসটির এবারের মূল প্রতিপাদ্য- “Customs Engaging Traditional and New Partners with Purpose” “মিলে নবীন-পুরনো অংশীজন, কাস্টমস করবে লক্ষ্য অর্জন”- সময়াপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

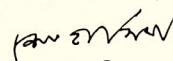
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরই শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও কল-কারখানা জাতীয়করণের মাধ্যমে এসবের ওপর জনগণের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করেন। অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীলতা গঠনের পাশাপাশি অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত করার লক্ষ্যে তিনি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গঠন করেন। ফলে দেশে রাজস্ব আদায়ের বহুমুখী খাত তৈরি হয় এবং সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ছিল ৯১ মার্কিন ডলার। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মার সাড়ে তিন বছরে তা বাড়িয়ে ২৭৭ মার্কিন ডলারে উন্নীত করেন। জাতির পিতার আমলে দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৯ শতাংশ অতিক্রম করে।

আওয়ামী লীগ ২০০৯ সাল থেকে একাধারে সরকার গঠন করে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, বৈষম্যহীন রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ার প্রত্যয়ে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বিশ্ব অর্থনীতির এই সংকটময় মুহুর্তেও দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে আমাদের সরকার সফল হয়েছে। পদ্মা সেতু, বঙ্গবন্ধু টানেল এর স্বপ্ন জয় করেছি আমরা; মেট্রো রেলের যুগে প্রবেশ করেছে দেশ। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, এলএনজি টার্মিনাল ও গ্যাস পাইপলাইন প্রকল্প, মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর, বিভিন্ন মেগা প্রকল্পের কাজ অচিরেই সম্পন্ন হওয়ার মাধ্যমে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের অক্সিজেন হলো রাজস্ব। ন্যায্যনুগভাবে রাজস্ব আহরণ করার লক্ষ্যে আধুনিক রাজস্ব নীতি প্রণয়ন, ডিজিটাল কাস্টমস সেবা, উন্নত তথ্য ভান্ডার নির্মাণ, ওয়ানস্টপ সার্ভিস প্রদান, অংশীজনদের সহিত আস্থা ও সহযোগী অংশীদারিত্ব গঠনসহ উত্তম পেশাদারিত্বের নানা উদ্যোগ বাংলাদেশ কাস্টমস কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কাস্টমস এর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, পেশাগত দক্ষতা, ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা ও যৌক্তিক সংস্কার বাস্তবায়নের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি, মজবুত অর্থনীতির ভিত গঠন, অপবাণিজ্য রোধ, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ অর্থায়ন প্রতিরোধ, অর্থপাচার প্রতিরোধসহ রাজস্ব প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’ গড়তে রাজস্ব সৈনিকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাকে আমি সাধুবাদ জানাই। এসব কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় আমাদের লক্ষ্য হলো ২০৪১ সালের মধ্যে ভিনশ-২০৪১ বাস্তবায়ন এবং ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ গড়ে তোলা।

আমি ‘আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০২৪’ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।


শেখ হাসিনা



মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১২ মাঘ ১৪৩০
২৬ জানুয়ারি ২০২৪

বাণী

আজ ২৬ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও World Customs Organization (WCO) এর সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে বাংলাদেশও ২৬ জানুয়ারি 'আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০২৪' পালন করছে জেনে আমি আনন্দিত। আজকের এই দিনে আমি বাংলাদেশ কাস্টমস এর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং অংশীজনদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

দিবসটি উদযাপনে এ বছরের মূল প্রতিবাদ্য "Customs Engaging Traditional and New Partners with Purpose" (মিলে নবীন-পুরনো অংশীজন, কাস্টমস করবে লক্ষ্য অর্জন) একটি সমন্বিত প্রতিপাদ্য। বর্তমান বৈশ্বিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিশ্ব অর্থনীতি যখন নানা প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে সে সময়ে বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিশীলতা বজায় রাখতে বিদ্যমান ও নতুন অংশীজনদের সঙ্গে দৃঢ় সুসম্পর্ক স্থাপন, স্টেইকহোল্ডারদের সঙ্গে কার্যকর সংযোগ বৃদ্ধি, সাপ্লাই চেইন সুসংহতকরণ এবং প্রযুক্তিনির্ভর অটোমেশন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উত্তম সেবা দিতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ কাস্টমস। আগামী দিনের কাস্টমসকে সামনে রেখে নতুন জনবল নিয়োগ, কর্মকর্তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, অত্যাধুনিক স্ক্যানার স্থাপন, এডভান্সড প্যাসেঞ্জার ইনফরমেশন (এপিআই), বন্ড ব্যবস্থার অটোমেশন, ন্যাশনাল সিংগেল উইন্ডো বাস্তবায়ন, প্রযুক্তি নির্ভর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা চালু, পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট জোরদারকরণ, অথোরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর ব্যবস্থা চালুকরণ এবং ই-পেমেন্ট ও অটোমেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যবসায়ে বহুলাংশে ব্যয় হ্রাস এবং কম সময়ে সর্বোচ্চ সেবা প্রদানে বাংলাদেশ কাস্টমস নতুন উচ্চতায় ধাবমান। অটোমেশনের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম তথা ব্যবসা সহজীকরণ, চোরাচালান প্রতিরোধ ও ব্যবসা বাস্তব পরিবেশ সৃষ্টি করে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে কাস্টমস সর্বদা কাজ করে যাচ্ছে।

দেশের অর্থনীতির ভিত সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করে সমৃদ্ধ রাজস্ব ভান্ডার গঠনে বাংলাদেশ কাস্টমস অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আমি প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি। একইসাথে দেশের অর্থনীতিতে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখে সরকারের রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন করে বাংলাদেশকে আত্মনির্ভরশীল ও উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কাস্টমস তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি 'আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস-২০২৪' এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
জয়তু শেখ হাসিনা।

আবুল হাসান মাহমুদ আলী

(আবুল হাসান মাহমুদ আলী, এমপি)



সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
৩
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা
১২ মাঘ ১৪৩০
২৬ জানুয়ারি ২০২৪

বাণী

প্রতিবছরের ন্যায় এবারও ২৬ জানুয়ারি বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস পালিত হচ্ছে। বিশ্বের সকল দেশের কাস্টমস প্রশাসন তথা World Customs Organization (WCO) এর ১৮৫ টি দেশের কাস্টমস বিভাগের সাথে সম্মিলিতভাবে বাংলাদেশ কাস্টমসও আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস, ২০২৪ পালন করছে। এ উপলক্ষে বাংলাদেশ কাস্টমস এর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী, সেবাগ্রহীতা ও অংশীজনসহ সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

কোভিড-১৯ এর কারণে বিশ্ব অর্থনীতিতে স্থবিরতা সৃষ্টি হয়। এছাড়া গত দুই বছর ধরে চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং মধ্যপ্রাচ্যের হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধের প্রভাবে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে 'সাপ্লাই চেইন' ব্যাপকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ফলে, সারা বিশ্বে দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক উর্ধ্বগতি লক্ষ্যণীয়। এই বিরূপ পরিস্থিতির মধ্যেও বাংলাদেশ কাস্টমস আমদানি-রপ্তানি ব্যবস্থাপনা সচল রেখে রাজস্ব আহরণসহ বৈদেশিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ সম্প্রসারণ, দেশীয় শিল্প সুরক্ষা ও ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। এই প্রেক্ষাপটে ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশন এবারের কাস্টমস দিবসের মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে "Customs Engaging Traditional and New Partners with Purpose (মিলে নবীন-পুরনো অংশীজন, কাস্টমস করবে লক্ষ্য অর্জন)"। এটি অত্যন্ত সমন্বয়পযোগী হয়েছে এবং এর মাধ্যমে সুদূরপ্রসারী চিন্তা-ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশের অর্থনীতি বিশ্বে এখন একটি দ্রুতবর্ধনশীল অর্থনীতি। বঙ্গবন্ধু কন্যা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে উপনীত হয়ে 'স্মার্ট বাংলাদেশ'ের দিকে ধাবিত হচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গঠনে বাংলাদেশ কাস্টমস নির্ভার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। এর অংশ হিসেবে বাংলাদেশ কাস্টমস আমদানি-রপ্তানি পণ্যের দ্রুত শুদ্ধায়ন ও খালাসের জন্য নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এসব উদ্যোগের মধ্যে E-payment, Data Centre Expansion, Customs Call Center & Helpdesk, Integration with BEPZA, Network Backbone Development, Customs Automation Security, Valuation Module, Central Archiving and Document Management, Agent Management System, IP Address Binding ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, চোরাচালান প্রতিরোধ, পরিবেশ রক্ষা, ক্ষতিকর পণ্য আমদানিতে নজরদারি, বাণিজ্য বাধা দূরীকরণ, টেকসই উন্নয়নে বাংলাদেশ কাস্টমসের অবদান অপরিসীম।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর লালিত স্বপ্ন ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সকলের সহযোগিতা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ কাস্টমস সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গঠনের যে স্বপ্ন তা বাস্তবায়নে আরও অবদান রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে আশা করছি।

আমি 'আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস, ২০২৪' এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম)



সদস্য

(কান্টেমস: নিরীক্ষা, আধুনিকায়ন
ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

১২ মাঘ ১৪৩০

২৬ জানুয়ারি ২০২৪

বাণী


আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস, ২০২৪ উপলক্ষে কাস্টমস পরিবারের সদস্য হিসেবে আমি বাংলাদেশ কাস্টমসের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বিশ্ব কাস্টমস সংস্থার (WCO) অন্যান্য সদস্য দেশসমূহের ন্যায় ২৬ জানুয়ারি বাংলাদেশ কাস্টমস এ দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করছে।

বিশ্ব বাণিজ্যের টেকসই অগ্রযাত্রা নিবিঘ্নকরণে WCO নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশ কাস্টমস WCO নির্দেশিত প্রটোকল অনুসরণ করে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সহজীকরণে কাজ করে যাচ্ছে। রাজস্ব আহরণ এর পাশাপাশি বৈদেশিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, চোরাচালান রোধ ও দেশীয় শিল্পকে সুরক্ষা প্রদান, অসম ব্যবসায়িক পরিবেশ দূরীকরণ, পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নে বাংলাদেশ কাস্টমসের ভূমিকা অপরিসীম। এই ভূমিকা পালনকালে কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে নবীন-পুরনো নানা অংশীজনের সাথে অংশীদারিত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে হয়। নবীন-পুরনো অংশীজনদের অংশীদারিত্বমূলক সম্পর্কের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে নিজেদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থান সুসংহত করার লক্ষ্যে WCO এবারের কাস্টমস দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে "Customs Engaging Traditional and New Partners with Purpose" অর্থাৎ "মিলে নবীন-পুরনো অংশীজন, কাস্টমস করবে লক্ষ্য অর্জন"। বর্তমান বৈশ্বিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় WCO ঘোষিত প্রতিপাদ্য অত্যন্ত সময়োপযোগী মর্মে আমি মনে করি।

আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সহজীকরণ এবং পণ্যের নিরাপদ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কাস্টমস আমদানি-রপ্তানি পণ্যের দ্রুত পরীক্ষণ, শুদ্ধায়ন ও খালাসের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর নানা উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেছে। এসব উদ্যোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ASYCUDA World System, Mandatory e- Payment System, Pre-arrival Processing, Non - Intrusive Inspection (NII), Radio Activity Detection, Post Clearance Audit এবং Advance Ruling ব্যবস্থা। অধিকতর বাণিজ্য সহজীকরণে বাংলাদেশ কাস্টমস National Single Window (NSW) এবং Bond Automation সহ বিভিন্ন প্রকল্প ও উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেছে। WTO এর ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন লক্ষ্য বাস্তবায়নে বাংলাদেশ কাস্টমস Authorized Economic Operator (AEO) প্রোগ্রাম চালু করেছে এবং এ প্রোগ্রামে কার্যকর বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ কাস্টমস উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে বাণিজ্যিক বাধা দূরীকরণ ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্নসারথী হিসেবে দায়িত্ব পালনে সংকল্পবদ্ধ।

আমি "আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস, ২০২৪" এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।


(হোসেন আহমদ)



Message from the
World Customs Organization
International Customs Day 2024

Embargo date:
26 January 2024, UTC 09:00

On 26 January each year, the Customs community comes together to celebrate International Customs Day. As we gather to commemorate this important occasion, I am filled with a profound sense of honour and anticipation in my first year as Secretary General. While this year's celebration is especially significant for me, its wider importance in part comes from it marking the launch of our new theme: "Customs Engaging Traditional and New Partners with Purpose".

This year, we are embarking on a path that challenges us to both reaffirm our longstanding partnerships and to boldly forge new alliances. Our world has changed dramatically over the last decade and continues to do so, presenting us with unprecedented challenges, including rapid technological advances, environmental and health crises, and complex geopolitical and economic dynamics. These conditions require that the global Customs community take a forward-thinking approach to its work and seek solutions that are not just based on its own knowledge and resources, but are supplemented by the support of stakeholders.

The theme for 2024 is a strategic call to action, urging us to broaden our perspectives, think creatively, and embrace innovative approaches. This is essential for Customs administrations to maintain their role in facilitating global trade and ensuring security in a rapidly evolving environment.

In 2024, we focus on deepening and enriching our established relationships to ensure they continue to be strong, relevant, and mutually beneficial. At the same time, we aim to actively seek and establish new connections with a wider range of stakeholders, including financial institutions, environmental organizations, NGOs, and academic institutions.

These new partnerships will infuse our efforts with fresh perspectives and innovative solutions. Our collaboration this year is about aligning all our partnerships with the overarching mission and values of our Customs

administrations. We aim to ensure they contribute meaningfully to our objectives of trade facilitation, border security, and the resilience of global supply chains.

Incorporating a broad spectrum of voices and perspectives into our strategies is also paramount. Doing so will ensure that our strategies are comprehensive and more resonant with the global community we serve.

WCO I OMD

We are also committed to continuously evaluating and refining our partnerships to maintain their effectiveness and relevance. Such a dynamic approach is vital in an ever-changing global landscape, and increases our ability to achieve meaningful results in line with our critical mission.

Lastly, as we think about the enablers of our engagement, we must look to the value of cutting-edge technologies and data analytics. These will enhance our understanding and engagement with partners, thereby increasing our responsiveness and effectiveness.

As we begin this year and take this day to reflect on our mission, our accomplishments, and our way forward, I hope that our efforts – as Customs and with partners – will advance us toward a safe, prosperous, and inclusive future.

I am deeply appreciative of your support and dedication to making International Customs Day a noteworthy occasion, and for promoting and acting upon our 2024 theme throughout the year.

I wish you a productive and engaging International Customs Day.

Ian Saunders

WCO Secretary General

26 January 2024

সম্পাদকীয়

১৯৫৩ সালে বেলজিয়ামের ব্রাসেলস-এ ‘কাস্টমস কো-অপারেশন কাউন্সিল’ এর উদ্বোধনী অধিবেশনকে স্বরণ করে প্রতিবছর ২৬ জানুয়ারি ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশন (WCO) এর পৃষ্ঠপোষকতায় বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস পালন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশেও আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস আড়ম্বরের সাথে পালিত হয়ে আসছে। ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশন (WCO) কর্তৃক এই বছর দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে Customs Engaging Traditional and New Partners with Purpose (মিলে নবীন-পুরনো অংশীজন, কাস্টমস করবে লক্ষ্য অর্জন)।

কাস্টমস একটি ঐতিহ্যবাহী আর্থিক কৌশল। আর এটি রাজস্ব আদায়ে সবচেয়ে পুরনো পদ্ধতি। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কাস্টমসের ভূমিকা একদিকে যেমন পরিবর্তন হচ্ছে অন্যদিকে এর আঙ্গিকও ভিন্নমাত্রায় উপস্থাপন হচ্ছে। বাংলাদেশে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে কাস্টমস গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। শুধু তাই নয়, ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ তৈরি করা, খাদ্যদ্রব্যসহ অনেক পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ পর্যবেক্ষণ করাসহ বিভিন্ন ইস্যুতেও এর অবদান রয়েছে। এর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত বহুমাত্রিক আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সম্মেলনের সিদ্ধান্ত পরিপালন করাও এখন কাস্টমসের দায়িত্ব। আর এ জন্যই আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস উদযাপনের গুরুত্ব অনেক।

ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা এবং দেশব্যাপী প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে এবারের আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস উদযাপিত হচ্ছে। দিবসটি উদযাপনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সহায়তার মাধ্যমে দেশীয় বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসারে তথা জাতীয় টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কাস্টমস এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য প্রতিফলিত হয়।

আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বিগত বছরগুলোর ন্যায় এবারও একটি স্বরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। স্বরণিকাটিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কাস্টমসের গুরুত্ব, অবদান ও কার্যক্রম ভিত্তিক তথ্যবহুল কিছু লেখা সংকলন করা হয়েছে, যা জ্ঞানপিপাসু পাঠককে কাস্টমস ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিতে সক্ষম হবে। সম্পাদনা পর্যদ অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে তাঁদের প্রতি যারা কর্মব্যস্ততার মাঝেও মূল্যবান সময় ব্যয় করে নিজেদের লেখনীর মাধ্যমে স্বরণিকাটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। উল্লেখ্য যে, স্বরণিকায় লেখকদের প্রদত্ত তথ্যাদি ও বক্তব্য তাঁদের একান্ত নিজস্ব মতামত হিসেবে বিবেচ্য। সংশ্লিষ্ট অংশীজনদেরকে কাস্টমস বিভাগের চলমান কার্যক্রম ও অভিষ্ট লক্ষ্য সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণা প্রদান করাটাই এ স্বরণিকার মূল স্বার্থকতা। আশাকরি আমাদের সার্বিক প্রয়াস পাঠকের সে প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম হবে।

সম্পাদনা পর্যদ

মূল প্রবন্ধ বাংলাদেশ কাস্টমস: সমৃদ্ধ দেশ গঠনে গর্বিত অংশীদার	১৪
আমদানিকৃত পণ্য শুল্কায়নে বিনিময় মূল্যের বিধানাবলী মারগুব আহমদ	২৪
CONTAINING DIRTY MONEY: THE CHALLENGES AND WAY FORWARD A NORMATIVE DISSECTION OF INSTITUTIONAL CORRELATE S.M. Humayun Kabir	৩৭
EXTENSION OF BANGLADESH CUSTOMS-WATERS: IMPLICATIONS FOR CUSTOMS Mohammad Abu Yusuf	৭৮
PARTNERSHIP IN CUSTOMS (TRADITIONAL & NEW) Mirza Shahiduzzaman	৮৬
STRENGTHENING THE COMBAT AGAINST MONEY LAUNDERING: A COMPREHENSIVE APPROACH IN BANGLADESH Md Shamsul Arafin Khan	৯১
খুলনা কমিশনারেটের নবনির্মিত অবকাঠামোর অনবদ্য নির্মাণশৈলী সংকলনে: কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, খুলনা	৯৮
আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০২৪ এর প্রতিপাদ্য: প্রেক্ষিত কাস্টম হাউস, ঢাকা-এর সংস্কার উদ্যোগ সংকলনে: কাস্টম হাউস, ঢাকা	১০৮
NAVIGATING THE DIGITAL FRONTIER A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF INDIRECT TAXATION IN BANGLADESH'S E-COMMERCE Tarek Mahmud	১১৪
SOP OF EXPEDITED SHIPMENT ON THE BASIS OF TRADE FACILITATION AGREEMENT (TFA) Sk Toriqul Islam	১৫২
GUARDIANS OF TRADE: DETECTIVE CHRONICLES FROM BENAPOLE CUSTOMS ON INTERNATIONAL CUSTOMS DAY 2024 Md. Foyjul Islam	১৫৬
WCO History in Brief (1952-2023)	১৫৯
কবিতা - শেখ রাসেলের স্মৃতি মোঃ মিজানুর রহমান	১৭৪
কবিতা - পারিনি তোমার হতে এসকে তরিকুল ইসলাম	১৭৫



আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস

২০২৪

আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস-২০২৪

মূল প্রবন্ধ

বাংলাদেশ কাস্টমস: সমৃদ্ধ দেশ গঠনে গর্বিত অংশীদার

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় একটি দক্ষ ও গতিশীল রাজস্ব প্রশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির ৭৬ নং আদেশের মাধ্যমে ১৯৭২ সালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের প্রয়োজনীয় রাজস্ব আহরণ করে একদিকে যেমন দেশের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে, অন্যদিকে নিরবচ্ছিন্নভাবে দেশের শিল্পায়নে সহায়তা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিতকরণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, বাণিজ্য সহজীকরণ, ব্যবসা-বাণিজ্যের ঝুঁকি প্রশমন এবং পণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থা নিরবচ্ছিন্ন রাখার ক্ষেত্রে বিশ্বের প্রতিটি দেশে কাস্টমসের ভূমিকা অগ্রগণ্য। কাস্টমসের ভূমিকা ও কার্যক্রম সামগ্রিকভাবে যে কোন দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা এবং প্রবৃদ্ধি অর্জনের পথে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। এই ভূমিকায় কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে বন্দর কর্তৃপক্ষ, কাস্টমস এজেন্ট, ব্যবসায়ী সংগঠন, আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের সাথে সম্পর্কিত সরকারি দপ্তর এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি নবীন-পুরনো নানা অংশীজনদের সাথে অংশীদারিত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে হয়। কাস্টমসের বহুবিচিত্র ও বহুমুখী কার্যসাধনের নিমিত্ত ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের অভিপ্রায়ে অংশীজনদের সাথে কার্যকর অংশদারিত্বমূলক সম্পর্কের গুরুত্ব অনুধাবন করে ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশন (WCO) ২০২৪ সালের আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে Customs Engaging Traditional and New Partners with Purpose অর্থাৎ “মিলে নবীন-পুরনো অংশীজন/কাস্টমস করবে লক্ষ্য অর্জন”। বাংলাদেশ কাস্টমস নবীন-পুরনো অংশীজনদের মধ্যে মেলবন্ধন স্থাপনের বিষয়টির গুরুত্বারোপ করে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস, ২০২৪ উদযাপন করছে।

২. World Customs Organization (WCO) ও আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) সংক্রান্ত নীতিমালা



বিশ্লেষণের লক্ষ্যে ১৯৪৭ সালে ১৩টি ইউরোপিয়ান দেশ কর্তৃক একটি স্টাডি গ্রুপ তৈরির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্তের আলোকে Customs Co-operation Council (CCC) গঠিত হয়। এর প্রথম আন্তর্জাতিক সভা ১৯৫৩ সালের ২৬ জানুয়ারি ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত হয়। এই সংস্থাটি ১৯৯৪ সালে World Customs Organization (WCO) নামে আত্মপ্রকাশ করে। Customs Co-operation Council এর প্রথম সভার দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার অভিপ্রায়ে ২০০৯ সাল হতে প্রতি বছর ২৬ জানুয়ারি বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস উদযাপিত হচ্ছে। উল্লেখ্য ১৯৯৪ সাল হতে বাংলাদেশ WCO এর সক্রিয় সদস্য।

৩. কাস্টমস এর ভূমিকা

বাণিজ্য সহজীকরণের মাধ্যমে কাস্টমস আনুষ্ঠানিকতাসমূহ সহজতর করে দ্রুততম সময়ে পণ্য খালাসের মাধ্যমে বাণিজ্য ব্যয় হ্রাস করা এবং এর মাধ্যমে বাণিজ্য সম্প্রসারণ, রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি, শিল্পায়ন, বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃজনের মাধ্যমে বাংলাদেশ কাস্টমস দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে অতীব গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। দেশের জনগণকে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কাস্টমস এর কতিপয় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

ক) প্রচলিত কার্যক্রম

বাংলাদেশ কাস্টমস রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তায় ঝুঁকি সৃষ্টিকারী পণ্যসমূহ যেমন-অস্ত্র, মাদকদ্রব্য, নকল মুদ্রা ইত্যাদি দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ রোধ করে। এটি দেশে অপরাধমূলক কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধের মাধ্যমেও বাংলাদেশ কাস্টমস রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ঝুঁকি প্রতিরোধে কাজ করে যাচ্ছে।

(i) দেশীয় শিল্পের বিকাশ

দেশীয় শিল্পের বিকাশে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অব্যাহতি বা রেয়াতি হারে কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির সুবিধা প্রদান করে আসছে। দেশীয় শিল্পের সুরক্ষার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আমদানিকৃত পণ্যের বিপরীতে দেশীয় শিল্পসমূহকে প্রতিরক্ষণ (Tariff Protection) প্রদান করে থাকে।

(ii) বৈদেশিক বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিনিয়োগবান্ধব বিধি-বিধান প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিল্পখাতভিত্তিক বিনিয়োগ উৎসাহিত করছে। আমদানি-নির্ভরতা কমিয়ে দেশীয় পণ্য উৎপাদনে সক্ষমতা অর্জনে দেশি-বিদেশি নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে শুল্ক সুবিধাসহ প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে। পাশাপাশি রপ্তানিমুখী শিল্প স্থাপন ও পরিচালনার ক্ষেত্রেও বিবিধ ট্যারিফ সুবিধা ও কর ছাড় প্রদান করা হয়েছে।



আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস

২০২৪

(iii) রপ্তানি উন্নয়ন ও নিবিষ্করণ

কাস্টমস বন্ডেড ওয়ারহাউস ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের গার্মেন্টস ও চামড়া শিল্পের বিকাশ ও সংশ্লিষ্ট পণ্য রপ্তানিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত শুদ্ধ ফেরত প্রদানের ক্ষেত্রে ডিউটি ড্র-ব্যাক সুবিধার মাধ্যমে নন-বন্ডেড প্রতিষ্ঠানকে সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। রপ্তানি পণ্যের কায়িক পরীক্ষা ও শুদ্ধায়ন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পাদন করার মাধ্যমে দ্রুত জাহাজীকরণ নিশ্চিত করা হচ্ছে।

খ) বাণিজ্য সহজীকরণঃ

(i) বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) এর ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন এগ্রিমেন্ট (TFA) এর বাস্তবায়নে আমদানিকৃত পণ্যচালান দ্রুত খালাস প্রদানের জন্য বাংলাদেশের কাস্টমস ব্যবস্থাকে অনেকাংশেই অটোমেটেড করা হয়েছে। সরকারী অন্যান্য সংস্থার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে পণ্যচালানের কায়িক পরীক্ষা ও শুদ্ধায়ন দ্রুততর করা হয়েছে। এর ফলে দেশে পণ্যের সাপ্লাই-চেইন নিরবচ্ছিন্ন রাখা সম্ভব হচ্ছে।

(ii) Time Release Study (TRS) পরিচালনা

বিভিন্ন পর্যায়ে পণ্য চালান খালাসের ব্যয়িত সময়ের পরিমাণ জানার জন্য World Customs Organization (WCO) এর তত্ত্বাবধানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজনদের (stakeholders) অংশগ্রহণে Time Release Study (TRS)-২০২২ পরিচালনা করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনটি WCO এবং NBR এর Website এ প্রদর্শিত হয়েছে। উক্ত স্টাডিতে প্রাপ্ত ফলাফল অনুসারে পণ্যচালান খালাসে ব্যয়িত সময় আরো হ্রাসের জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সঙ্গে সমন্বয়পূর্বক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

(iii) Authorized Economic Operator (AEO)

Authorized Economic Operator (AEO) ব্যবস্থার আওতায় উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারকারী, উন্নত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা (Internal Control System) এবং অতীত রেকর্ডে প্রমাণিত আইন পরিপালনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য পণ্য আমদানি-রপ্তানিতে দ্রুততম কাস্টমস সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে। বর্তমানে ১৫ (পনেরো)টি প্রতিষ্ঠান AEO সুবিধাপ্রাপ্ত হয়েছে। আরও অধিক সংখ্যক প্রতিষ্ঠানকে এ সুবিধা প্রদানের বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে।

(iv) পণ্যচালানের Pre-Arrival Processing ব্যবস্থা চালু

আমদানি-রপ্তানি পণ্যচালান বন্দরে পৌঁছার পূর্বেই যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা পরিপালন করে পণ্যচালান বন্দর হতে খালাস প্রদানের লক্ষ্যে Pre-Arrival Processing (PAP) ব্যবস্থা চালু



করা হয়েছে। IGM ইলেকট্রনিক্যালি দাখিল-এর সুবিধা PAP এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এতে পণ্যচালান বন্দরে আসার পূর্বেই আমদানিকারক বিল অব এন্ট্রি দাখিলপূর্বক শুদ্ধ-কর পরিশোধ করতে পারছেন এবং পণ্যচালান বন্দরে আসা মাত্রই খালাস নিতে পারছেন। সম্প্রতি সম্পাদিত Time Release Study (TRS) এর ফলাফলে দেখা যায় যে Pre-Arrival Processing ব্যবস্থায় খালাসকৃত পণ্যচালানের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক পণ্যচালানের চেয়ে গড়ে প্রায় অর্ধেক সময় কম ব্যয় হচ্ছে।

গ) বাংলাদেশ কাস্টমসের আধুনিকায়ন

২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ কাস্টমস নানামুখী সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড Customs Modernization Strategic Action Plan 2019-2022 বাস্তবায়ন এবং ৪র্থ Customs Modernization Strategic Action Plan প্রণয়নে কাজ করছে। এ সকল সংস্কার কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য আধুনিকায়নের মাধ্যমে সেবা প্রদান, কাস্টমসের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বাণিজ্য সহজীকরণ নিশ্চিত করা। নিম্নে বাংলাদেশ কাস্টমসের আধুনিকায়নের কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম উপস্থাপন করা হলোঃ

(i) কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম (ASYCUDA World) এর উন্নয়ন

নব্বই দশকের শুরুতে ASYCUDA (Automated System for Customs Data) সিস্টেম দ্বারা বাংলাদেশ কাস্টমসের ডিজিটাইজেশনের সূচনা হয়। প্রথমে LAN- ভিত্তিক ASYCUDA এবং পরবর্তীতে ASYCUDA++ সিস্টেম চালুর মাধ্যমে ডিজিটাল তথ্যভান্ডারের ভিত্তি রচিত হয়। সর্বশেষ ২০১৩ সালে অনলাইন ভিত্তিক ASYCUDA World সিস্টেম চালু করা হয়েছে। বর্তমানে সবগুলো কাস্টম হাউস এবং প্রায় সকল ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশনে এ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ASYCUDA সিস্টেম সংশ্লিষ্ট কতিপয় তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংক, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, EPB, BEPZA, CCI&E, Tariff Commission, পরিসংখ্যান ব্যুরো ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানকে অনলাইনে প্রদান করা হয়ে থাকে। ই-এলসি, ই-এক্সপি ও ই-পেমেন্টসহ কতিপয় সুবিধা চালু হয়েছে এবং এর মাধ্যমে আমদানিকৃত পণ্যচালানের শুদ্ধায়ন ও খালাস ত্বরান্বিত হচ্ছে।

(ii) National Single Window

২০১৯ সাল হতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড Bangladesh National Single Window (NSW) প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করেছে। ২০২৫ সালে এ প্রকল্পের কাজ শেষ হবে। এ প্রকল্পের আওতায় আমদানি রপ্তানি কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারের অন্যান্য দপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত সনদ/অনাপত্তিপত্র একটি Single Platform এ পাওয়া যাবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে ৩৯ টি সংস্থার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইতোমধ্যে NSW এর Software development এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সংস্থাগুলোর মধ্যে আন্তঃসংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত আদান প্রদান করে আমদানি-রপ্তানি পণ্য খালাস প্রক্রিয়া দ্রুততর



আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস

২০২৪

করা এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। আধুনিক ও প্রযুক্তি-নির্ভর NSW প্রকল্পটি পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়িত হলে বাণিজ্যের গতি বাড়বে এবং ব্যবসা পরিচালন ব্যয় উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাবে মর্মে আশা করা যায়। পাশাপাশি Paperless trade বাস্তবায়নে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে বিবেচিত হবে।

(iii) নন-ইনট্রুসিভ ইন্সপেকশন (Non Intrusive Inspection)

পণ্যচালান স্ক্যানিং ও ইমেজ বিশ্লেষণের মাধ্যমে কায়িক পরীক্ষণ ব্যতিরেকে দ্রুততর সময়ে পণ্য খালাসের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ কাস্টম হাউস ও এলসি স্টেশনে বর্তমানে ১১ টি কন্টেইনার স্ক্যানার, ২২ টি ব্যাগেজ স্ক্যানার এবং ১ টি হিউম্যান বডি স্ক্যানার কার্যকর আছে। আরো ০৬ টি নতুন কন্টেইনার স্ক্যানার বিভিন্ন কাস্টমস স্টেশনে সংস্থাপনের কাজ বর্তমানে চলমান আছে।

(iv) কাস্টমস ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

কাস্টমস বিভাগের কাজের ব্যাপ্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পেলেও আধুনিক যুগোপযোগী সেবা প্রদানের লক্ষ্যে আরো বেশি জনবল ও পরিসম্পদ প্রয়োজন। ফলে সীমিত জনবল ও সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে পণ্য চালান দ্রুত ছাড়করণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আইন ও বিধি সংস্কারের পাশাপাশি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড একটি স্বতন্ত্র ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিশনারেট গঠন করেছে। স্বয়ংক্রিয় সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট এর কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে।

(v) পণ্যচালান খালাসোত্তর নিরীক্ষা (Post Clearance Audit)

WTO Trade Facilitation Agreement (TFA) এর শর্তানুসারে Post Clearance Audit (PCA) ব্যবস্থাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে PCA ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিটি কাস্টম হাউসে গঠন করা হয়েছে স্বতন্ত্র PCA ইউনিট। কার্যকর PCA ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হলে এর মাধ্যমে অধিক সংখ্যক পণ্য চালান দ্রুত খালাস দেয়া সম্ভব হবে।

(vi) বাধ্যতামূলক ইলেকট্রনিক পেমেন্ট

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ১ জানুয়ারি ২০২২ থেকে পরিমাণ নির্বিশেষে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে শুদ্ধ-কর পরিশোধ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর ফলে শুদ্ধ-কর পরিশোধ পদ্ধতি আরো সহজ হয়েছে, সময় কম ব্যয় হচ্ছে, জালিয়াতি প্রতিরোধ করা গেছে এবং প্রায় শতভাগ ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে শুদ্ধ-কর পরিশোধ করা হচ্ছে।

(vii) Advance Ruling

বাণিজ্য সহজীকরণের অংশ হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস সংক্রান্ত অগ্রিম রুলিং পদ্ধতি চালু করেছে। এর ফলে কোন পণ্য আমদানির পূর্বেই আমদানিকারকগণ বা নতুন উদ্যোক্তাগণ পণ্যের HS Code সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারছেন। প্রদত্ত অ্যাডভান্স রুলিং জাতীয়



রাজস্ব বোর্ডের Website (bangladeshcustoms.gov.bd) এ প্রদর্শিত হচ্ছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং বাংলাদেশ কাস্টমস এর ওয়েবসাইট এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ফরম ডাউনলোড করে অনলাইনেই আবেদন করা যায়।

(viii) E-auction কার্যক্রম চালু

কাস্টমস নিলাম প্রক্রিয়া সহজীকরণ করার লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ইতোমধ্যে কাস্টম হাউস চট্টগ্রাম, কাস্টম হাউস বেনাপোল ও কাস্টম হাউস মোংলায় E-auction কার্যক্রম চালু করেছে। এর ফলে স্বল্প সময়ে সৃষ্টভাবে অধিক সংখ্যক ক্রেতার অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিলাম কার্যক্রম স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে।

(ix) অবকাঠামো উন্নয়ন

উন্নত কাস্টমস সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ কাস্টমস স্টেশনসমূহের অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় অনেকগুলো উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পসমূহের উদ্দেশ্য হলো বাণিজ্যিক ব্যয় হ্রাসকরণ; বাণিজ্য সম্প্রসারণমূলক শুল্ক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন এবং রূপকল্প-২০৪১ এর আলোকে বাণিজ্য নীতি বাস্তবায়নে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা; সাংগঠনিক কাঠামোর উন্নয়ন এবং বাংলাদেশ কাস্টমস এর মানবসম্পদ, আর্থিক এবং অবকাঠামোগত সক্ষমতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে সকল পর্যায়ে কাস্টমস প্রশাসনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা; এবং যথাযথ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রবর্তনের মাধ্যমে কাস্টমস পরিষেবার কার্যকারিতা এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা। উল্লেখযোগ্য প্রধান প্রকল্প সমূহের মধ্যে Customs Modernization & Infrastructure Development Project (CMID), যা বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় প্রায় ১৬৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ে কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম ও কাস্টমস একাডেমির আধুনিকায়ন ও অবকাঠামো উন্নয়নে এপ্রিল ২০২৩ এ বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। আশা করা যায় মার্চ ২০২৭ এর মধ্যে শেষ হবে। এছাড়াও Asian Development Bank (ADB) এর সহায়তায় ঢাকায় সেন্ট্রাল কাস্টমস ল্যাবরেটরি, সেন্ট্রাল কাস্টমস ওয়ারহাউস, রিজিওনাল কাস্টমস ট্রেনিং একাডেমি ও ০৩ টি ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন এর অবকাঠামো নির্মাণের/উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

(x) কাস্টমস বন্ড ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ

কাস্টমস বন্ডের আওতায় আনীত পণ্যচালান দ্রুত খালাস প্রদান এবং বন্ড ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের জন্য বন্ড অটোমেশন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বন্ড ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক কর্মপদ্ধতিতে অনেক বেশী স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত হবে। পাশাপাশি বন্ড ব্যবস্থাপনার অপব্যবহার রোধ ও সরকারি রাজস্ব সুরক্ষার পাশাপাশি দেশীয় শিল্পের সুরক্ষা নিশ্চিত হবে। এই প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে online ডিজিটাল লাইসেন্সিং মডিউল কার্যকর করা হয়েছে এবং অন্যান্য মডিউল পাইলটিং এর মাধ্যমে শীঘ্রই কার্যকর করা হবে।



ঘ) পরিবর্তিত ভূমিকাঃ

পরিবর্তনশীল বিশ্বব্যবস্থায় কাস্টমস এর ভূমিকা প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে। মোকাবেলা করতে হচ্ছে নতুন চ্যালেঞ্জ। প্রস্তুত হচ্ছে নতুন আঙ্গিকে। এ উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ কাস্টমস বর্তমানে নিম্নলিখিত বিষয়ে অধিক গুরুত্ব আরোপ করছে:

(i) জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা

মেধাস্বত্ব আইন (IPR) এর বাস্তবায়নসহ কাস্টমস জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ পণ্যসামগ্রী যেমন- ভেজাল ও নিম্নমানের খাদ্যদ্রব্য জাতীয় নিরাপত্তার জন্য চ্যালেঞ্জ। বিদ্যমান আইন ও বিধি অনুযায়ী যে সকল পণ্য বাংলাদেশে আমদানিযোগ্য সেই সকল পণ্যের বাইরে জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বা সামাজিকভাবে অনভিপ্রেত পণ্যচালান আমদানি করা হলে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ তা প্রতিহত করে থাকে।

(ii) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দেশীয় অবস্থান সুসংহতকরণ ও স্বার্থ রক্ষা

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কাস্টমস সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন এবং বাণিজ্য সহজীকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের অবস্থান সুসংহতকরণার্থে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিভিন্ন দেশের সাথে Customs Mutual Administrative Assistance (CMAA) বিষয়ক চুক্তি স্বাক্ষরের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে সৌদি আরব, জাপান এবং তুরস্কের সাথে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। কাতার এবং মেক্সিকোর সাথে চুক্তিটি স্বাক্ষরের অপেক্ষায় রয়েছে। কাস্টমস সম্পর্কিত পারস্পরিক বিষয় নিষ্পত্তির জন্য নেপাল, ভুটান এবং ভারতের সঙ্গে জয়েন্ট ফ্রপ অব কাস্টমস নামীয় ফোরাম বিদ্যমান রয়েছে। আগামী ২০২৬ সালে স্বপ্নোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে বাংলাদেশের উত্তরণের প্রেক্ষাপটে এ ধরনের চুক্তি ভারত, চীন, থাইল্যান্ডসহ আরও বেশ কয়েকটি দেশের সাথে স্বাক্ষরের কার্যক্রম চলমান আছে। তাছাড়া, বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার সাথে বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং ট্রানজিট-ট্রানশিপমেন্ট বিষয়ক আলোচনা, চুক্তি নেগোসিয়েশন এবং চুক্তি বাস্তবায়নে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কাস্টমস সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দেশের স্বার্থ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

(iii) LDC Graduation এ বাংলাদেশ কাস্টমস

স্বপ্নোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের সাথে সাথে বাংলাদেশী পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান শুল্ক (Tariff) সুবিধা হ্রাস পাবে। এজন্য সরকার কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ নানা দেশের সাথে প্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (PTA, FTA) স্বাক্ষরের পদক্ষেপ নিয়েছে। এর ফলে রপ্তানি বাজারে বাংলাদেশ যেমন নির্দিষ্ট পণ্যে শুল্ক সুবিধা পাবে, তদ্রূপ সুবিধা অন্য দেশের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশকে প্রদান করতে হবে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের কাস্টমস রাজস্ব উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ কারণে রাজস্ব সুরক্ষার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আমদানি পণ্যের উপর বিদ্যমান ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণ (Tariff rationalization) এর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। একই সাথে দেশীয় শিল্পের বিকাশ, রপ্তানি পণ্যের বহুমুখীকরণ এবং স্থানীয় শিল্পের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড যথাযথ রাজস্ব নীতি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা



পালন করে আসছে।

৪। আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস, ২০২৪ এর মূল প্রতিপাদ্যের আলোকে বাংলাদেশ কাস্টমস

৪.১। ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশন (ডব্লিউসিও) কর্তৃক আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস, ২০২৪ এর মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে- Customs Engaging Traditional and New Partners with Purpose অর্থাৎ “মিলে নবীন-পুরনো অংশীজন/কাস্টমস করবে লক্ষ্য অর্জন”। বাংলাদেশ কাস্টমস ইতোমধ্যে চিরাচরিত অংশীজনদের সঙ্গে সময়ের চাহিদা বিবেচনায় আধুনিক ও বহুমুখী ব্যক্তি, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কার্যকর অংশীদারিত্বমূলক (Partnership) সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। ঐতিহ্যগতভাবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশ কাস্টমস বন্দর কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ব্যাংক, কাস্টমস ক্লয়ারিং ও ফরোয়ার্ডিং এজেন্ট বা কাস্টমস ব্রোকার, শিপিং এজেন্ট, ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট, বিভিন্ন ধরনের লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ, নানা প্রকার সার্টিফিকেট প্রদানকারী সরকারি কর্তৃপক্ষ, বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী, আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকসহ অন্যান্য দপ্তর, সংস্থা ও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সম্পাদন, রাজস্ব আহরণ এবং নিরাপত্তা ঝুঁকি প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

৪.২। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সহজীকরণে বাংলাদেশ কাস্টমস পুরনো অংশীদারদের সাথে সময়ের চাহিদা অনুযায়ী সম্পর্ক আরো মজবুত করেছে। এক্ষেত্রে অটোমেশনের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়ায় জড়িত সরকারি সংস্থা, যারা বিভিন্ন ধরনের লাইসেন্স, পারমিট ও সার্টিফিকেট ইস্যু করে, তাদের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে, যাতে একটি একক প্ল্যাটফর্মে পণ্য খালাসের জন্য প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র দাখিল করা যায়। এই একক প্ল্যাটফর্মের নাম দেয়া হয়েছে বাংলাদেশ সিঙ্গেল উইন্ডো এবং বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বাংলাদেশ কাস্টমস উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা হিসেবে বিশ্বব্যাংকের সাথেও অংশীদারিত্বমূলক সম্পর্ক নবায়ন করেছে। কাস্টমসের আধুনিকায়নে বিশ্বব্যাংক এবং বাংলাদেশ কাস্টমস যৌথভাবে কাজ করছে। অনুকূপভাবে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা (জাইকা), ইউএসএআইডিসহ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে বাংলাদেশ কাস্টমস অংশীদারিত্বের সম্পর্ক আরো দৃঢ় করেছে। নিজস্ব সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যবসায় বাণিজ্যে সহায়ক ভূমিকা পালনের পাশাপাশি সরকারের ব্যয় নির্বাহকল্পে কাস্টমস বিভাগ অব্যাহতভাবে অভ্যন্তরীণ সম্পদ যোগান দিয়ে যাচ্ছে। অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর কর্মসূচীর মাধ্যমে উত্তম চর্চা অনুসরণ ও পরিপালন রেকর্ডধারী তালিকাভুক্ত আমদানি ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম মসৃণ ও দ্রুততর সময়ের মধ্যে পণ্য খালাসের সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে এ ধরণের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাস্টমসের অংশীদারিত্বমূলক নতুন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশন প্রণীত বিভিন্ন রকম স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ



আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস

২০২৪

প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাংলাদেশ কাস্টমসের কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন ভূমিকায় অতীতের চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যায় অংশগ্রহণ করছে। ফলশ্রুতিতে আন্তর্জাতিক এ সংস্থার সাথে বাংলাদেশ কাস্টমসের সম্পর্ক অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে ঘনিষ্ঠ হয়েছে। ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন (WTO) প্রণীত ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন এগ্রিমেন্ট বাংলাদেশ অনুস্বাক্ষর করেছে এবং এ চুক্তির বিভিন্ন বিধান (measures) বাস্তবায়নে বাংলাদেশ কাস্টমস অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ফলে WTO এর সাথে বাংলাদেশ কাস্টমসের অংশীদারিত্বমূলক সম্পর্ক অধিকতর শক্তিশালী হয়েছে।

৪.৩। বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধির পাশাপাশি বাণিজ্যের ধরণ প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে এবং এ পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে কাস্টমসের নীতি ও পদ্ধতির আধুনিকায়ন করতে হয়েছে। এছাড়া, বাণিজ্যের আড়ালে মুদ্রা পাচার, সস্তাসী কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন, মাদক ও অস্ত্রের চোরাচালান, বিপন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী চোরাচালান, মানব পাচার ইত্যাদি অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও দমনে কাস্টমসের ভূমিকা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কাস্টমসের ভূমিকা যেমন পরিবর্তিত হয়েছে, তেমনি বাংলাদেশ কাস্টমসের ভূমিকাতেও সে পরিবর্তনের প্রভাব স্পষ্টরূপে দৃশ্যমান। পরিবর্তিত ভূমিকা পালন করতে গিয়ে বাংলাদেশ কাস্টমসকে তাই নতুন নতুন বৈচিত্র্যপূর্ণ অংশীজনদের সঙ্গে নিজের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করতে হয়েছে। যেমন, অর্থপাচার প্রতিরোধকল্পে বাংলাদেশ কাস্টমসকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি), ইন্টারপোল ও দুর্নীতি দমন কমিশন এর সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে হয়েছে। একইভাবে, বিপন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী সংরক্ষণের লক্ষ্যে গৃহীত The convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে The World Conservation Union (IUCN) এর সঙ্গে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়সহ বাংলাদেশ কাস্টমসের অংশীদারিত্ব সৃষ্টি হয়েছে। অনুরূপ আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি ও কনভেনশন বাস্তবায়নার্থে বাংলাদেশ কাস্টমস বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সাথে নতুন নতুন অংশীদারিত্ব রক্ষা করে চলেছে।

আন্তর্জাতিক কাস্টমসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ কাস্টমস বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য অংশীদার দেশ ও সংস্থার সাথে পারস্পরিক তথ্য বিনিময় ও সহযোগিতার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নতুন নতুন অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করে চলেছে। তছাড়া, বিভিন্ন দেশের সাথে স্বাক্ষরিত অগ্রধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি আলোচনা ও বাস্তবায়নে বাংলাদেশ কাস্টমস সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে নিজ ভূমিকা পালন করে চলেছে। স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তরের পরিক্রমায় বাংলাদেশ কাস্টমস ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ কাস্টমস সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সঙ্গে এবং বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীসহ বাণিজ্য অংশীদার দেশের সাথে নতুন রূপে কার্যকর অংশীদারিত্ব গড়ে তুলেছে।



৫. উপসংহার

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG), ২০২৬ সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে যাত্রা, ২০৩১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তর, ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য অর্জন করতে হলে সরকারের অন্যান্য দপ্তর ও সংস্থার সাথে রাজস্ব প্রশাসন, বিশেষত বাংলাদেশ কাস্টমসের সমন্বয়যোগ্য সংস্কার ও আধুনিকায়ন অতীব জরুরি। প্রথাগত অংশীজন ও সময়ের প্রয়োজনে সৃষ্ট নতুন অংশীজনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ব্যবসায় সহায়তাকরণ ও বিনিয়োগ বান্ধব স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রয়োজনীয় উন্নয়ন, প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনবলের সংস্থান, উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন যন্ত্রপাতি ক্রয়সহ যুগোপযোগী কাস্টমসের প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ সময়ের দাবী। এর মাধ্যমে বহুমুখী অংশীজনের সাথে অংশগ্রহণমূলক কাস্টমস ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে, যা প্রকারান্তরে একবিংশ শতকের উপযোগী আধুনিক স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে বাংলাদেশ কাস্টমসকে সক্ষম করে তুলবে।



আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস
২০২৪



আমদানিকৃত পণ্য শুল্কায়নে বিনিময় মূল্যের বিধানাবলী

মারগুব আহমদ

সদস্য (অবসরপ্রাপ্ত)

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

কাস্টমস কর্তৃপক্ষের প্রধান দায়িত্ব হলো ব্যবসা বান্ধব পরিবেশে সরকারের ন্যায্য রাজস্ব আদায়। একইসাথে সকলের প্রতি সম আচরণের (Level Playing Field) মাধ্যমে দেশীয় শিল্পের বিকাশকে ত্বরান্বিত করাসহ পণ্যের বাজার মূল্য নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করা। অন্যদিকে বিদেশ থেকে অস্বাস্থ্যকর, পরিবেশ হানিকর এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ কোনো পণ্য আমদানি না হয় তা নিশ্চিত করাও কাস্টমস কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। বর্তমানে শুল্ক-কর হার হ্রাস (Tariff) পাওয়ার ফলে এবং উন্মুক্ত বাজার ব্যবস্থা ও বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে পণ্যের অবাদ প্রবেশ ও বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে কাস্টমস বিভাগের গুরুত্ব অতীতের তুলনায় আরো বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

যথাযথ রাজস্ব আদায়ে কাস্টমস বিভাগকে ব্যাপক ও বহুমুখী চাপ সহ্য করতে হয়। বহুদিনের কর সংস্কৃতির অভাবে আমাদের দেশে স্বেচ্ছায় আইন-কানুন মানার প্রবণতা খুবই কম। ফলে কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে রাজস্ব সুরক্ষার জন্য প্রায়শ ব্যাপকভাবে চালানোর দলিলাদি ও পণ্যের কায়িক পরীক্ষা করতে হয়। অন্যদিকে, বাণিজ্য উদারীকরণের ফলে এবং প্রতিযোগিতামূলক



বিশ্বে টিকে থাকার জন্য আমদানিকারকগণ দ্রুত পণ্য খালাস নিতে প্রবলভাবে ইচ্ছুক। এই দুই বিপরীতমুখী প্রবণতার কারণে অনেক ক্ষেত্রে অব্যক্তি পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

পণ্যের শুদ্ধায়নে যথাযথ মূল্য নির্ধারণ (Assessable Value) অপরিহার্য। কেননা আমাদের দেশে প্রায় অধিকাংশ পণ্যের ক্ষেত্রে মূল্যের উপর (Ad Valorem) শুদ্ধ আদায় করা হয়। এই মূল্য নিয়ে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ এবং আমদানিকারকের মধ্যে দ্বন্দ্ব দীর্ঘকালের। প্রথমে বাংলাদেশে পণ্য-মূল্য নির্ধারণে BDV (Brussels Definition of Value) ব্যবহার করা হতো। কিন্তু পরবর্তীতে বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে এবং বর্তমান বিশ্বের বাস্তবতাকে স্বীকার করে ২০০০ সালে বাংলাদেশ GATT প্রবর্তিত বিনিময় মূল্য (Transaction Value) গ্রহণ করে।

শুদ্ধায়ন কার্যক্রমে চিরাচরিত ব্রাসেলস মূল্য থেকে GATT ভ্যালুয়েশন ব্যবস্থায় উত্তরণের মধ্য দিয়ে শুদ্ধ মূল্যায়নে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। GATT ভ্যালুয়েশন ব্যবস্থা পূর্বের ব্রাসেলস ভ্যালুয়েশন এর চেয়ে অধিকতর স্বচ্ছ এবং গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকৃত। ভ্যালুয়েশন বা মূল্যায়নের ধারণা মৌলিকভাবে এক বস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তুর উৎকর্ষের তুলনা থেকে রচিত হয়। প্রাচীনকালে মূল্যায়ন করা হতো বাটার বা এক পণ্যের বিনিময়ে অন্য কোনো পণ্য প্রদানের মাধ্যমে। প্রাচীন পণ্য বিনিময় বাণিজ্য অচল হয়ে গেলে তখন মুদ্রা দিয়ে মূল্যের পরিমাপ করা শুরু হয়। কিন্তু পণ্যের আর্থিক মূল্য বা দাম নিরন্তর, প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল।

কাস্টমস কর্তৃপক্ষের প্রধান দায়িত্ব হলো ব্যবসা বান্ধব পরিবেশে সরকারের ন্যায্য রাজস্ব আদায়। একইসাথে সকলের প্রতি সম আচরণের (Level Playing Field) মাধ্যমে দেশীয় শিল্পের বিকাশকে ত্বরান্বিত করাসহ পণ্যের বাজার মূল্য নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করা, অন্যদিকে বিদেশ থেকে অস্বাস্থ্যকর, পরিবেশ হানিকর এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ কোনো পণ্য আমদানি না হয় তা নিশ্চিত করাও কাস্টমস কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। বর্তমানে শুদ্ধ-কর হার হ্রাস (Tariff) পাওয়ার ফলে এবং উন্মুক্ত বাজার ব্যবস্থা ও বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে পণ্যের অবাধ প্রবেশ ও বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে কাস্টমস বিভাগের গুরুত্ব অতীতের তুলনায় আরো বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

যথাযথ রাজস্ব আদায়ে কাস্টমস বিভাগকে ব্যাপক ও বহুমুখী চাপ সহ্য করতে হয়। বহুদিনের কর সংস্কৃতির অভাবে আমাদের দেশে স্বেচ্ছায় আইন-কানুন মানার প্রবণতা খুবই কম। ফলে কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে রাজস্ব সুরক্ষার জন্য প্রায়শ ব্যাপকভাবে চালানোর দলিলাদি ও পণ্যের কায়িক পরীক্ষা করতে হয়। অন্যদিকে, বাণিজ্য উদারীকরণের ফলে এবং প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকার জন্য আমদানিকারকগণ দ্রুত পণ্য খালাস নিতে প্রবলভাবে ইচ্ছুক। এই দুই বিপরীতমুখী প্রবণতার কারণে অনেক ক্ষেত্রে অব্যক্তি পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

পণ্যের শুদ্ধায়নে যথাযথ মূল্য নির্ধারণ (Assessable Value) অপরিহার্য। কেননা আমাদের দেশে প্রায় অধিকাংশ পণ্যের ক্ষেত্রে মূল্যের উপর (Ad Valorem) শুদ্ধ আদায় করা হয়। এই



আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস

২০২৪

মূল্য নিয়ে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ এবং আমদানিকারকের মধ্যে দ্বন্দ্ব দীর্ঘকালের। প্রথমে বাংলাদেশে পণ্য-মূল্য নির্ধারণে BDV (Brussels Definition of Value) ব্যবহার করা হতো। কিন্তু পরবর্তীতে বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে এবং বর্তমান বিশ্বের বাস্তবতাকে স্বীকার করে ২০০০ সালে বাংলাদেশ GATT প্রবর্তিত বিনিময় মূল্য (Transaction Value) গ্রহণ করে।

শুল্কায়ন কার্যক্রমে চিরাচরিত ব্রাসেলস মূল্য থেকে GATT ভ্যালুয়েশন ব্যবস্থায় উত্তরণের মধ্য দিয়ে শুল্ক মূল্যায়নে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। GATT ভ্যালুয়েশন ব্যবস্থা পূর্বের ব্রাসেলস ভ্যালুয়েশন এর চেয়ে অধিকতর স্বচ্ছ এবং গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকৃত। ভ্যালুয়েশন বা মূল্যায়নের ধারণা মৌলিকভাবে এক বস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তুর উৎকর্ষের তুলনা থেকে রচিত হয়। প্রাচীনকালে মূল্যায়ন করা হতো বাটার বা এক পণ্যের বিনিময়ে অন্য কোনো পণ্য প্রদানের মাধ্যমে। প্রাচীন পণ্য বিনিময় বাণিজ্য অচল হয়ে গেলে তখন মুদ্রা দিয়ে মূল্যের পরিমাপ করা শুরু হয়। কিন্তু পণ্যের আর্থিক মূল্য বা দাম নিরন্তর, প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। কাস্টমস শুল্ক আরোপের জন্য যে মূল্যায়ন করা হয় তা সাধারণত বাণিজ্যিক মূল্যায়ন থেকে ভিন্নতর। এই ক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতার সাথে অন্য সত্তা হিসেবে জড়িয়ে পড়ে – কাস্টমস কর্তৃপক্ষ। কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে একই মানদণ্ডে সমস্ত লেনদেনের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয় যাতে তা ন্যায্যনিষ্ঠ এবং সরকারী রাজস্বের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়।

কোনো পণ্যের মূল্যমানে টাকার অঙ্কে একটি দ্রব্য/পণ্যের দাম কত হতে পারে তা হিসাব করে নির্ণয় করা। এটা পণ্য কিংবা বাণিজ্যিক পণ্যের মূল্য/দাম হিসাব করে বের করার একটি পদ্ধতি যা একটি বস্তুকে অন্যটির সাপেক্ষে মূল্য নিরূপণ করার সাথে জড়িত থাকে।

মূল্যের সংশোধিত সংজ্ঞা (Amended Definition of Value):

শুল্ক আইন, ১৯৬৯ এর ২৫ ধারার অধীনে মূল্যের সংজ্ঞাকে অর্থ আইন (Finance Act), ১৯৯৭ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়।

সংশোধিত শুল্ক আইনের ২৫ ধারায় বলা আছে- যে কোনো আমদানি অথবা রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য অবশ্যই নির্ধারিত হতে হবে। এরূপ মূল্য/দরে যাতে এই পণ্য অথবা এ ধরণের পণ্য স্বাভাবিকভাবে বিক্রয় করা হয় অথবা বিক্রয়ের জন্য রাখা হয় অথবা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমদানি বা রপ্তানি করার জন্য কোনো নির্ধারিত সময় ও স্থানে পণ্য সরবরাহ করা হয়। তাছাড়া ক্রেতা ও বিক্রেতার ব্যবসায় কোনো স্বার্থ থাকে না অথবা একে অপরের এবং মূল্য/দরই বিক্রয়ের অথবা বিক্রয়ের জন্য রাখা এর একমাত্র বিবেচ্য বিষয় এবং আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে মূল্য নিরূপণে যেভাবে নীতি প্রণীত আছে সেভাবেই ধরতে হবে।



ট্রানজেকশন এর সংশোধিত সংজ্ঞা (Transaction Value Define):

GATT-১৯৯৪ অনুসারে প্রকৃত মূল্য (Actual Value) এমনই একটি মূল্য, যাতে আইন কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে আমদানিকৃত পণ্য অথবা বাণিজ্যিক পণ্য বিক্রয় করা হয় অথবা বিক্রয়ের জন্য উন্মুক্ত করে রাখা হয় এবং তা সংগঠিত হয় পুরোপুরি প্রতিযোগিতামূলক বাণিজ্যিক কার্যক্রমে।

অন্য কথায়, প্রকৃত মূল্যই বিনিময় মূল্য যা চুক্তিতে (Agreement) সংজ্ঞায়িত হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে যে মূল্য/দরে পণ্য আমদানিকারক দেশে রপ্তানির জন্য পরিশোধিত হয়েছে অথবা পরিশোধযোগ্য অর্থাৎ ক্রেতার নিকট প্রকৃতপক্ষে পরিশোধিত অথবা পরিশোধযোগ্য মূল্যই হলো বিক্রয়ের শর্তসাপেক্ষে মোট পরিশোধিত অথবা পরিশোধ করা হবে এমন মোট মূল্য। ৩য় পক্ষের নিকট ক্রেতা কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্য বিক্রয় করা যা বিক্রেতার স্বার্থ বহন করে। পরিশোধ টাকার অঙ্কে হতে হবে এমন নয়। এটা LC (Letter of Credit) অথবা আলোচনা সাপেক্ষে দলিলের মাধ্যমে হতে পারে এবং প্রত্যক্ষ পরোক্ষ যে কোনোভাবে হতে পারে। এভাবে ট্রানজেকশন মূল্যকে শুদ্ধ মূল্য হিসাবে বিবেচনা করা যায়- যা প্রকৃত পক্ষে পরিশোধিত অথবা পরিশোধযোগ্য মূল্যের ভিত্তি হতে পারে এবং ক্রেতা কর্তৃক বাহিত খরচ ও সরবরাহকৃত সেবাকে সমন্বয় করা যেতে পারে। গতানুগতিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের একে অপরের ব্যবসায়িক স্বার্থ থাকে না।

নিম্নের শর্তপূরণ সাপেক্ষে আমদানিকৃত পণ্যের ট্রানজেকশন মূল্য গ্রহণ করা যাবেঃ

- (ক) ক্রেতা কর্তৃক পণ্য ব্যবহারের কোনো বাধা থাকতে পারবে না। তবে সরকারি কর্তৃপক্ষ পণ্যকে ভৌগোলিক সীমানায় পুনঃবিক্রয়ের জন্য সীমিত করতে পারে।
- (খ) উক্ত পণ্যের বিক্রয় বা মূল্য নির্ধারণ এমন কোনো পণ্য বা শর্তের সাপেক্ষে হবে না যার জন্য উক্ত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ সম্ভব না হয়।
- (গ) পরবর্তী পুনঃবিক্রয়ের কোনো অর্জিত মুনাফার অংশ; ক্রেতা কর্তৃক পণ্য ব্যবহার অথবা অধীনে রাখা, প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে স্বাভাবিক বৃদ্ধি হিসাবে বিক্রেতার নিকট থাকতে পারবে না, যদি না ব্যয় (Cost) এবং সেবা (Service) সঠিকভাবে নিরূপণ করা হয়।
- (ঘ) ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে কোনোরূপ সম্পর্ক নেই।
- (ঙ) যেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সম্পর্ক বিদ্যমান, বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অবস্থা নিরিখে নির্দেশিত হবে যে, সম্পর্ক মূল্য/ দামে প্রভাব খাটাতে পারেনি, অথবা যখন কোন আমদানিকারক তাঁর নিজের উদ্যোগে তুলনা করে দেখায় যে ঘোষিত মূল্য নিম্নের নির্ধারিত মূল্যের খুবই কাছাকাছি:
- (i) বিক্রয়ের অভিন্ন অথবা একইরূপ পণ্যের লেনদেন মূল্য সম্পর্কহীন ক্রেতার নিকট বিক্রয় করা হয়।
- (ii) অভিন্ন কিংবা একইরূপ পণ্যের অবরোহী/বিয়েজন মূল্য।



আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস

২০২৪

এইরূপ তুলনার জন্য ব্যবহৃত মূল্য প্রয়োগ বাণিজ্যিক স্তরে পরিমাণগত স্তরে প্রদর্শিত পার্থক্য, ব্যয় এবং সেবা (Service) সমন্বয় করা এবং বিক্রেতা কর্তৃক ব্যয়ভার গ্রহণ করা, যাতে সে ও ক্রেতা পরস্পর সম্পর্কিত নয়। এরূপ তুলনার (Comparison) জন্য কোনো বিকল্প মূল্য (Substitute) গ্রহণযোগ্য হবে না।

সম্পর্কিত ব্যক্তি (Persons Related):

ব্যক্তিদেরকে সম্পর্কিত মনে হবে কেবলমাত্র যদি :

- (ক) তাঁরা একে অপরের ব্যবসায়ের কর্মকর্তা অথবা পরিচালক হন।
- (খ) তাঁরা ব্যবসায়ে আইন-স্বীকৃত অংশীদার।
- (গ) তাঁরা নিয়োগকর্তা এবং চাকরিজীবী।
- (ঘ) যে কোনো ব্যক্তি প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে ৫% অথবা তার বেশি Outstanding Voting Stock কিংবা শেয়ার ধরে রাখে কিংবা নিয়ন্ত্রণ করে অথবা অধিকারে রাখে।
- (ঙ) তাঁদের একজন অন্যজনকে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।
- (চ) তাঁদের উভয়েই প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে তৃতীয় ব্যক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।
- (ছ) তাঁরা একত্রে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে তৃতীয় ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে।
- (জ) তাঁরা একই পরিবারের সদস্য।

এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে বলে ধরা হবে যখন পূর্বকার ব্যক্তি আইনগতভাবে কিংবা পরিচালনাগতভাবে (Operationally) পরে উলিখিত (Later) ব্যক্তিকে বাধা প্রদান অথবা নির্দেশনা দেয়ার ক্ষমতা রাখে। ব্যক্তিবর্গ যারা একে অপরের ব্যবসায়ে এমনভাবে সংযুক্ত/ সহযোগী যে একে অপরের একমাত্র প্রতিনিধি অথবা একমাত্র পরিবেশক অথবা একমাত্র ছাড়দাতা (Sole Concessionaire) তাদেরকে সম্পর্কিত ধরা যাবে। ব্যক্তি বলতে আইনগত ব্যক্তি (Legal Person) কে বুঝাবে।

ক্রেতা কর্তৃক সরবরাহকৃত সেবা ও ব্যয়ভার বহনের সমন্বয় (Adjustment of Cost Incurred & Service Supplied by Buyer):

যখন একজন আমদানিকারক কর্তৃক ঘোষিত (Transaction Value) তে নিম্নের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত না থাকে তবে বিক্রেতা কর্তৃক যতটুকু ব্যয় হয় তা মূল্যের সাথে যোগ করতে হবে।

- (ক) কমিশন (ছাড়) এবং দালালী (ক্রয় কমিশন ব্যতিত)।
- (খ) শুদ্ধ উদ্দেশ্যে (Customs purposes) বিবেচিত হয় পাণের ধারক (Container) ব্যয়।



(গ) প্যাকিং ব্যয়, পণ্যের জন্যই হোক অথবা শ্রমের জন্যই হোক।

এছাড়া নিম্নের বিষয়সমূহ পণ্যের মূল্যের সাথে যোগ হবে:

(ক) বস্তু, উপাদান, যন্ত্রাংশ ও অনুরূপ আইটেম যা আমদানিকৃত পণ্যের সাথে যুক্ত।

(খ) যন্ত্রপাতি, ডাইস, মোলডস ও অনুরূপ আইটেম যা আমদানিকৃত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়।

(গ) আমদানিকৃত পণ্যের উৎপাদনে ব্যবহৃত বস্তুসমূহ এবং

(ঘ) আমদানিকৃত পণ্যের উৎপাদনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যেমন- প্রকৌশল, উন্নয়ন, কলাকর্ম, নকশাকর্ম, পরিকল্পনা এবং নকশার কাজ হাতে নেয়া ইত্যাদি।

ক্রেতা কর্তৃক সরাসরি কিংবা পরোক্ষভাবে রয়্যালিটি ও লাইসেন্স ফি পরিশোধ করা প্রয়োজন হলে তবে যে পরিমাণ মূল্যে অন্তর্ভুক্ত হয়নি, সে পরিমাণ মূল্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

আমদানিকৃত পণ্যের পরবর্তী যে কোনো পুনঃবিক্রয় বা অধিকারে রাখা অথবা পণ্য ব্যবহারে যদি সরাসরি অথবা পরোক্ষভাবে বিক্রেতা লাভবান হয় তবে তা ঘোষিত মূল্যের সাথে যুক্ত হবে। ক্রেতা কর্তৃক বিক্রেতার নিকট অথবা ক্রেতা কর্তৃক তৃতীয় পক্ষের নিকট বিক্রয়ের শর্ত হিসেবে আমদানিকৃত পণ্যের অন্যান্য সকল ব্যয় যদি ঘোষিত মূল্যে অন্তর্ভুক্ত না থাকে তবে তাও যোগ করতে হবে।

আমদানির সময় ও স্থান এবং খালাসের জন্য খালাসের সময় ও স্থানে আমদানিকৃত পণ্যের বিক্রয় কিংবা বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুতাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হবেঃ

(ক) আমদানি স্থানে (Place of Importation) আমদানিকৃত পণ্যের ভাড়া অথবা পরিবহন ব্যয়।

(খ) বন্দরে অথবা আমদানি স্থানে আমদানিকৃত পণ্যের পরিবহনের সাথে জড়িত ব্যয়, খালাসকরণ এবং বোঝাইকরণ ইত্যাদি ব্যয় সংযুক্ত থাকে।

(গ) বীমা ব্যয়, যেখানে ভাড়া কিংবা পরিবহন ব্যয় নিরূপণযোগ্য নয় সেক্ষেত্রে পণ্যের FOB (Freight On Board) মূল্যের ২০% ধরতে হবে। বোঝাইকরণ, খালাসকরণ এবং কর্মপরিকল্পনা পরিবর্তন (Handling Charge) FOB (Freight On Board) মূল্য+ভাড়া+পণ্যের বীমা ব্যয় এর ১% ধরতে হবে। বিমানে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে যেখানে পরিবহন ব্যয় নিরূপণযোগ্য এইরূপ ব্যয় অবশ্যই পণ্যের FOB মূল্যের ২০% অতিক্রম করবে না।

পরীক্ষা ও অনুসন্ধানের ক্ষমতা (Power to Examine & Enquire):



আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস

২০২৪

যেখানে ক্রেতা-বিক্রেতা সম্পর্কিত থাকে সেখানে শুদ্ধ কর্মকর্তা লেনদেন মূল্য ব্যতীত অধিকতর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে ব্যর্থ হন এই অবস্থায়, তিনি (শুদ্ধ কর্মকর্তা) আমদানিকারককে প্রয়োজনীয় অধিকতর তথ্যাদি সরবরাহ করার যথেষ্ট সুযোগ করে দিতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে শুদ্ধ কর্মকর্তার উচিত লেনদেনের প্রাসঙ্গিক দিকগুলো পরীক্ষা করা যাতে প্রতীয়মান হয় যে তাঁদের সম্পর্ক মূল্য/দরে প্রভাব সৃষ্টি করছে কি না।

সত্য ও বিশুদ্ধতার নিরিখে একজন উপযুক্ত শুদ্ধ কর্মকর্তা যে কোনো প্রতিবেদন, দলিল অথবা ঘোষণাকৃত মূল্য ও নিজস্ব সন্তুষ্টির জন্য অনুসন্ধান চালাতে পারেন। যদি কোনো ক্ষেত্রে সন্দেহের কারণ খুঁজে পান, তাহলে তিনি সত্য ও বিশুদ্ধতার অন্বয়ণে দলিলে উপস্থাপিত আমদানিকারক দ্বারা ঘোষিত মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষা নিরীক্ষা করবেন। যার লক্ষ্য হচ্ছে ঘোষিত অথবা উপস্থাপিত মূল্যের উপাদানসমূহ সবদিক থেকে পরিপূর্ণ ও সঠিক-এইরূপ সত্যতা যাচাই করা। এইরূপ করতে গিয়ে শুদ্ধ কর্মকর্তা আমদানিকারককে দলিল ও অন্যান্য স্বাক্ষ্যসহ অধিকতর ব্যাখ্যা প্রদান করতে বলতে পারেন। এ সব দলিল উপস্থাপন করে তাকে প্রমাণ করতে হবে যে, ঘোষিত মূল্য লেনদেন/বিনিময় মূল্যকে নির্দেশ করছে অর্থাৎ আমদানিকৃত পণ্যের জন্য মোট পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে অথবা পরিশোধযোগ্য। অধিকতর তথ্যাদি পাওয়ার পর অথবা সাড়া না পাওয়া গেলে, যদি শুদ্ধ কর্মকর্তার তখনও ঘোষিত মূল্যের সত্যতা ও বিশুদ্ধতা সম্পর্কে যুক্তিসংগত সন্দেহ থাকে, তাহলে আমদানিকারকের আপীল করার অধিকার আছে এ কথা মনে রেখে তিনি আমদানিকৃত পণ্যের Transaction Value নির্ধারণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। যা হোক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে তিনি আমদানিকারকের সাথে লিখিতভাবে যোগাযোগ করবেন- যদি এইরূপ অনুরোধে বিশুদ্ধতা ও সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের কারণ থাকে, তাহলে সাড়া দেওয়ার জন্য আমদানিকারককে যুক্তিসংগত সুযোগ দিতে হবে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে শুদ্ধ কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত ও তৎসঙ্গে তা নেয়ার কারণ জানিয়ে আমদানিকারকের সাথে লিখিত যোগাযোগ করবেন।

অন্যান্য পদ্ধতিসমূহ (Other Methods):

শুদ্ধ উদ্দেশ্যে বিনিময় মূল্য (Transaction Value) আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য নিরূপণের প্রাথমিক ভিত্তি রচনা করে। কিন্তু যেখানে কোনো বিনিময় মূল্য নাই, অথবা বিনিময় মূল্য গ্রহণ করা যেতে পারে না অথবা নির্ণয় করা যায় না, কারণ মূল্য মিথ্যা/ বিকৃত তথ্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে- কতিপয় অবস্থা সৃষ্টির ফলে অথবা ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে সম্পর্ক থাকার ফলে অথবা পণ্য ব্যবহারে অথবা হস্তান্তরকরণে বাধার ফলে অথবা সন্দেহপূর্ণ, ঘোষণার ক্ষেত্রে সত্যতা ও বিশুদ্ধতা অনুসন্ধানের পর যেখানে লেনদেন মূল্য নিরূপণ করা যায় না - সেক্ষেত্রে ৫টি বিভিন্ন পদ্ধতি পর পর/ অনুক্রমিকভাবে প্রয়োগ করা যায়, যেমন-

(ক) অভিন্ন পণ্যের (Identical Goods) লেনদেন মূল্য।



(খ) সমতুল্য/একইরূপ পণ্যের (Similar Goods) লেনদেন মূল্য।

(গ) বিয়োজন পদ্ধতি (Deductive System)।

(ঘ) হিসাবকৃত/গনণাকৃত মূল্য পদ্ধতি (Computed Value Method)।

(ঙ) অবশেষ পদ্ধতি (Residual) অথবা পশ্চাদপ্রসরণ পদ্ধতি (Fall Back Method)।

অভিন্ন ও সমতুল্য/একইরূপ পণ্যের লেনদেন মূল্য (Transaction Value of Identical & Similar Goods):

যদি আমদানিকৃত পণ্যের শুদ্ধ মূল্য তাদের লেনদেন মূল্যের ভিত্তিতে নিরূপণ করা না যায় তাহলে একই সময়ে পণ্যের নিরূপিত মূল্য বাংলাদেশে আমদানিকৃত অভিন্ন পণ্যের শুদ্ধ মূল্যই লেনদেন মূল্য হবে। পুনরায় যখন আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য লেনদেন মূল্যের ভিত্তিতে করতে পারা না যায় তাহলে অভিন্ন পণ্যের (Identical Goods) মূল্যই হবে লেনদেন মূল্য। বাংলাদেশে আমদানিকৃত একই সময়ে পণ্যের নিরূপিত মূল্য-ই হবে একইরূপ পণ্যের লেনদেন মূল্য।

আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য নিরূপণে এই পদ্ধতিগুলোর প্রত্যেকটিকে অনুক্রমিকভাবে (Sequentially) একই বাণিজ্যিক পর্যায়ে বিক্রয় এবং উলেখযোগ্যভাবে একই পরিমাণে প্রয়োগ করা যাবে। যদি এইরূপ বিক্রয় না পাওয়া যায় তাহলে অভিন্ন পণ্যের অথবা একইরূপ পণ্যের লেনদেনমূল্য, যে ভাবেই হোক না কেন, বিভিন্ন বাণিজ্যিক পর্যায়ে বিক্রয় করা যাবে অথবা বিভিন্ন পরিমাণে অথবা উভয়ভাবেই। আরোপনাযোগ্য পার্থক্য বাণিজ্যিক স্তরে/পর্যায়ে অথবা উভয়ভাবেই ব্যবহার করা যাবে এই শর্তে যে, তা স্বাস্থ্য প্রমাণের ভিত্তিতেই এই সমন্বয় করা হয়েছে।

আমদানিকৃত পণ্য এবং অভিন্ন অথবা একইরূপ পণ্যের পরিবহন ব্যবস্থা, পরিবহন দূরত্ব ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় চার্জের সমন্বয় এবং পরিবহন ব্যয়, বীমা, বোঝাইকরণ ও খালাসকরণ ইত্যাদি লেনদেন মূল্যের অন্তর্ভুক্ত হবে।

যেভাবেই হোক না কেন, যদি অভিন্ন পণ্যের অথবা একইরূপ পণ্যের বিনিময় মূল্য (Transaction Value) একাধিক পাওয়া যায় তাহলে এইরূপ মূল্যের সর্বনিম্ন মূল্যটি আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য নির্ধারণে ব্যবহার করা হবে।

অভিন্ন কিংবা একইরূপ পণ্যের বিনিময় মূল্য পৌঁছার জন্য স্বাভাবিকভাবে শুদ্ধ প্রশাসন ও আমদানিকারকদের মধ্যে আলোচনা হতে পারে। এটা এরূপ হতে পারে যে, অভিন্ন কিংবা একইরূপ পণ্যের লেনদেন মূল্যের তথ্য আমদানিকারকের নিকট থাকতে পারে বা থাকে যা ঐ মুহূর্তে আমদানি বন্দরে শুদ্ধ প্রশাসনের নিকট নাও থাকতে পারে। বিপরীতক্রমে, শুদ্ধ প্রশাসনের নিকট এইরূপ তথ্য পাওয়া যেতে পারে যা আমদানিকারকের নিকট নাও পাওয়া যেতে



আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস

২০২৪

পারে। তাই, উভয় পক্ষের পরামর্শ ও আলোচনা এই তথ্য বিনিময়ের সহায়ক হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে বাণিজ্যিক গোপনীয়তা অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে।

অভিন্ন পণ্য ও একইরূপ পণ্যের সংজ্ঞা (Identical Goods & Similar Goods Defined):

অভিন্ন পণ্য (Identical Goods): আমদানিকৃত পণ্য যা পণ্য হিসেবে মূল্য নিরূপিত হওয়ার সুনাম, গুণাগুণ, গঠন ও বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যসহ সর্বদিক থেকে একই, তবে দেখতে সামান্য পার্থক্য থাকতে পারে- যা পণ্যের মূল্যে প্রভাব খাটাতে বা আক্রান্ত করতে পারে না- তা-ই অভিন্ন পণ্য।

সমতুল্য/একইরূপ পণ্য (Similar Goods): আমদানিকৃত পণ্য যা সর্বদিক থেকে এক নয়, তবে একই ধরণের বৈশিষ্ট্য আছে এবং উপাদানগত দিক থেকে একই ধরণের হওয়ায় একই কাজ সম্পাদনে সমর্থ হয় এবং বাণিজ্যিকভাবে ট্রেডমার্ক, সুনাম এবং গুণাগুণ পরস্পর পরিবর্তনযোগ্য।

অভিন্ন পণ্য ও একইরূপ পণ্য একই ব্যক্তি কর্তৃক এবং একই দেশে উৎপাদিত হতে হবে। তবে ঐ ব্যক্তি পণ্য উৎপাদন না করলে ভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য মূল্য নির্ধারণে ব্যবহার করা যাবে।

প্রকৌশল, উন্নয়ন, চিত্রকর্ম, নকশা কর্ম, পরিকল্পনা, বাংলাদেশে তৈরি নকশা প্রভৃতি অভিন্ন পণ্য ও একইরূপ পণ্য অন্তর্ভুক্ত করে না।

অবরোহী/বিয়োজন পদ্ধতি (Deductive Method):

যখন একইরূপ পণ্য অথবা অভিন্ন পণ্য অথবা আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য বিনিময় মূল্যের ভিত্তিতে মূল্য নির্ধারণ করা যায় না তখন পরবর্তী পদ্ধতি হিসাবে বিয়োজন পদ্ধতিকে (Deductive Method) অনুসরণ করা হয়।

আমদানিকৃত পণ্যের মূল্যের ভিত্তি হবে একক মূল্যের (Unit Price) উপর, যাতে আমদানিকৃত অভিন্ন অথবা একইরূপ পণ্য (Similar Goods) সর্বোচ্চ সমষ্টিগত পরিমাণে ঐ ব্যক্তিদের নিকট বিক্রয় করা হবে, যারা বাংলাদেশের বিক্রেতার সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। তবে নিচের ব্যয়গুলো বাদ দিতে হবে:

- (ক) যে কমিশন পরিশোধ করা হয়েছিল অথবা পরিশোধ করতে সম্মত হয়েছিল অথবা মুনাফার জন্য যা সংযোজন করা হয়েছিল এবং একই শ্রেণীর এবং একই প্রকার আমদানিকৃত পণ্য বাংলাদেশে বিক্রয়ের সাথে জড়িত সাধারণ ব্যয়।
- (খ) বাংলাদেশে সচরাচর সংঘটিত হয় এরূপ পরিবহন, বীমা ও অন্যান্য ব্যয়।
- (গ) বাংলাদেশে পণ্য আমদানি ও বিক্রয়ের জন্য যে সকল শুদ্ধ-কর পরিশোধযোগ্য।



যদি ঘোষণার সময় আমদানিকৃত পণ্য, অভিন্ন অথবা একইরূপ পণ্য (Similar Goods) বিক্রয় করা না হয় তাহলে আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য উপরোক্ত বিয়োজন শর্তাদি প্রয়োগ সাপেক্ষে আমদানির সময়ের সর্বোচ্চ ৯০ দিন পূর্বের মূল্য তথ্য ব্যবহার করে মূল্য নির্ধারণ করা যাবে।

যদি আমদানি শর্তে আমদানিকৃত অভিন্ন ও একইরূপ পণ্য বাংলাদেশে বিক্রয় করা না যায় তাহলে একক মূল্যের (Unit Price) ভিত্তিতে মূল্য নির্ধারণ করতে হবে যাতে আমদানিকৃত পণ্য অধিকতর প্রক্রিয়াজাত (Processing) করার পর সবচেয়ে বেশি পরিমাণ পণ্য ব্যক্তিদের নিকট বিক্রয় করা হয় যারা বাংলাদেশের বিক্রেতার সাথে সম্পর্কিত নয়। তবে প্রক্রিয়াজাত কারণে মূল্য সংযোজনের জন্য উপযুক্ত ছাড় দিতে হবে, তৎসহ উপরোলিখিত বিয়োজনও।

এই পদ্ধতির অধীনে আমদানিকারকের পক্ষে অথবা তথ্য সরবরাহের ভিত্তিতে বিয়োজনের জন্য বিবেচিত মুনাফা ও সাধারণ ব্যয় নির্ধারণ করা উচিত। যেখানে আমদানিকারকের টাকার অঙ্ক বাংলাদেশে একই শ্রেণী অথবা একই প্রকারের পণ্য বিক্রয়ে প্রাপ্ত অর্থের অমিল থাকে, সেখানে মুনাফার পরিমাণ ও সাধারণ ব্যয় প্রাসঙ্গিক তথ্যের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু আমদানিকারকের সরবরাহকৃত তথ্য কিংবা তার পক্ষে তথ্যের ভিত্তিতে নয়। সাধারণ ব্যয় (General Expenses) বলতে পণ্য বাজারজাতকরণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যয়কে বুঝাবে। নিকটতম তারিখ (the earliest date) এমনই তারিখ যা দ্বারা একক মূল্য (Unit Price) প্রতিষ্ঠার যথেষ্ট পরিমাণ আমদানিকৃত পণ্য, অভিন্ন পণ্য অথবা একইরূপ পণ্যের বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা বুঝাবে। অধিকতর প্রক্রিয়া (Processing) দ্বারা মূল্য সংযোজনের জন্য বিয়োজন ব্যবস্থা, এইরূপ কাজের ব্যয় সম্পর্কিত উদ্দেশ্যমূলক ও পরিমাপনগত উপাত্তের (Quantifiable Data) ভিত্তিতে করতে হবে।

একই শ্রেণী ও প্রকারের পণ্য (Goods of the same class or kind) বলতে কোনো শিল্পখাত অথবা একটি বিশেষ শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত আমদানিকৃত পণ্যের বিস্তার অথবা কোনো গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত আমদানিকৃত পণ্য এবং অভিন্ন ও একইরূপ পণ্যের অন্তর্ভুক্তিকে বুঝাবে।

হিসাবকৃত/গণনাকৃত মূল্য পদ্ধতি (Computed Value Method):

যদি পূর্বের পদ্ধতিসমূহ আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য নির্ধারণের ভিত্তি বিবেচিত না হয় তাহলে পরবর্তী অনুক্রমিক পদ্ধতি হিসেবে হিসাবকৃত মূল্য পদ্ধতি (Computed Value Method) গ্রহণ করা হয়। হিসাবকৃত মূল্য পদ্ধতি নিম্নের বিষয়গুলো নিয়ে গঠিত:

- (ক) আমদানিকৃত পণ্য উৎপাদনে ব্যয়, অথবা তৈরিকরণ (Fabrication) এবং বস্তুসমূহের মূল্য অথবা অন্যান্য প্রক্রিয়া।
- (খ) বাংলাদেশে রপ্তানি করার জন্য রপ্তানিকারক দেশে উৎপাদনকারীগণ কর্তৃক একই শ্রেণী কিংবা প্রকার পণ্যের মুনাফা ও সাধারণ ব্যয়।
- (গ) বন্দরে কিংবা আমদানির স্থানে আমদানিকৃত পণ্যের সরবরাহের সাথে জড়িত পরিবহন খরচ, বীমা, বোঝাইকরণ এবং খালাসকরণজনিত ব্যয়।



হিসাবকৃত মূল্য নির্ধারণ করতে হলে পণ্যের উৎপাদনমূল্য অথবা ব্যয় পরীক্ষা করার প্রয়োজন হবে এবং অন্যান্য তথ্য যা দেশের বাইরে থেকে পোতে হবে। ব্যয় (Cost) অথবা মূল্য উৎপাদনকারী কর্তৃক অথবা তার পক্ষে সরবরাহকৃত তথ্যের ভিত্তিতে নির্ণয় করতে হবে।

দুই পদ্ধতির মধ্যে আমদানিকারকের পছন্দ বাছাই করে নেয়া (Importers Option to Choose Between two Methods):

বিয়োজন পদ্ধতি (Deductive) এবং হিসাবকৃত মূল্য (Computed Value) পদ্ধতি উভয়েরই কতিপয় অসুবিধা আছে। যার জন্য আমদানিকারককে অধিকার দেওয়া হয়েছে এই দুই পদ্ধতির ক্রম হিসেবে কোনটিকে বাছাই করে নেবে। আমদানিকারকের অনুরোধে পদ্ধতিগুলো সংরক্ষিত থাকবে যাতে হিসাবকৃত মূল্য পদ্ধতি প্রথমে প্রয়োগ করা হবে এবং ক্রমানুসারে বিয়োজন পদ্ধতি (Deductive method) পরে প্রয়োগ করা হবে। কিন্তু যদি এতেও কোনো প্রকার সমস্যার উদ্ভব হয় এবং শুদ্ধ কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে হিসাবকৃত মূল্য পদ্ধতি (Computed value method) প্রয়োগ অসম্ভব বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে বিয়োজন (Deductive) পদ্ধতিতেই তা নির্ধারণ করতে হবে যদি এক্ষেপে নির্ণয় করা যায়।

অবশেষ (Residual) অথবা পশ্চাদপসরণ (Fallback) পদ্ধতি:

যেখানে আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য পূর্ববর্তী পদ্ধতি সমূহের বিধানমতে নির্ধারণ করা না যায় তাহলে যুক্তিসংগত উপায়ে নীতিসমূহের সাথে মিল রেখে এবং শুদ্ধ আইনের ২৫(১) ধারার বিধান মতে এবং উপধারা (২) এ উল্লিখিত নীতি অনুসারে এবং বাংলাদেশে সহজলভ্য উপাত্তের ভিত্তিতে মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। মূল্য নির্ণয়কর উপাত্তে (Data) নিরপেক্ষ মূল্য সম্পর্কিত সহজলভ্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রকাশনা, প্রসিদ্ধ প্রস্তুতকারীর মূল্য তালিকা (Price List) এবং কম্পিউটার ওয়েব সাইটে প্রদর্শিত নির্ভরযোগ্য মূল্যের তথ্য ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হবে।

নিম্নে উল্লিখিত বিষয়ের ভিত্তিতে মূল্য নির্ধারণ করা যাবে না:

- (ক) বাংলাদেশে উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয় মূল্য।
- (খ) দুটি বিকল্প মূল্যের উচ্চতর মূল্য।
- (গ) রপ্তানিকারক দেশে স্থানীয় বাজারে পণ্যের মূল্য।
- (ঘ) হিসাবকৃত মূল্য (Computed Value) ব্যতীত উৎপাদন ব্যয় (Cost of Production) যা হিসাব মূল্য পদ্ধতির নিরিখে অভিন্ন অথবা একইরূপ পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা হয়ে থাকলে।
- (ঙ) তৃতীয় দেশে রপ্তানির জন্য পণ্যের মূল্য।
- (চ) ন্যূনতম শুদ্ধ মূল্য।
- (ছ) ইচ্ছামূলক অথবা অবাস্তব মূল্য।



পশ্চাদপসর (Fallback) পদ্ধতি হচ্ছে শুদ্ধ কর্তৃপক্ষের যে কোনো আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ ও আইনের বিধানগুলোর নমনীয়ভাবে বিশ্লেষণের আলোকে পূর্বকার ব্যবহৃত পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগ করে পশ্চাদপসারণের শেষ আশ্রয়স্থল। যেমন রপ্তানিকারক দেশ নয় এমন কোনো দেশে উৎপাদিত অভিন্ন পণ্য বা একইরূপ পণ্য, বিয়োজন পদ্ধতির অধীনে ৯০ দিনের অধিক যুক্তিসংগত সময় বৃদ্ধি প্রভৃতি।

আমদানিকারক অথবা তার এজেন্ট কর্তৃক ঘোষণা (Declaration by the Importer or his Agent):

উৎপাদনকারী অথবা প্রস্তুতকারী নয় এমন ব্যক্তির মাধ্যমে অথবা উৎপাদনকারী অথবা প্রস্তুতকারীর চালান (Invoice)সহ আমদানিকৃত পণ্যের দলিল অথবা তথ্য অন্য যে কোনো বিবৃতি এবং আমদানিকৃত পণ্যের মূল্যের সাথে সম্পর্কিত বিশুদ্ধ বিস্তারিত ও পূর্ণ বর্ণনা প্রকাশের মাধ্যমে আমদানিকারক অথবা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত এজেন্ট ঘোষণা করবে। তারপর শুদ্ধ কর্তৃপক্ষের উপযুক্ত কর্মকর্তা আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

অপরাধ ও দণ্ড (Offences & Penalties):

যদি কোন ব্যক্তি আমদানিকৃত পণ্যের মূল্যের সাথে সম্পর্কিত দলিল অথবা তথ্য বিবৃতি কিংবা ঘোষণা প্রদান করে এবং যে কোনো বস্তুগত বিবরণে এইরূপ ঘোষণা, বিবৃতি, তথ্য অথবা দলিল অসত্য বলে প্রতীয়মান হয়, তাহলে সেই ব্যক্তি অসত্য ঘোষণার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবে। এইরূপ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আইনের বিধানমতে দণ্ডিত করা যাবে।

তথ্যের গোপনীয়তা (Confidentiality of Information):

মূল্য নিরূপণের সাথে জড়িত সকল গোপনীয় তথ্যকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কঠোর গোপনীয় বলে পরিগণিত এবং এইরূপ তথ্যের সরবরাহকারীর সুনির্দিষ্ট অনুমতি ব্যতিত অবশ্যই প্রকাশ করা হবে না। তবে বিচারিক কার্যক্রমের প্রেক্ষাপটে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রকাশ করা হবে।

আমদানিকারকের ব্যাখ্যা পাওয়ার অধিকার (Importers Right to Explanation):

লিখিত অনুরোধের ভিত্তিতে আমদানিকারক শুদ্ধ কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লিখিত ব্যাখ্যা পাওয়ার অধিকার রাখে যে কীভাবে এবং কোন পদ্ধতিতে আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য নিরূপণ করা হয়েছে।



আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস

২০২৪

পণ্যের দ্রুত ছাড় (Prompt Clearance of Goods):

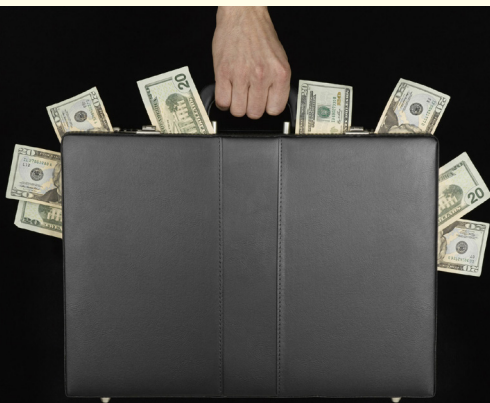
যদি চূড়ান্ত মূল্য নিরূপণে বেশ বিলম্ব হয়ে যায় তাহলে আমদানিকারক তার কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিলকে সিকিউরিটি আকারে এবং যথেষ্ট গ্যারান্টি হিসাবে জমা রেখে শুদ্ধ কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ হতে তার পণ্য ছাড়িয়ে আনতে পারবে। তবে গ্যারান্টিকৃত দলিল অবশ্যই শুদ্ধ-কর পরিশোধের জন্য যথেষ্ট/সমতুল্য হতে হবে।

আপীল করার অধিকার (Right to Appeal):

শুদ্ধ-কর পরিশোধ করার জন্য দায়ী কোনো ব্যক্তি অথবা আমদানিকারক দণ্ড ব্যতীত মূল্য নির্ধারণের পরিপ্রেক্ষিতে শুদ্ধ প্রশাসনাধীন কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট অথবা কোনো স্বাধীন সংস্থার নিকট আপীল করার অধিকার থাকবে। আপীলের সিদ্ধান্ত ও আদেশ লিখিতভাবে আপীলকারীকে প্রদান করা হবে এবং অধিকতর আপীল করার অধিকার আছে কি না তাও জানানো হবে।

শেষকথা:

পণ্য শুদ্ধায়নে GATT চুক্তির আওতায় Article VII অনুযায়ী বিনিময় মূল্য (Transaction Value) বিধানাবলী সংক্ষিপ্তভাবে উপরে বিধৃত হলো। এক্ষেত্রে কোনো অস্পষ্টতার উদ্ভব হলে মূল প্রতিশনের ইংরেজি ভাষার সাথে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে।



1CONTAINING DIRTY MONEY: THE CHALLENGES AND WAY FORWARD

A Normative Dissection of Institutional Correlate

S.M. Humayun Kabir ²

Member, National Board of Revenue

President, Customs Excise and VAT Appellate Tribunal, Dhaka

ABSTRACT

This scientific review, through a historical narrative, aims to look at why institutional responses look inadequate to contain 'dirty money' that is raised and circulated by the unofficial and informal side of the economy; how institutions challenge themselves to respond to the social costs produced by it; and what institutional responses should look ideal to resolve the dirty money debate.

¹This scientific review is inspired by the forthcoming collaborative publication by the authors.

²Author: S.M. Humayun Kabir, S.M., PhD., works for the National Board of Revenue, Bangladesh, as a member of the board. Interest area of research: Global governance, peace and security, and international trade. Contact: +880-11751-549886; smhumayunkabir65@gmail.com.



WHY THIS REVIEW?

The single most debated contemporary topic in the policy world, and even to a greater extent in the academia, looks like how to maintain handsome currency reserve to pay for our necessary import before issues with the current account and payment balance become a public concern. Said that, we open and maintain discourse on how to encourage the official influx and contain unofficial efflux of currencies. Among other sources of currencies, encouraging wage earners and exporters to move them through official channel looks a little easier as these groups of economic entities have stake in our country. Containing the unofficial outbound flow of currency, however, looks more challenging as this movement is often reported to be carried out by the unofficial, unobservable, underground, or the informal side of the economy, –the part of the economy which is often connected to organized crime–, which is often abused to hide and wash the proceeds from crime, ‘dirty money’.³

For tax regimes, these underground or informal economic entities usually do not pay taxes and pose difficult policy challenges including achieving and maintaining a double-digit tax-GDP ratio. While the exact size of our informal economy is not yet precisely known, we can assume the size from the estimate of informal labor working in both formal and informal sectors. As the size of informal labor was 87% in 2017,⁴ intuitively, it was likely that the total size of our informal sector⁵ would not be far lower than this estimate. Even if the total size of the sector was around 50%, then bringing these unofficial informal activities to the official mainstream would have taken our \$43 billion economy

³ Citing Cuddington (1986), FSF (FSB) (2000), and Rider (1996), Ekwueme (2020) has put forward that ‘dirty money is money, or other form of wealth that is derived from a crime or other wrong. Ejike has brought examples of ‘clean’, ‘grey’ and ‘hot’ money along with, and has claimed that ‘clean money’ is legitimately earned, whereas ‘grey money’ comes from tax evasion by circumventing tax codes and ‘hot money’ is generated from short term but volatile financial flows of clean, grey and ‘dirty money’ that are stimulated by adverse changes in economic, social, and political conditions, has very strong potential to contribute to financial crisis.

⁴ Informal sector of the economy comprises informal firms (trading or business), and informal labors both (See Chen 2012), and occupies 30% to 50% of any economy (See Schneider et al. 2010), of which, informal trading occupies a significant share (See Dongala 1993). 86.2% of total labor force in Bangladesh was employed informally in 2017 (See Mustafizur, Debapriya, and Al-Hasan 2018), and it was growing, as has been reported by Amin and Sultana (2013), at a rate of 6.78% in the 2010s.

⁵ Informal labor and informal firms both.

to \$100 billion mark. Presumably then, this \$100 billion economy would have left us with an enduring double-digit tax-GDP ratio and enabled us to channel more money to achieve more inclusive and robust growth and social progress.

With these two issues surrounding the unofficial informal economy as statistically significant and robust correlate of supply of currencies and of tax money in mind,⁶ a tax policy practitioner may ponder how then to mitigate the policy challenges posed by it. To satisfy this quest, this review has probed into another equation, 'the institutional correlates of unofficial informal economy', - the most understudied but demanding area playing role behind the term 'informality' -;⁷ and has tried to look at some ways forward that might help policy entrepreneurs to work for better advocacy to resolve the problem and improve reserve and revenue situation.

WHY DIRTY MONEY, PRODUCED IN THE INFORMAL SIDE OF THE ECONOMY, IS FELT AS AN INSTITUTIONAL CHALLENGE?

Informality or informal economic activities that handle dirty money are felt as a challenge in the taxation regime, among other policy domains, as these activities are not always visible and cannot be captured in the national accounting framework for multifaceted but interdependent factors.^{8,9} To what extent these activities may look informal depends on the degree of intention of the economic entities to depart from the regulations, such as fiscal, trade and labor policies.¹⁰ As this degree of intention varies, the boundary between informal or unofficial, and formal or official economy looks somewhat blurred

⁶Scientific evidence behind this claim is elaborated elsewhere in this document.

⁷ As have been rightly felt by Mustafizur, Debapriya, and Al-Hasan (2018).

⁸ See Feige 2016 for classification and detail examples of unobserved unofficial informal economy.

⁹ Although not always visible, the movement informal economic entities can be palpated only when they swap between both ends of nexus of formal-informal firms. For example, these entities don't pay taxes and employment benefits to workers when they stay in the underground; but pay some tax when they behave like or stay connected to formal firms as backward linkage in the supply-chain. Tax avoiding behaviors, however, are more noticeable when they are connected to formal firms doing international trade. They at times, for reasons as illustrated later, are pulled by, and go totally invisible in, the black markets, and carry or trade illegal or prohibited goods and the proceeds, 'dirty money' in order to serve clandestine economic and political purposes of organized criminals and terrorists for handsome payments (See Cantens 2012; Cantens, Robert, and Raballand 2015; Dongala 1993; and FATF 2010).



making the term of 'informal economy' a plural concept.¹¹ This plurality pose policy challenges to spot them timely and effectively and act upon in proper ways.

The policy challenge becomes difficult to solve when institutions themselves look like influential correlate of informality and increases the plurality of the term. For example, informality is perceived as a social norm for those locations who cannot afford to stay formal (See Tanzi 2002); while in other locations it is seen as an unwelcome, if not inevitable, bi-product of the rapidly transforming liberalized economies; yet in some locations, as a reactionary bi-product of inadequate institutional response to the deficiencies that these transforming markets forces leave behind (See Chen 2012).¹² To elaborate, in competitive globalized markets, if the way tax is delivered, on top of the labor cost, is felt as extra burden and as one of the major drivers of profit, micro economic entities go underground. For example, Friedman et al. (2000) have felt that entrepreneurs go underground not to avoid official taxes, but to reduce the burden of bureaucratic overregulation and corruption. OECD (2010) has supported this evidence and suggested that administrative fairness and justice in the tax regimes affects behavioral compliance of the taxpayers. Taken altogether, later, Ceyhun and Mario (2012); and Bruhn and McKenzie

¹⁰ When departure from formalities is seen as extralegal or underground, the economic entities are grouped in the term 'informal economy' by the economists; while the criminologists try to group these underground activities together with the illegal or criminal activities, –that are prohibited by the criminal laws–, under same the term (See Ponsaers, Shapland, and Williams 2008 for details).

¹¹ Motive behind becoming informal differs according to the felt strength of state regulation involved in internalizing its impact. This motive is 'intentional', as the structuralists and legalists view it, when entities evade or avoid tax to offset high transaction cost, or when they may want to make massive profit from carrying prohibited goods. In this situation, 'opportunity' drives the intention. The motive is however, 'refusal' as the voluntarists sees it, when entities don't want to pay more than what the tax codes require them to pay when they are encountered with corruption practices. In such situation, pure 'choice' drives the refusal motive. And as the dualist view it, the motive is 'survival' when micro entities cannot live without it, which means, the doctrine of 'necessity' drives the survival motive (See Cantens, Robert and Raballand 2015 for detail).

¹² Informal economic activities, in other words, 'informality' are undertaken by entities, who by choice, or for unavoidable reasons, stay informal primarily with an objective to reduce costs of doing business in locations where regulations are perceived as stringent, complex, and or not affordable to comply; while in some locations, they stay informal with a view to simply avoiding tax liability and the share of the economic surplus that is due to the input factor market and to the nature; and still in other locations, to hide illegal or prohibited activities that produce massive amount of dirty money and corrupt asset as not doing so would enhance chance of being caught, confiscated and punished.



(2014) have claimed that tax policies affect the size of informal sector.^{13,14} In competitive markets, thus, tax for economic entities should turn into a matter of enthusiasm to stay in formal if tax is not felt as extra burden because the institutional governance framework is felt as just and fair, (See Aguila 2009, p.233, Table 8.6; and Friedman et al 2000).

The plurality of the concept becomes even more difficult when informality is connected to crime and 'dirty money'. To illustrate, the criminological potential of informality is accentuated, when to survive, the informal sector has to stay in and suck nourishment from a strong nexus of organized crime, morally weakened legitimate institutions, organizations, designated persons and professions, and even the states (See Cantens 2012; Cantens, Robert, and Raballand 2015; Dongala 1993).¹⁵ Thus it may look like one of the policy challenges to resolve informality and thus dirty money is the institution itself. We shall try to investigate how institutions challenge themselves in containing dirty money in more detail.

HOW DO INSTITUTIONS CHALLENGE THEMSELVES TO RESPOND TO DIRTY MONEY?

—A POST-WAR HISTORICAL NARRATIVE.

The answer may look hidden in how well the institutions did in responding to post-war market trends. Centuries long traditional informal firming activities (See ILO 1972), as Portes, Castells and Benton (1989), and Meagher (2013) have seen it, has been transforming, and flourishing since post-second world-

¹³ This paper has shown that the positive association correlation between tax rates and the size of the informal sector can again be explained by differences in public trust in governments.

¹⁴ After running 368 reforms in 149 economies for ten years under the Doing Business Project, the World Bank paradoxically found that most businesses, particularly vast numbers of small firms, in most developing countries remain informal. The authors have found that overregulation increases cost of doing business of some firms and pushes them to go underground, while some firms after calculating private benefit-cost would chose to stay informal if formalization doesn't mean extra benefit, and the subsistent own account individuals would never become formal because they cannot afford to stay formal and pay tax.

¹⁵ To mention, strong Mexican drug cartels compelled the state on one occasion to ignore extradition treaty with the US, and while in another, to release of captured son of EL Chapo, the drug lord of Sinaloa Cartel (See the Guardian 2019) (for more detail, see ABC News in Alleged Mexican drug trafficker tied to Sinaloa cartel indicted on fentanyl charges - ABC News (go.com); and in Drug lord Joaquin 'El Chapo' Guzman found guilty on all 10 charges - ABC News (go.com)).



war and post-colonial capitalism started taking new height and since when technologically advanced industrial global-north started liberalizing and globalizing. Economic globalization, however, was expected to spread the notion of liberal democracy to international communities through establishing strong economic ties. The goal was to contain threats of pre-war offensive realism, and to secure global peace and security (See Ferguson 2012; and Krapf 2015 for detail). But, globalization, - on top of its plausible and viable economic opportunities -, posed difficult to resolve challenges through three somewhat distinct but overlapping phenomena, particularly for economically backward, but liberal developing and transition economies (see Chen 2012; and Ikenberry 2018 for more details).

First, although thought it would, but post-war industrialization in some geographic locations never brought prosperity through diffusion of technologies (See “Lewis Turning Point” in Lewis 1954); rather, as Chen (2012) has observed, behavioral transformation in the liberal open markets provoked the growth in informal economy as a byproduct. To illustrate, after the Second World War up to the 1970s, markets in technologically modern global-north became saturated and highly competitive. Eventually, formal price taker firms with dwindling profit, to survive and stay in the markets, undertook two strategies. First, they invested in cost-saving technological know-how and processes in production and distribution to compete on costs. And second, they started looking for low-cost new markets in different global locations and, eventually liberalization of production, finance and trade began. Both strategic moves looked like displaced labor and small firms from the supply chain. To elaborate more, large formal firms, -with a view to save labor cost from unpaid employment benefits while at the same time, to avoid pressure of powerful organized labor unions, and stringent labor regulations-, started transforming mass production into technology-driven and small-scale specialized production; subcontracting local input factor markets; and breaking full-time jobs into part-time and casual jobs. As a result, micro entities were gradually pushed to the margin, if not, excluded from the mainstream economy because of capacity constraints.^{16,17} This way in the 1980s, micro entities, as has been described by Meagher (2013), were made subordinated to, and left at the mercy of the large formal firms for livelihood by serving them as vehicle



for cheap labor at low wage, and material at low price.¹⁸ In the 1990s, large firms, with a view to compete globally, started outsourcing production and services. This move ended with widespread job-loss, and underemployment in local markets. Small firms could not transform to become big, and absorb the displaced labor force, because they could not access local and global markets in presence of capacity constraints. The displaced labors, –who could not afford to stay unemployed in absence of unemployment insurance or job loss compensation and in times of soaring inflation or public service cutbacks–, tried to find jobs or created jobs in the informal sector, as has been narrated by Chen 2012.¹⁹ The Structuralist school, led by Moser (1978), thus, have seen the ‘informal sector’ as subordinated to, and serving as vehicle for the large and capitalist firms. This way, dichotomizing market forces, –layered in the liberalization and economic globalization process–, generated space for informal economy to hide and move massive dirty money generated from the underground prohibited criminal activities. This space has been stayed as unresolved “endogenous shortcomings” of the liberalized markets and as a major policy challenge (See Rodrik 1997; and Standing 1999).

Second, optimism about global peace and prosperity, however, became volatile and inadequate because institutional response to these unwanted shortcomings looked inadequate. For example, stringent labor policies in transforming post-war open markets gradually pushed marginal

¹⁶ Dualist school of thoughts led by Hart 1973; ILO 1972, Sethuraman 1976; and Tokman 1984 have viewed the informal sector as existed as a distinct set of self-employed small firms and own account labor, who could not afford to acquire knowledge and skills required to get absorbed in and to extract structural opportunities from evolving technology and capital-driven flourishing markets. Thus, they could not establish link to, and were excluded from the formal sector. The school recommends that the government should offer basic infrastructure, credit, and social services to this marginal informal sector as they provide income and social safety net in times of economic crisis.

¹⁷ Small scale firm owners and underemployed marginal workers are grouped in the term micro entities in these texts.

¹⁸ The structuralist school have argued that governments should regulate both commercial and employment relationships between the two sectors, although there are competing views, as described elsewhere later in this document.

¹⁹ Lee (1998) and Tokman (1984) for example, have put forward that Latin American and Asian economic crisis in the 1980s and in the 1990s pushed transitional economies, –with low comparative catch-up potential–, like in South Africa and former Soviet bloc, to shred millions of formal jobs.



microenterprises to swap between informal and formal sector because they could not afford to comply with costly overregulation (structuralist school of thoughts; see Chen 2012).²⁰ And, these marginal firms were further pushed to illegal sector or black economy in locations where state policies went further strong with a view to contain or formalize informality (legalist school of thoughts; see Chen 2012; and de Soto 1989, and 2000).²¹ To expound a little deeper, structuralist school led by Moser (1978), and Portes, Castells and Benton (1989), have seen informality in light of pareto inefficient or sub-optimal regulatory environment that, –through unintended policy outcomes–, encourages imperfect supply-chain dynamics. For example, in imperfectly competitive fragmented markets, when sub-optimal or inefficient policy pushes small firms to the margin, everyone does not pay equitable price (tax) for public goods and for input-factors where both informal and formal, and big and small firms share from the same potential industry earning, and where informal and formal labor both share wage packets from same sources. Such imperfect supply-chain dynamics, thus, are not likely, –at least intuitively–, to produce necessary and sufficient information that are needed for policies to allocate equal rule for everyone, –the premise that Adam Smith have called the nation-states upon to act upon and ensure social justice (See too: Chen 2012; Smith, 1846; and Sullivan and Smith 2011). Policies made within such institutional constraints, if not within vacuum, suffer moral hazard for who, and what to regulate. Thus, likelihood of adverse selection – , where deserving economic agents are likely to be ruled out – , increases with sub-optimal and if not, inefficient policy instruments. One of the drivers of such inefficient or sub-optimal outcomes are ‘high cost of doing business’ for firms who still want to pay tax and benefits to labors, –a caution that Coase (1968)

²⁰ They were likely to stay underground when they could avoid tax, and to become formal and pay some tax when they could stay connected as backward linkage to big enough formal firms who were still competing in the markets (see: Cantens 2012; Cantens, Robert, and Raballand 2015).

²¹ The Legalist school led by de Soto have argued that ‘flawed institutions’ and ‘bad governance’ full of costly and counterproductive bureaucratic structure drives ‘informality’, where mercantilist capitalist class bargains and wins the rule of the game, and the brave micro-entities deliberately choose to operate informally as rational response to over-regulation (See de Soto 1989; 2000). This school has advocated for the need for simplified bureaucracy to recognize the productive potential of marginal poor, and to allow their locked dead assets to transform into real productive capital.



has pursued with (See also: Aguila, 2009, p. 226-233, for detail).²² When legitimate economic entities, thus, are misunderstood and ruled out by such 'myopic' policies, marginal formal firms react (see OECD 2010 for examples and instances); become non- or partially compliant; take chance to go informal and underground; and stay underground with a view to avert opportunity cost of not being formal knowing that this would increase likelihood of being caught. Within such sub-optimal or inefficient policy environment, win-win between big and small, and formal and informal firms is lost (See also, Bruhn and McKenzie 2014; and Geiger and Wuensch 2007). Mafias who run criminal economy, look for locations with such sub-optimal or lax policy environment, and pull and abuse marginal informal micro-entities for accomplishing their clandestine economic and political goals (see Chen 2012; and de Soto 1989; 2000).²³

Third, recognizing the unintended consequences of institutional responses as above, welfare states flourished with transformed social policies, particularly in the industrial-north, in order to accommodate displaced underemployed and unemployed population with wage packets obtained from billions of new foreign money earned from international markets (See Kurland 2004 for detail); while in some developing and transition economies, responses stayed as social safety-net or similar programs; still in other backward economies, tariffs were raised to protect local markets, however, these nation-states could not sustain the pressure of global governance and oversight on international trade by supranational bodies like WTO. Thus, these locations were left somewhat unprotected (See Chen 2012 for some details). These

²² Citing empirical evidence, Aguila, (2009) has argued that public or social trust on the effectiveness (fairness) of tax administration explain social norms conducive to complying with tax regulations. Countries with high informality tend to be those where the social norm is not conducive. To illustrate, willingness to pay taxes by staying formal depends on "supply factors" like how economic surplus are distributed, and "demand factors", –like quality of institutions and governance, such as how corruption is controlled, and to what extent voice is nurtured and the bureaucracy feel accountable, etc.–, have profound impact on citizens' tax effort. OECD (2010, p.6) has described these institutional qualities as distributive, procedural, and retributive fairness in administrations that drives tax compliance behavior.

²³ There are instances where these mafias build schools, hospitals, and houses; and raise soccer teams and clubs in order to win powerful public support to become elected as public representatives, and to run a parallel economy by abusing the marginal poor. Columbian drug lord Pablo Escobar's philanthropic activities enabled him to buy "robin hood" name, and he eventually become elected in the national congress in 1982 (see: Amy, N.d).



relatively unprotected backward economies, as an alternative, started tapping opportunities offered by financialization; however, attracting finance for rebuilding economies brought challenges of toxic assets too. To elaborate, in response to financialization, proceeds of organized crime, in other words, 'dirty money' and its derivatives, –mixed with legitimate finance and capital–, started flowing through international trade and as capital flight by exploiting weaknesses in financial and trading regimes, and through other cross border pathways. These regimes constrained by limited institutional capacity, thus, started feeling inadequate, if not helpless, to spot these dirty assets, and to act upon those who move them across the borders (See FATF 2006; 2010). Transition economies with import-led growth strategies at times, could not afford to exert too much administrative pressure on these illegitimate trade carried on by informal traders with a fear that this action would push them deeper into 'exogenous' illegal or black economy which is run, parallel to official formal economy, by organized criminals and terrorists (See Cantens 2012; de Soto 1989; and 2000; and Feige 2016 for details). Thus, inadequate global governance over the international trade and financialization²⁴ process increased the criminological potential of informal economy (See FATF 2006; 2008; 2010; Hamin et al. 2016; Meagher 2013; Sullivan and Smith 2011; Tupman 2015; and UNODC 2011). Cantens, Robert, and Raballand (2015) have put forward that national economies, who do not have adequate resilience to stop the illicit financial flow as above, sometimes attach legitimacy to informality for two reasons. First, they attach 'economic legitimacy' to under-supervised informal firms in a sense that global capital flow provides investment capital. Second, they attach 'political legitimacy' to lax supervision with arguments that they are promoting liberalization and globalization. Therefore, and intuitively, somewhat helpless pull-push dynamics out of capacity constraints, and a fear arising from competing global governance issues, and national interests generated 'regulatory arbitrage',²⁵ which is thought to encourage production and distribution of dirty money in liberalized economies.

²⁴ A key concept of economic globalization and includes capital flow and trade-in assets (currencies and stocks).

²⁵ Organized interests took advantage of differing policy views around the globe and located most of their investment activities in locations with lax regulation (See Sullivan and Smith 2011). Criminals used these opportunities to hide in the investment capital and operate with ease to integrate their dirty money as white assets.



Thus, institutions challenged themselves to contain dirty money in transforming post-war industrial north-west, with excessive, or strong regulation; while in backward, developing, and transitional economies by being the target of helpless pull-push dynamic between competing global political diplomacy and weak to defend national interests.

HOW DIRTY MONEY FREEZE INSTITUTIONS' MORAL STANDING TO BECOME RESILIENT AND FIGHT IT?

Path dependent and risk averse institutions cannot come out of overregulation that, knowingly or unknowingly, play role in amplifying the criminological potential of informality, and in producing and circulating dirty money. In his book, *The Other Path - The Economic Answer to Terrorism*, post-scarcity, and post-Keynesian neoliberal economist de Soto (1989) has argued that informality cannot flourish, and terrorism cannot expand if needy and out-of-national-accounting-network marginal economic entities can access institutions at affordable cost in the national context. The author has put forward further that these micro-entities cannot burrow against their non-negotiable and non-transferrable unregistered land, home, and businesses as accessing productive capital through complex-to-comply bureaucratic overregulation to start new business, create wealth, and contribute to the economy is felt costly. Thus \$9.3 trillion of the unregistered assets of these underground micro entities are locked as 'dead capital' (see Reuters Business News 2016).²⁶ He has seen remedy to informality in freeing up this locked capital by clearly defined, allocated, and enforced property rights. Such a just and fair regulatory framework is felt as conducive to create a level playing field so that these micro entities can afford to access funds and necessary skills to access what premium the tech-driven modern flourishing market has to offer, and to move from the underground, illegal and black-market economy to the mainstream. Thus, a just and fair institutional response to informality may foster

²⁶ Hernando de Soto, an economist of the GATT and WTO, the second most important think tank of the world (the Economist), and a leading innovator of the 20th (Time) influenced Peruvian economy to shift from Keynesian to neoliberal economy, and managed to get 1.2 million families out of the black market by way of ensuring them the title for their property by a unique administrative approach designed by his Institute for Liberty and Democracy (ILD). This administrative approach later influenced the World Bank, USAID, and IDB) to help dozens of countries including Egypt, Philippines, Honduras and Tanzania to come out of unregistered underground and illegal economies.



transition, developing and emerging economies to graduate from Keynesian to neoliberal strong market economy. A decade later, in his famous book, *The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else*, the author has strengthened his previous claim that overregulation that exists in flawed governance structure surrounding biased institution that nurture favored constituencies drives 'informality' (See de Soto 2000). The author has also argued that the myth that cultural difference between the west and the rest of the world is responsible for failure of capitalism does not hold true. Rather, that this myth as a misgiving and a label is superimposed on the poor; and that the poor have potential to flourish legitimately and come out of underground if their dead capital and their potential are recognized and nourished in an environment of good and optimal governance. North (1990) after one year of de Soto (1989) has claimed that breaking the culture of overregulation in governance structure looks challenging because politically motivated favored specific constituencies, often backed by organized interests and nourished in path dependent institutions, create sustainable feed-back loop of self-increasing return, and make policy and political entrepreneur risk averse to reform institutions.

Both policy world and the criminological literature in the 2010s has also suggested that risk averse institutions amplify criminological potential of informal sectors by generating space for their nourishing transnational organized crime as a mediating force. These 'mediating' societal forces and 'amplifying' regulatory forces, –as argued by Ferguson (2012) and Krapf (2015)–, have started becoming palpable after the 2nd world war when industrialization and liberalization started booming, and manifested on the surface with the 9/11 attack and global and regional financial crisis in the 1990s and 2000s. Anti-money laundering (AML) literature produces insight on a number of pathways by which these forces mediate and amplify the criminological potential of, and freeze moral strength of institutions to become resilient against informality and dirty money (See APG 2012; 2019, FATF 2006; 2008; 2010, and UNODC 2011 for meaningful insights).

First, inadequate governance looks likely to leave space for transnational organized crime to flourish through informal international trade. Organized



criminals and terrorist groups need funds available globally to produce organized chaos and instability and, to jeopardize global peace and security (See Boer 2015; and Yeung 2016).^{27,28} For funds, criminals try to pull and abuse marginal micro entities to raise dirty money from crime, and to move them globally.²⁹ To move dirty money, they nurture and exploit a nexus of formal and informal trading businesses involved in international trade and try to weaken trading and financial regimes morally (See FATF 2006; 2010; Ikenberry 2018; Ruggiero 1996; 2017; and, Sullivan and Smith 2011, for detail).³⁰

Second, dirty money while in circulation erodes public trust in institutions and pushes marginal investors to the underground by producing financial bubbles, distorting investment climate, and eroding economic competitiveness of nations, and generating chaos and unrest. For example, it has been found to be associated with cross border fluctuation of currency exchange, with eventual financial bubbles and crisis in the 1990s and 2000s (See APG 2012; Naheem 2016a; and 2016b in Asongu, Akpan, and Isihak 2018; Chao et al 2019; FATF 2006;; and Yousefi et al. 2018). Organized criminals make financial institutions vulnerable to large sums of laundered dirty money deposited in and withdrawn suddenly from the circulation by lobbying and weakening them morally. Intuitively, large bank deposits of unearned dirty profit, when used as collateral, in presence of this institutional weaknesses, for burrowing to buy unproductive or underproductive assets, –like real states and front

²⁷ The UN Convention against organized crime has defined Organized crime as profit driven serious crime like production, transportation and distribution of illicit goods, services, and people involving three or more people across the borders (See in Boer 2015). To Yeung (2016), underestimating the threat of organized crime may destabilize the state until it is too late.

²⁸ Organized criminals and terrorists push marginal formal firms to go underground, and then, the underground firms to go totally black or illegal (See also: Chong and Lopez – de- Silanes 2006 for details).

²⁹ They need to move and wash dirty money because it leaves audit trails in the crime spot, and increases chances for being identified, confiscated, caught, and punished. Thousand years back, to avert chance of being caught and punished by the rulers, Chinese merchants used to conceal corrupt wealth by moving them outside of their own borders by paying trade at inflated prices, or by converting corrupt money into movable assets. These techniques are still used by money launderers (See, "Lord of the Rim" written by historian Sterling Seagrave, in Chong and Lopez – de- Silanes 2006).

³⁰ This way, mafias (organized criminals and terrorists) took over the threats to global peace and security from the hands of unilateral superpower nation-states and survived by exploiting the notion of globalization (See UNODC 2011).



and shell companies–, are likely to alter interest rate structures and terms of borrowing. On the other hand, micro entities cannot afford to borrow with little or no transferable or negotiable collateral against their assets, and to pay for the hidden off-the-record higher transaction cost and high interest rates manipulated by the criminals. Without credit, micro entities cannot free and use their locked-up assets and entrepreneurship potential to invest in legitimate and productive economic activities (See de Soto 1989; 2000). Eventually, these micro-entities are pushed to the margin of mainstream, and gradually excluded from it to become black and be pulled by the criminals to be abused. (See Cantens, Robert, and Raballand 2015; Chen 2012; and de Soto 1989). Thus, inexplicable demand for money produces volatility, instability, and turmoil in the local financial markets, destroys public trust on financial regimes, and erodes investment climate (See Bartlett 2002; World Bank, 2017 (a); and (b) for some evidence).³¹ Moreover, in absence of strong and resilient financial and trading regimes, informal international trading practices deprive nation-states of substantial chunk of revenue; and speculative unscrupulous practices by arbitrating organized interests surrounding inventories of stocks, at times, compel the nation-states to compensate for net loss incurred by small investors in the stock market. This lost public money could have otherwise been invested in rebuilding markets, and lost investment opportunities could have been used in enhancing the competitive advantage of micro entities. Further, dirty money, with its luring association with cross border smuggling (e.g., weapon, drugs, prostitution, human organ, etc.); and pornography, and cyber terrorism (see Tuesday et al. 2015); and produce socioeconomic repercussions, and chaos in destinations of lax regulation (also, see Dowers and Palm Reuther 2003; and Drayton 2002). So, dirty money generated with the continuum of informality and amplified by morally freeze, risk averse and path dependent institutions would thus mean to eat up stability and social cohesion; to give rise to mistrust among the trading nations; and to affect international relations, and global peace and security.

³¹ Luring large deposits of unearned dirty profit demand very low interest; and, when used as collateral to buy unproductive assets, they pay much more than risk adjusted annual market return to lenders. Thus, they distort interest rate policies, make access to productive capital costly, and erodes public trust. As a result, smaller savings and productive investments are discouraged, which have implications in formal employment, and growth of informality, inequality and poverty (see Tuesday et al. 2015; World Bank 2017).



Third and finally, dirty assets, –once anchored in the economy–, freeze the moral strength of institutions and thus lower their resilience to fight dirty money (see also James, 2002 and, United Nations 1998). Lack of institutional resilience against dirty money, thus, has been found to be associated with lost win-win, widened rich-poor-divide, and marginal informal entities left at the mercy of transnational organized crime that are layered in the globalization process (See Kurland 2004).

SO, WHERE IS THE SOLUTION THEN? WHAT ARE THE CHALLENGES TO IMPLEMENT THOSE?

Spotting dirty assets and their owners requires changing institutional outlook, which may look challenging because of its historical dependency on a self-reinforcing path created by dense network of favored constituencies. This favored network is difficult to break as institutional actors and agencies around institutions become risk averse and biased towards maintaining status-quo (See Arthur 1984; 1989, North 1990; and Pierson 2004). Any policy moves to improve informality and dirty money situation, thus, look incremental for some global locations.³² However, costly access to property rights may at times, produce shocks like economic crisis (See Coase 1968; Freidman at el. 2000; and North 1990 for emphasis); and eventual resentment from erosion of public trust and collective actions of policy coalitions may open window for institutions to become resilient in transformative and instrumental sense.

Anti-money laundering industry has been pursuing the nation-states to build collective resilience by fostering national cooperation within international financial sub-regimes (See APG 2012, 2019; FATF 2006, 2010; and UNODC 2011). Building collective resilience in a faster and agile manner, however, looks challenging if all nation states within the sub-regime are not willing to come out of silos of existing self-reinforced path and by implementing recommendations made by the FATF, and become resilient.

³² Institutional change is incremental because economies of scope, complementarities and network externalities arising out of institutional matrix and enforcement characters bias institutions towards narrow organized interests (See North 1990 for detail).



The challenges to become resilient increases even many folds when, in addition to dichotomizing market forces layered in the globalization process, tech-led mega societal trends, too, generate space for poverty-driven informality-prone crime and dirty money to flourish. To expand, rapid diffusion process of '4th revolution' and 'the second machine age' with IoT-driven supply-chain and knowledge-prone consumerism in AI-featured digital marketplaces after the 1990s,³³ in addition to increasing primary and aggregate demand, have been opening access to markets for suppliers globally, and altering the composition of global economic surplus. Increased access to information on price-quality comparable substitutes has been increasing consumers' bargaining power and thus their surplus. By altering the market structure and converting fragmented markets fully competitive, these knowledge-driven consumers have been exerting pressure on price, cost structure and producers' surplus. To recover the lost surplus, price taker producers have been looking for cost-efficient technology-driven know-how and processes in production and distribution and trying to shift the pressure on their profit back on to the input-factor markets. Thus tech-led markets—on top of their productive capacity—, together with moves like breaking mass production into piecemeal, subcontracting, and outsourcing, produce scarcity in labor demand and disrupt the labor dynamics by removing conflicts between capital and labor class (trade unions) through producing threats of removing the labor class from the in-road of capital (See Brynjolfsson and McAfee 2014; and Schwab 2016). This market and tech-led disruptive potential has implications in distributive justice in the input-factor markets, including in the wage system (See Chen 2012; and Kurland 2004); and has the potential to widen rich-poor divide, break win-win, and increase informality-prone dirty money in circulation and (See, Arthur 1989).

Restoring the win-win by institutional response, thus, looks very difficult if regulatory regimes are not willing to come out of silos of narrow mindset, and adopt meaningful change, and bargain for the 'people on the margin'. Growing strategic power and willingness to reinvigorate institutional outlook, however,

³³ Such as, AI-featured robotics and drone in manufacturing supply-chain dynamics; 3-D printing in services like orthopedic and orthodontic services; and IoT and GPS in driverless vehicle and tourism; etc.

looks heavily dependent on political commitment and support (see: Arthur 1989; and North 1990). The challenges that remain thus, is how to undertake institutional reform measures by making tradeoffs between prevailing choices in the institutional environment.

WHY DO INSTITUTIONS FAIL TO CONTAIN INFORMALITY-PRONE DIRTY MONEY?

Institutions are likely to fail to contain informality-driven dirty money when accessing them looks costly for friction-less economic transactions. However, understanding how institutions become costly looks a little problematic. Institutions, as North (1990) have seen it, assign and distributes power and position, –something that is described as property rights–, by governance structures that enable economic agents to interact, make socioeconomic choices, conduct frictionless exchange, and encourage creation of wealth. To the author, when uneven political process in supplying regulation favors specific constituencies, governance structures do not, or cannot work to define, distribute, and enforce property rights evenly to everyone. As a result, accessing economic power to create wealth becomes costly (See Coase 1960, pp.15-16 for more emphasis); and institutions are felt as bad. This is perhaps why Cantens, Robert, and Raballand (2015) have claimed that informality survives in the constraints generated in the interaction between the institutions, politics, and strategies; and that taxation is negotiated within a triptych of law-technique-legitimacy and that the officials responsible for regulation are located at the interfaces between these various areas of negotiation.

The policy world wants to probe the breadth of informality. Intuitively, the policy world sees informality as structural and systemic biproducts of ideological undertakings of the institutions that exist in and move somewhere between utilitarian and egalitarian ends of the political spectrum in response to rapidly changing societies.³⁴ The criminology literature, however, pay more attention on the depth of the problem. For example, Becker (1968, p.176)

³⁴ In this connection, see also North (1990) for added emphasis on why and how institutions fail to resolve high transaction cost that gives rise to informality.



has argued that some entities become 'criminal', not because their basic motivation differs, but because the benefits and costs of crime differ. Thus, the criminology world views informality as situational, through a lens which is somewhat economic.³⁵ They argue that benefit-cost tradeoffs behind individual choices to stay informal differ with the degree to which the institutions are felt bad or good by economic entities.

Kelso and Adler (1958) have argued that, as distribution of property rights are a part of the mandated political process, institutions have incentives to change and transform, become responsive to demands of the changing modern world and restorative to bring and maintain social justice.³⁶ Social justice prevent intermittent economic shocks that are likely to emerge from soaring inequality and informality (See also: de Soto 1989 and 2002). One of the fundamental questions is, thus, when, how and who undertakes this institutional transformation when the world around us changes rapidly.

Institutional frameworks are conducive to contain dirty money when they have the potential and are willing to alter net economics utility of particular social norms or of the choices that economic agents make.³⁷ So institutional capacity and willingness both look fundamental here. While building capacity by incorporating waves of technological breakthrough to resolve informational constraints to supply optimum regulation for all looks easier, willingness to

³⁵ Citing theory of social marginalization, Ruggiero (1996; 2017) has seen criminal economy as consequences of deficiency of the neoliberal policies that create socioeconomic and political inequalities, in providing social protection to the marginalized firms or people. These deficiencies of the states leave spaces for criminals to weaken social control and to reduce cost of doing informality-prone crime.

³⁶ As Kelso and Adler (1958) have seen it, the question of inequality and injustice arise when greed behind competitive market forces destroy the balance between participative and distributive principles of economic justice by weakening institutions morally. If the institutions do not work to distribute property rights in clear and defined manner, social justice as an anti-greed principle of economic justice, is lost, and public or social trust with citizens' tax effort dwindles (See Ceyhun and Mario 2012).

³⁷ Interestingly, if we closely look at cause-effect typologies, there is hardly any difference between both worldviews. The premise of Becker's theory is built upon the premise that people deviate from social norms as human being is rational in maximizing utility of what they do, particularly in utilitarian environment (See: Becker 1968). However, the field of behavioral economics claims that human by and large, are social and are egalitarian in views and in beliefs; and explains why most people are risk averse, want to stay formal, comply with rule of law and pay tax (See Krämer and Kahneman 2011). In supplying regulations for everyone, as Adam Smith saw this way, the state-institutions are considered, thus, as the major driver of cost of economic exchange, and of individual and collective socio-economic choices.



change this way, however, requires recognition of a 'turning point', or a 'critical juncture', –a window for change for the greater interests (See Capoccia and Kelemen 2007).^{38,39} Window for change opens when economic crisis that emerge from systemic flaw in structure; underlying forces behind economic globalization processes;⁴⁰ and imminent political regime changes push policy entrepreneurs for accepting new norms, and this pressure is felt as exogenous shocks; and when unintended policy consequences are felt as an endogenous pressure by economic bureaucracy or development institutions (see Bakir and Gunduz 2017). In such moment of institutional fluidity or indeterminism, institutional or policy entrepreneurs pursue reform measures through willing political entrepreneurs that might have been impossible in the absence of such crisis or shocks (See Jung, 2008, pp. 132–133; and Kawasaki 1993).

³⁸ Polanyi (1944) has described this rare window of opportunity as moments of fluidity and rapid change or critical juncture.

³⁹ By citing Thelen (2003), Capoccia and Kelemen (2007) have defined "critical juncture" as a punctuation or moment of uncertain fluidity in relatively long periods of path-dependent institutional stability and a reproduction phase, by brief phases of institutional flux, when more dramatic change or institutional transformation is possible.

⁴⁰ In this perspective, politicians are influenced by economically powerful groups such as financial constituencies and donors (See Keating, 2011). Arguably intergovernmental organizations such as the FATF, Egmont Group, Wolfsburg group, Transparency international, UNODC etc., and supranational organization such as WTO, World Bank, IMF, etc., work as these driving forces behind the social process of diffusion of new norms.



আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস

২০২৪

THE WAY FORWARD

A Normative Portrait of Ideal Institutions to Fight Dirty Money

Equality of economic opportunity, in the context of private property, means equality of opportunity for the millions of capital-less households of today to buy, pay for, and employ in their lives the non-human factor of production, capital.

The political objective of universal capitalism is maximum individual autonomy, the separation of political power wielded by the holders of public office from economic power held by citizens, and the broad diffusion of privately owned economic power.

- Kelso and Hetter (1967).

WHAT EXACTLY DID THIS REVIEW AIM TO LOOK AT FROM THE BEGINNING?

In capital-driven technology-led markets, intuitively, freedom without responsibility entices dehumanizing unjust human practices through erosion of social justice; breeds informality, inequality, poverty, and toxic dirty assets; eats up the fruits of growing national income; and, thus, “stability, peace and security” are likely to stay as untouchable political constructs.⁴¹ So freedom without responsible behavior is not seen as a “right” to equality in liberal democracy, rather, equality is seen as ‘regulated access to this freedom’. Deserving candidates for this ‘regulated freedom’ are expected to get the most from the economically interconnected modern world characterized by accelerating change.⁴² This review thus tried to solve who gets how much of this regulated freedom by what type of institutions across time, space, and contexts.

⁴¹ In their book, “Two-factor Theory: The Economics of Reality”, Kelso and Hetter (1967) have put forward that equality of economic opportunity, in the context of private property, means equality of opportunity for the millions of capital-less households of today to buy, pay for, and employ in their lives the non-human factor of production, ‘capital’. The political objective of universal capitalism is maximum individual autonomy, the separation of political power wielded by the holders of public office from economic power held by the citizen, and the broad diffusion of privately owned economic power. de Soto (1989; and 2000) have argued in similar way and has argued for the access required to free up locked unregistered capital of micro-entities and to use it to flourish. This access to economic opportunity is referred to as regulated freedom or equality.

⁴² Aristotle (384-322 BC) in his Politics said that political justice involves equality, but ‘not for everyone, only for equals’; because as he agrees with Plato, that political democracy is intrinsically unjust because, it tries to treat unequals as if they are equals. Justice rather requires inequality for people who are unequal (See in blog by Komáromi. 30/01/2019. philosophy-models.blog; para [1.3.11]).



Reforming institutions through raising capacity by waves of machine age may look incremental and 'emotional' and not sustainable, at least in normative sense (See Brynjolfsson and McAfee 2014; and Schwab 2016). To make change instrumental, thus we perhaps, need to put a 'moral perspective', – the notion of economic and social justice, in that 'incremental emotion' (see Kurland 2004). But then, the question remains is in what manner and how much to regulate unjust and irresponsible human practices with a view to internalizing the social costs they produce; and, how much strength the agile institutions should have to regulate.

Essential features of ideal institution conducive to maintain social justice, in normative sense thus, looks adaptive and agile enough to regulate 'freedom without-responsibility', –that displace vulnerable workers and owners from the inroad of flourishing capital–, on one hand;⁴³ while on the other hand, encourage responsible production and consumption, through clearly defined and enforced property rights so that vulnerable economic entities can cope with continuously changing business dynamics, and the modern economic landscapes. Few of these agile features of expected modern institutions thus, may look as follows.

THE NEED FOR 'RESPONSIVE AND BALANCED', AND 'TRANSFORMED AND RESTORATIVE' INSTITUTIONS.

With a view to disentangle informality from dirty money, institutional process and governance framework should look to have capacity and willingness to upkeep social justice and distribute regulations, in other words, economic power particularly to vulnerable economic entities with high catch-up potential who value responsible economic freedom (See de Soto 1989; and Kurland 2004).

With a view to disentangling informality from dirty money, institutions should look to have two interconnected aspirations: willingness to protect social justice from erosion and to restore social justice and willingness to stay

⁴³ Freedom without responsibility is interchangeably used with phrases like "unjust human practices", and "irresponsible production and consumption", etc., elsewhere in this document.



responsive. Responsive and restorative bureaucracies, as Hussain, Ashraf and Khan (2017) have seen it, should thus be committed to walk some miles in the citizens' shoes, see the world through citizens' lens, and have the potential to palpate the citizens' pulse. However, for willingness to become restorative, as the authors have maintained, the economic bureaucracy needs emotional elements embedded in tech-led upgraded institutional capacity. What that means is they must focus most of their regulating activities in protecting the citizen, nurturing responsible economic behavior, in caring manner with professional empathy from the irresponsible dehumanizing societal forces. In other words, a 'caring' bureaucracy should look 'citizen-centric and restorative', –something that has been proposed by de Soto (1989; 2000) and has been strongly emphasized in GED (2012; and 2020). However, for being citizen-centric some transformation is necessary and required. On the other hand, 'balanced and responsive bureaucracy should have the potential to intervene dehumanizing behavior by mediating societal forces to protect marginal entities from being pulled in informal and dirty money handling activities. To have such an attribute the bureaucracy should transform into tech-led 'knowledge-driven' regulatory force.

Thus, restorative, and responsive economic bureaucracy may look agile enough to produce meaningful utility and tradeoffs for informal entities to come back to the mainstream, and thus, to transform millions of lives with higher income, and better quality of life; –something that resonates the 'Just Third Way' envisioned by Kelso (Kelso and Adler 1958; chapter 5).⁴⁴ Thus, nursing and raising productive competing interests through allowing expanded (decentralized and diffused) capital ownership looks like something like "end in itself". That means, such nurturing institutions, if willing, can end informality; and save the nation from dirty money and from restarting from

⁴⁴ Bureaucracy piled upon too excessively materialistic aspiration of socialism and capitalism on top with concentrated economic power looks not conducive to inclusive society as it ignores and hinders intellectual and spiritual potential for the 'don't haves'. Thus, transforming and decentralizing institutional process looks as safeguard against corruptive potential of this concentrated power, –as has been seen by Lord Action; and as 'power follows property', democratizing power to diffuse access to tech-led capital ownership to everyone looks as a safeguard against the hands of a few 'mighty haves', –as has been argued by Daniel Webster. Transforming institution with a view to transfer ownership of economic power is what the "Just Third Way" talks about (see in Kurland 2004 for detail).



zero level subsistent primitive farming, if just in case, dehumanizing tech-led capital-driven markets displace vulnerable entities from our expanding industrial supply-chain in near future (See Kurland 2004, for details).⁴⁵

SO, HOW FAR OUR DEVELOPMENT BLUEPRINTS REFLECT THE RECOMMENDATIONS MADE.

In the 2nd perspective plan, taking amenities of modern cities to village level and making village the center point of development looks a powerful vision to end poverty by removing regional disparity (See GED 2020). This should essentially reflect the government's clear intention to end regional disparity, which has implications in internalizing inequality, informality, and dirty money. The upside of this perspective plans is that the government has started invigorating the notion of a culture of knowledge economy in market-state interactive environment vigorously through policies, programs and activities, and sporadic outcomes like economic exchange at little or no hassle (transaction cost) have, particularly for the micro startups, by and large, started to roll on the surface already.

While vision of nurturing democratic and decentralized institutions with aspirations of tech-led innovative and knowledge-driven inclusive economy looks conducive to protecting the vulnerable part of the ecosystem including the environment, true; but, how to connect and use these two aspirations in collectively exhaustive manner to produce desired outcomes looks missing (See also: Hussain, Ashraf and Khan 2017; and GED 2020, p.12/254). For example, innovation-led productive capacity can be seen as 'means to end'; but not 'end in itself'. To transform this power of knowledge economy thus, Hussain, Ashraf and Khan (2017) have placed a strong emphasis upon the need for cultural transformation in institutions, - for strong commitment to walk in the citizens' shoes and to become citizen-centric in-service delivery.

⁴⁵ The "The Just Third Way (as in Capitalist Manifesto)" looks unique and agile as it emphasizes more on self-reliance promoted through restorative social justice and focuses less on growing dependency fostered through social SafetyNet and social security programs (See Kurland 2004 for added emphasis).



SO, WHERE IS THE NEED FOR FURTHER THRUST IN ON-GOING CHANGE, WHO DOES IT, AND HOW?

If institutions want to look at citizens' problems through citizens' lens, a fundamental policy question looks like who are willing to undertake the paradigm shifts in institutions' outlook. Shift means, as has been implied in Hussain, Ashraf and Khan (2017), to come out of institutional silos of deep but old expertise and of the culture of nurturing 'favored organized constituencies' on one hand; and while on the other hand, to incubate and nurse millions of vulnerable 'have nots' so that they can build on their catch-up potential to flourish, and come out of informality (See also Bakir 2009; de Soto 1989; 2000; Kurland 2004; and North 1990). Needless to echo that such endeavors must have strong backup from policy communities both in economic bureaucracy and in the epistemic communities, and the political entrepreneurs.

To protect the majority of vulnerable 'have nots' as above, the UN sustainable development goals 1, 2, 8, 10, 16 and 17 have been incorporated with heightened emphasis in our perspective plans (See UN General Assembly 2015). Among these revolutionary development aspirations, closely looking at goal 16 – "peace, justice and strong institutions, and 17 – encouraging "partnership for the goals" with their respective the targets and performance indicators, may perhaps reveal that transformed and balanced institutions, when work on collaborative partnership with policy communities, the institutions have a place to become more resilient, and conducive to restorative justice, at least in normative sense. This down-up participatory approach may look like what the 'Just Third Way' reflects (See Kelso and Adler 1958 in Kurland 2004).⁴⁶

The nature of challenges arising from the dynamism in the tax policy environment may paint a glimpse of the rationale for required institutional agility to adapt changes that has been diffusing from the globalization process.

⁴⁶ The Just Third Way, as has been precisely seen by Kurland (2004), is a systematic in other words, a means to protect citizens against the loss of economic sovereignty under the Wall Street capitalist model of economic globalization and restore social justice through upkeeping balance between participatory and distributive principles of economic justice.



For example, identifying who, what, why, and how much to tax is crucial for channeling resources to vulnerable sectors/areas. In the 'social choice' compendium of the 'tax policy process', the tradeoff that the state must make by reducing inequality at the cost of efficiency, in the short- and medium term, is always debated. Yet in practice, tax authorities nurturing egalitarian aspirations of upbringing the society in caring manner may aspire to choose to stay as distributive and inclusive as possible in the markets that are run on utilitarian principle while designing tax policies. To nurture such aspiration the nation-states, particularly in the north, design and use policies of 'tax cuts, breaks and deferrals' in democratic ways to improve the life of those who fell off the cut-off poverty line(s), are physically and mentally challenged, and lag behind other human development indicators on one side;⁴⁷ and on the other side, implement policies like 'tax rise' to internalize the impact of irresponsible production and consumption through public service delivery that are citizen-centric.⁴⁸ Therefore, if tax regulation is considered as a means to transfer economic power to the hands of millions who need it but don't have it, then next policy question, particularly in implementation, is what are the basis of community outreach or delivery mechanism of such design of tax.

To expand, how the tax is administered, as Friedman et al (2000) have argued, decides the outcome like restorative social justice with its ramifications in public trust. A knowledge-driven, and citizen-centered tax policy regimes looks to have the power to restore social trust by delivering tax benefits in diffused manner with its impact on cost of doing business, and on the growth of informality in shorter and medium terms.⁴⁹ In longer term however, the challenge for fiscal regimes looks like to graduate, in progressive manner, from

⁴⁷ Such as, marginal micro-entities like women entrepreneurs, MSMEs, and primary crop and non-crop agriculture own-account entities, etc. See for example, in GED (2020). The notion behind such aspiration of tax regime is built upon ensuring decent work and decent income as envisioned in SDG 8.

⁴⁸ Such as for those, who from the top few, enjoy most of the economic powers and enormous freedom and dictate rule of the game; but hardly use their assets in responsible production and consumption dictated by the consumers. In their deepest root, such irresponsible economic behaviors have implications in scarcity, inequality, informality, poverty, and dirty money.

⁴⁹ Since it is not the economic policies themselves, but at the end of the day, it is 'how tax and money are administered' that has been empirically found to prove as 'end in itself' to produce favorable outcomes, like ending poverty and informality. See also Aguila 2009 for details.



this reality-based 'Pareto improvement' towards ideal 'Pareto efficient' to a outcome-driven strategic posture, and deliver opportunities for everyone to pay tax regardless of their 'ability to pay' and of the 'net utility' that the public good has to offer.⁵⁰ Presumably, this long-term vision should be achievable through continuously investing in, innovating public service delivery systems as modern and knowledge-driven public service. This vision intuitively, represents a notion of a citizen-centric, restorative, responsive and balancing regulatory framework to enforce institutions like property rights in fiscal policies in an agile way. Next policy question then would be how this modernization could take place.

SPOTTING A MISSING VALUE: HAS THE ROOM FOR STAYING INCREMENTAL IN THE CHANGE PROCESS BEEN RAPIDLY NARROWING?

The 2nd perspective plan has put forward to undertake a 'need and demand driven' gradual administrative reform by incorporating the notion of e-governance and nurturing aspirations of pluralistic democracy in the institutional process (See GED 2020; p.12/254). Pluralistic form of democratic government is built on the notion of involving distributed political power in the institutional process, and of pulling policy agenda through decentralized public service. This down-up approach thus looks to nurture the aspirations of shifting the economic power from the hands of a few to the individual and the market in diffused manner, and to encourage policy communities in pushing public issues, through the policy window as agendas. However, this development approach requires peaceful co-existence and shared consensus between competing interests emerging from multiple sources of socioeconomic and political powers. Consensus-driven social construction of development agendas, if looks plausible, would presumably look time consuming and depend on when those windows for change are open and the soup is cooked (See Béland 2009 in this regard).

⁵⁰ Reflects the aspiration in our 2nd perspective plan, which includes ending poverty, inequality and informality, and arriving at the 'development junction' by 2030; and graduating to 'emerging economy' status by touching the 'Sonar Bangla' vision by 2041 and becoming 'high-income (developed)' country (See GED 2020).



For example, depending on how policy entrepreneurs perceive the degree of conflicts between competing interests in pluralistic policy environment, some endogenous shock may be felt at the institution level as drivers for change (see Bakir 2009; Maman & Rosenhek, 2007, 2009, 2012; and North 1990). By analyzing literature on institutional development, Bakir and Gundus (2017) have argued that impetus for institutional change driven by these endogenous shocks, however, looks gradual and incremental as risk averse conservative interests from within the institutions try to oppose change with a view to preserve institutional continuity.⁵¹ Nonetheless, the notion of plural consensus-driven gradual institutional development with restorative and protective aspirations both in mind, looks like what is required to respond to informality mediated by toxic dirty assets hiding in the globalization process while up-keeping economic interdependence with the nation-states.

While on the other side of the contemporary developments in the post-war dynamics in global economic landscapes, the aspirations of incremental but protective institutional reform may not look, in normative sense, sufficient to absorb exogenous dichotomizing shocks from globalized tech-led mega-societal trends that are felt endogenously at the institution level in particular locations, such as, in economically challenged national economies.⁵² In such locations, slow and gradually responsive risk-averse and path dependent institutions, as have been cautioned by Coase (1968), are likely to place constraints on transaction and transformation (production) costs for economic entities within the national boundaries.⁵³ The culture of gradual response to global change in these locations, as have been argued by Hussain, Ashraf and Khan (2017, p. 25, 52-57, chapter.3), is likely to widen the gap between the

⁵¹ A logical support of the protective nature of plural policy environment can be found in Thelen (2004), where the author has put critique in the 'punctuated equilibrium model' of institutional development and has argued that most forms of policy change take place outside such 'critical junctures', and that they often take an incremental form (See in Béland 2009 for emphasis).

⁵² See, for example, Bakir 2009; Dellepiane-Avellaneda 2013; Kawasaki 1993, p. 125; and King 2005, p. 96, 117; and McNamara 2002 placed in the section four, for more emphasis.

⁵³ These constraints are prevailing economies of scope, complementarities and network externalities surrounding institutional matrix which tend to bias the nature of institutional structures towards narrow-organized interests or favored constituencies (See also: Arthur 1989; and North 1990; and Pierson 2000; 2004)



responsiveness of the public service delivery, and the rapidly changing pressing needs of modern citizen of even faster transforming modern world. As these authors have observed, the perspectives of the public service delivery system and citizen start differing, and the gap widen when public service, –that wants to preserve continuity of distinct institutional patterns and order–, cannot respond to exogenous shocks arising out of the pressing needs of the citizen. Capacity and willingness to change reflects that perspective of the public service (See also, Capoccia and Kelemen 2007). These differing perspectives may make institutional change and response, slow, gradual, or incremental (See Regini 1999 for emphasis); and, if these perspectives perpetuate, they may have meaningful implications in public trust, that is conducive to optimal tax-GDP ratio and productive investment with eventual upward impact on inequality, informality, poverty, and dirty money (See Aguila 2009; Ceyhun and Mario 2012 for emphasis, for detail).

Thus, making tradeoff between whether to transform and to stay responsive to accelerating societal change, as have been felt by Hussain, Ashraf and Khan (2017), and whether to stay gradual in reform, as has been felt by Mustafizur, Debapriya, and Al-Hasan (2018); or to incorporate elements of a combination of both types of change considering time, space and contexts, –with a view to balance the challenges posed by globalization–, still remains as key policy challenge for many communities, and look as a matter of ‘public choice’ depending on national priorities, political manifesto of the political regimes and citizen’s mandate.

With a view to holding public trust from eroding in rapidly transforming tech-driven world, however, governments in many locations started transforming institutions and innovating public services. They have been trying to stay demand-driven and citizen-centric to stay economically competitive and inclusive in development to cope with new globalized environment. For example, they are digitizing public service to stay accountable, transparent, and effective; convenient, reliable, and affordable; and caring and responsive to the needs of digitally connected citizens. Bangladesh is not an exception in this regard, particularly in some contexts. The notion of this coping strategy has been incorporated in its development blueprints like its perspective, and

the delta plans. However, the real challenge in coping, as have been felt by Hussain, Ashraf and Khan (2017), often lies in becoming ‘citizen-centric’ rather than being ‘technology-driven’ in service delivery; because in reality, the former requires behavioral transformation with elements of cultural change in institutions, which looks somewhat challenging to accomplish.

The 2nd report of South-South Cooperation (UNOSSC), –that emphasizes on collaborative innovations in public service delivery for Bangladesh–, has suggested to employ such user-centric behavioral methodologies like “design thinking” and “behavioral insights” to transform institutions with a view to come out of paradigms of non-responsive, risk averse, and red-tape-driven administrative silos; and finally, to become citizen-centric’. Aspirations of behavioral methodologies are built upon the premise that unless public service providers see the world through the citizens’ lens, or walk few miles in the citizens’ shoes, they don’t have the impetus to come out of preexisting cognitive bias and risk averse attitude towards older self-reinforcing difficult-to-change paths, and to concede a real and sustainable institutional change that are conducive to quickly responding to pressing citizen’s needs (See Arthur 1989; Hussain, Ashraf and Khan 2017, p. 25, 52-57, chapter.3; and North 1990 for more emphasis). To hold public trust and to stay inclusive in taxation and in other policy domains, thus, room for staying incremental in reforming institutions may look to have been rapidly narrowing in the new global contexts, which challenges many national economies to contain flourishing inequality and informality, and tons of dirty money.

SO, HOW FAR OUR DEVELOPMENT BLUEPRINTS REFLECT THE RECOMMENDATIONS MADE.

In some locations, governments are changing by implementing new methodological approach, as above; running ‘innovation labs’; and exploiting strategic partnership in it with a view to experiment risk-return tradeoff of coming out of operational silos and becoming responsive to challenging needs of the modern citizen.⁵⁴ These locations, particularly the global-north

⁵⁴ Partnering with non-profits and civil service organizations, the United Nations, development partners and philanthropies – something that is targeted in SDG goal 17 (17.17).



have been redesigning the policy design process by incorporating innovative behavioral methodologies and digitizing public service delivery. These transformative moves have the potential to establish “whole-of-government” that is agile enough to meet the needs of modern citizen, and mitigate the challenges posed by globalized neo economic landscape (See A2i Access to Information N.d.; and Hussain, Ashraf and Khan 2017).⁵⁵ For Bangladesh, the 2nd perspective plan emphasizes on building market-driven development institutions run by culture of good governance; while at the same time, on nurturing pluralistic democracy with decentralized political power in the institutional development process (See GED 2020, p.53; and Hussain, Ashraf and Khan 2017, chapter.3, p. 52-57). While former aspirations look transformative, restorative, and citizen-centric; the later looks responsive, protecting and balancing to meet the challenges hidden in the globalized economies. Taken altogether, this vision for institutional change, if successfully implemented, would look agile enough for Bangladesh to upkeep social justice that is conducive to internalizing inequalities, formalizing informality and fighting dirty money on one hand; and while on the other hand, ending poverty by being economically competitive and connected to the globalized world.⁵⁶

SPOTTING THE BOTTOM-LINE THAT IS FINALLY MISSING IN DEVELOPMENT THRUST.

Nurturing the aspiration of ‘whole of a government’, - a hybridization of ‘traditional public administration, new public management and new public governance’, with balanced and agile institutions that have restorative and at the same time responsive features,⁵⁷ may provide a bottom-line and cutting-edge stunning construct for Bangladesh to respond to the structural and systemic problems of inequality, informality, dirty money, and poverty,

⁵⁵ Think of the previous manual public procurement for implementing development projects; of the chaos around the procurement them; and compare them with revolutionary e-gp that has broken down the dense network around procurement and took a new self-reinforcing path that is inclusive to those suppliers who were left behind from these economic exchanges; or of country-wide one-stop digital financial centers and of the use of e-KYC-based NID to disburse yearly 5 billion \$ of social SafetyNet without the invisible hands of middle men. (See Hussain, Ashraf, and Khan 2017, p. 21, 40/60). All these transformed public service deliveries have implications in public trust on G2P, G2C and G2B models of state-market relationships in Bangladesh.

⁵⁶ In ways that ‘The Other path’ and ‘The Just Third Way’ have been envisioned by de Soto (1989) and Kelso and Adler (1958) respectively.



particularly in a time when it looks to have been sporadically mitigating the challenges of flourishing informality in globalized environment (See Pfiffner 2004). Incorporating elements of 'design thinking' in policy design process with elements of 'behavioral insight' is, however, something that may still look missed few beats in the way the policy world of now-a-days should think, and design their response to cope with challenges of the modern world even in better ways and sustainable outcomes, - something, in normative sense, that UN SDG 17 and 18 have emphasized upon.

CONCLUDING REMARKS

Considering the role of behavioral methodologies in tax policy environment with a view to formalizing informality and fighting dirty money.

Understanding rational behavioral response of the marginal economic micro-entities to tax policies, that is often bounded by emotion, looks important for formalizing informality and fighting dirty money. Differing perspective of, and widening gap between policy designers and end-users is likely to generate cognitive bias and leave opportunities for use of heuristics for policy designers without considering the 'choice architecture' of the end-users, and in directing the citizen to act in a certain way as passive receivers of regulations when it comes to the question of service delivery by the street-level bureaucracy (See Hussain, Ashraf and Khan (2017, p. 23-25 in chapter.2, and p. 52-57, chapter.3).⁵⁸ Such myopic policies, on the other hand, may be felt as over-regulation by the micro-entities, and as something that restrain them in exercising their free choices. This feeling may bound their rationality to comply tax code by emotional reaction (See Thaler and Sunstein 2008 for useful

⁵⁷ This hybridization, as reported in the public administration literature, is likely to resolve the discourse on tension between efficiency versus accountability that usually exist between Weberian top-to-bottom approach of traditional hierarchal bureaucracy and modern bottom-up approach in New public Management and New Public Governance constructs.

⁵⁸ Lipsky (1969) has defined Street-level Bureaucrats as grassroot-level civil servants or public employees who implement policies by being in direct contact with general public; who is called upon to interact constantly with citizen in the regular course of their job; who although works within a bureaucratic structure, enjoy discretion in making decisions; and whose attitude and general approach toward their client may affect the citizen significantly (See also, Cantens, T., Robert, R., and Raballand, G. 2015 for added emphasis and practical examples).



insight).⁵⁹ As these emotional economic behaviors are not always predictable, designing tax policies to formalize informality looks challenging, if not difficult. To gently modify these emotional reactions of informal entities, there looks a space for applying behavioral methodologies in designing and implementing tax policy instruments.⁶⁰ Therefore, the National Board of Revenue may employ behavioral methodology in designing tax policies with a view to gently modify rationality of both policy designers and end-users that are bounded by emotion-driven moral hazard, adverse selection, and tax decisions. The strategic posture of removing emotion from policy environment, thus, looks like to have sustainable implications in formalizing informality, internalizing inequality and poverty and containing dirty money.

The Behavioral Insights Team in the UK Government use similar methodologies like 'design thinking concept' in policy design by studying, analyzing, and applying end-users' behavior with a view to avoid unintended policy consequences. In similar way, the NBR may establish Design Lab, or work with the Innovation Lab set in the a2i under the honorable prime minister's secretariat to incorporate 'design thinking concept' with elements of 'behavioral insight', –something that has been aggressively pursued by Allio (2014)–, in their modernization blueprints, and deploy them in designing tax policies.

⁵⁹ 'Opportunity', 'choice' or 'necessity' driven 'intentional', 'refusal', or 'survival' motive behind deviating from the norms-set incorporated in the tax codes and finally avoiding or evading tax are considered as a 'reactionary' response to, or a bi-product of cost-driving overregulation (See Cantens, Robert and Raballand 2015 for details, and Coase 1968 and North 1990 for added emphasis). Intuitively, emotion in reactionary response by taxpayers to overregulation is likely to generate cognitive bias in policy designers and practitioners, prevent informal entities from doing rational mental accounting, drive them to apply mental short-cuts, and take risky moves towards avoiding tax by staying outside the tax-net even after knowing that there are chances of being caught.

⁶⁰ Behavioral insights were developed by the prominent academics, Cass Sunstein and Richard Thaler, by combining findings from public policy and psychology theories with theory of behavioral economics originally developed by Daniel Kahneman and Amos Tversky. Krämer and Kahneman (2011) have challenged neo-classical assumption that most human are rational, and hence are predictable and controllable. The authors have argued that this rationality is bounded by emotion and human reacts to stress positively or negatively to peer pressure; suffer cognitive bias in assessing the world around them; and apply heuristics or shortcuts; and hence, are inconsistent in their decisions. Motivated by the reality that too prescriptive government services, through policies directing citizens to act in a certain way – with limited success, US professor, Richard Thaler, co-wrote the 2008 book, 'Nudge' with Cass R. Sunstein (See Thaler and Sunstein 2008) with a view to develop pedagogies for public service so that they can persuade citizen to modify their behavior through subtle influencing.



Inequality, informality, and poverty may be considered as systemic, structural, interconnected and wicked problems, as they emerge when the perspective of traditional bureaucracy and of the modern rapidly changing society differs substantially. The perspective differs more particularly in locations where globalization try to diffuse new but interconnected, structural and systemic economic and social patterns (See and Cantens, Robert, and Raballand 2015; McNamara 2002 in Bakir and Gunduz 2017, to add emphasis). Resolving this wicked problem need systemic, inter-connected and structural solutions too (See Brown and Wyatt 2010 p.35 in Allio 2014).⁶¹ These structural solutions, as Allio (2014) has seen, are less likely to be found in any one single silo of deep expertise in path dependent Weberian type of institutional process; rather, to find them, policy designers need to look at the intersection of multi-disciplinary and multi-actor knowledge that are hidden in blurred governance boundaries (See also Fukuyama 1995; Lofstedt, 2005; OECD 2013 in Allio 2014). Failing to undertake this structural reform in the policy design process, for reasons as stated above, may lead to decline in public trust with its unintended ramifications in investment and employment, and in inequality, informality and dirty money, and finally, in poverty (See Murphy 2004 in Allio 2014). The impetus for undertaking these structural institutional reforms emerge from endogenously felt mimetic, normative, coercive, and diffusive social pressure or exogenous shocks by neoliberal-norms or idea-driven policy and political entrepreneurs because of the encountered wicked challenges of toxic dirty assets, which are hidden in the globalization process (See Bakir and Gunduz 2017). 'Design thinking' looks like such structural innovative reform concept policy design solution that has been spreading rapidly as a social diffusion process throughout the world.

Allio (2014) has described design thinking as a user-centric policy design process that incorporates the voice of end-users in policy solutions that affect citizens' lives.⁶² In this process, professional policy designers in the traditional

⁶¹ Wicked problems are a class of problems (a) for which there is no off-the-shelf solution; (b) that affect the State or society systemically and for which different stakeholders have radically different world views and divergent frames of understanding; or (c) which have no definite formulation. See Rittel (1988) for details.

⁶² Cox (2005) has seen design as putting innovation into practice in other words, exploiting creative ideas and putting them into practice.



bureaucracies co-create policy solutions by calling upon end-users with 'professional empathy' to play active role by putting ideas; blending their 'analytical-logical' mindset with 'interpretative-intuitive' mindset of creative professional designers, and scaling down solutions, through an iterative process, by prototyping and testing on trial-and-error basis.⁶³ To co-create citizen-centric policy solutions, policy actors/entrepreneurs inside the bureaucracies, thus, have to come out of the office buildings, confront real life situation; invigorate and apply 'intuitive-interpretative' mindset and behavioral insight with fresh set of eyes to walk a few miles in the citizens' shoe so that they can enter and understand citizens' feeling, challenges, expectations, and emotional needs; and to collaborate with them in designing policies with 'professional empathy' (See Clarkson et al. eds. 2003; HPID 2010 p.2). Applying this 'empathy' in 'design thinking' should shift the policy makers' focus from a defensive 'expecting and claiming' attitude to a collaborative 'observing, sharing and shaping' views or even behaviors (See Allio 2014). Citing Bason (2010, p.157), Allio (2014) has put forward that, design thinking multiplies the productive capacities and effectiveness of policies that affect citizens' lives; restores public trust by bridging the gap between the regulator and the users; prevent marginalization and increase social security. For example, as a 'social innovation construct' of collaborative co-creating policies with professional empathy (See Ellis 2010 in Allio 2004), design thinking has the potential to bring back the notion of social justice in the institutional development process, which reflects aspirations of 'The Other Path' by de Soto (1989) and 'The Just Third Way' by Kelso and Adler (1958), and thus, to resolve inequality, informality and dirty money, and poverty in sustainable ways.

Although design thinking provides efficient and sustainable institutions in an era of austerity to deliver more at less, mainstreaming it looks challenging because it contests established traditional hierarchy and breaks down procedural silos; and doesn't allow political and administrative interference in the policy design process with a view to co-create legitimized, effective, efficient and sustainable

⁶³ Bason (2010 p.38) has seen design thinking as structured and systemic "attitude" or a 'way of reasoning that allows bridging and managing the two opposing (yet complementary) cognitive styles constituting knowledge acquisition and implementation of public policies: the "analytical-logical mindset that characterizes most large organizations and professional bureaucracies, and the more interpretative, intuitive mind-set that characterizes the arts and creative professions".



policy solutions by involving creative designers, the civil society, and the third sector (See OECD, 2013 in Allio 2014)). Moreover, its adoption potential and the degree of diffusion rate depends on difficult-to-exploit specific skills, such as educated communication strategies, ethnography, behavioral sciences, design and architecture; on how risk-return tradeoff of experimenting 'learning by doing' on trial and error' basis is perceived differently across the management and policy entrepreneurs and over time (See Wagener 2012);⁶⁴ on the power distance between the state and the citizen and the commitment of bureaucrats; on the degree of maturity and social wisdom; and on eventual political and social resistance. This is why society often calls upon governments to categorically eradicate hazards, not just to manage risks (See Alemanno eds. 2011; Lofstedt 2011; and Wiener et al. eds. 2011. In Allio 2004). However, as Allio (2014) has argued, these challenges of possible risk averseness in policy entrepreneurs can be mitigated if its necessity and promising future is recognized as a critical juncture by the policy and epistemic communities and are backed by strong and willing political leadership; and if it starts producing higher levels self-increasing public trust and more confidence to take more risks in progressive manner.^{65,66}

⁶⁴ For example, although more agile, and system-based design thinking accounts for the behaviors of policy designers and the policy design targets, both, it cannot, as have been argued by Clarke and Craft (2022), be a wholesale replacement of traditional policy design process. Rather, as the authors have maintained, it can be used where system thinking and networked process are plausible and possible, such as to resolve unorthodox simple policy implementation problems.

⁶⁵ See Nesta's case study of Seoul (2014), which describes the emergence of a public service innovation ecosystem through political leadership: <http://www.scribd.com/doc/191841429/Seoul-City%E2%80%99s-social-innovation-strategy-A-model-of-multi-channel-communication-to-strengthen-governance-and-citizenengagement>

⁶⁶ The global-north have successfully adopted the three trends (digitization, user-centric methodologies and experimentation) and have created enormous efficiency gains in their service delivery, with demonstrable benefits to the citizen. Bangladesh has a vision for an initiative driven by South-South cooperation, under the guidance of United Nations Office for South-South Cooperation (UNOSSC) for collaborative innovations in public service delivery. The honorable Prime Minister has proposed the need for a collaborative network to share good practices in this regard, and to find ways to adopt them in other countries in a high-level meeting on South-South and triangular cooperation for scaling up innovations in public service delivery, convened on the sidelines of the seventy-first session of the United Nations General Assembly in New York in September 2016. Heads of State and Government and permanent representatives, officials from missions to the United Nations and United Nations staff members enthusiastically supported this proposal.



Disclaimer:

The views, thoughts, and opinions expressed in the article belong solely to the author, and not necessarily to the author's employer, organization, committee or other group or individual. All rights reserved. No parts of this article may be reproduced without the written permission of the author.

REFERENCE:

A2i Access to Information. N.d. Aspire to Innovate (a2i) Programme. a2i, a whole-of-government program of ICT Division, supported by Cabinet Division and UNDP, that catalyzes citizen-friendly public service innovations simplifying government and bringing it closer to people. Accessed: December 18, 2023. Retrieved from: About - a2i.

ABC News. 2019. Enjoli Francis. Mexican authorities release 'El Chapo's' son as violence breaks out during attempted arrest. Mexico's president supported the decision to release him.

Aguila, E. 2009. Informality: Exit and Exclusion. Guillermo E. Perry., William F. Maloney, Omar S. Arias, Pablo Fajnzylber, Andrew D. Mason and Jaime Saavedra-Chanduvi.

Allio, L. 2014. Design Thinking for Public Service Excellence. UNDP Global Centre for Public Service Excellence. Singapore.

Alemanno, A. ed. 2011. Governing Disasters. The Challenges of Emergency Risk Regulation. Edward Elgar Publishing.

Amy, T. N.d. "Pablo Escobar: 8 Interesting Facts About the King of Cocaine". Encyclopedia Britannica. Accessed December 7, 2021.

APG. 2012. APG Typology Report on Trade Based Money Laundering.

Arthur, W.B. (1984). Increasing Returns and Path Dependence in the Economy. In Ann Arbor. The University of Michigan Press.

Arthur, W. B. 1989. "Competing Technologies, Increasing Returns, and Lock-in by Historical Events," 'Economic Journal' idem, Increasing Returns and Path Dependence in the Economy (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1994).

Asongu, S., Akpan, U., S., and Isihak, S., R. 2018. Determinants of foreign direct investment in fast growing economies: evidence from the BRICS and MINT countries. Financial Innovation, 4(1), 26.

Bakir, C. (2009). Policy entrepreneurship and institutional change: Multilevel governance of central banking reform. Governance, 22, 571-598.

Bakir, C., and Gunduz, K., A. 2017. When, why and how institutional change takes place: a systematic review and a future research agenda on the importance of policy entrepreneurship in macroeconomic bureaucracies, Policy and Society, 36:4, 479-503, DOI: 10.1080/14494035.2017.1369676

Bartlett, B. 2002. The negative effects of money laundering on economic development. Asian Development Bank Regional Technical Assistance Project No, 5967.

Bason, C. 2010. Leading Public Sector Innovation: Co-creating for a Better Society. Policy Press.

Becker, G., S. 1968. Crime and punishment: An economic approach, Journal of Political Economy 76, 169-217. Accessed 2 November 2019.

Béland, Daniel. 2009. 'Ideas, institutions, and policy change'. Journal of European Public Policy.



16:5,701 – 718. DOI: 10.1080/13501760902983382

Boer, J., D., and Bosetti, L. 2015. The Crime–Conflict “Nexus”: State of the Evidence. United Nations University Centre for Policy Research. Occasional Paper 5. July 2015. ISBN 978-92-808-9010-5.

Brown, T., and J. Wyatt. 2010. “Design Thinking for social innovation”, in Stanford Social Innovation Review. Winter. pp.30-37.

Bruhn, M., and McKenzie, D. 2014. Entry regulation and the formalization of microenterprises in developing countries. World Bank Research Observer, 29(2), 186-201.

Brynjolfsson, E., and A. McAfee. 2014. The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. New York: W.W. Norton & Company.

Cantens, T. 2012. Informal Trade Practices. WCO Research Paper No. 22. World Customs Organization.

Cantens, T., Robert, R., and Raballand, G. 2015. Introduction: Borders, Informality, International Trade and Customs, Journal of Borderlands Studies, 30:3, 365-380, DOI: 10.1080/08865655.2015.1068207.

Capoccia, G., & Kelemen, R. (2007). The Study of Critical Junctures: Theory, Narrative, and Counterfactuals in Historical Institutionalism. World Politics, 59(3), 341-369. doi:10.1017/S0043887100020852.

Castells, M. 2000. The Rise of the Network Society (2nd ed.). Oxford, UK: Blackwell.

Ceyhun, E., and Mario, Solis-G. 2012. Public Trust, Taxes and the Informal Sector. Boğaziçi Journal Review of Social, Economic and Administrative Studies, Vol. 26, no. 1 (2012), pp. 27-44.

Chao, et al. 2019. Technological and Economic Development of Economy. ISSN: 2029-4913 / eISSN: 2029-4921. Volume 25 Issue 6: 1081-1096.

Chen, Martha Alter. 2012. The Informal Economy: Definitions, Theories and Policies. WIEGO Working Paper No. 1. WIEGO.

Chong, A., and López-de-Silanes, F. 2006. Money Laundering and its Regulation. Research Department Working paper series; 590. Inter-American Development Bank. 1300 New York Avenue, N.W. Washington, DC 20577.

Clarkson, P.J., et al. eds. 2003. Inclusive Design. Design for the Whole Population. Springer.

Coase, Ronald 1960. “The Problem of Social Cost” (PDF), Journal of Law and Economics, The University of Chicago Press, 3 (Oct., 1960): 1-44, doi:10.1086/466560, S2CID 222331226.

Cox, G. 2005. Cox Review of creativity in business: Building on the UK’s strengths. UK HM Treasury.

Dellepiane-Avellaneda, S. (2013). Gordon unbound: The heresthetic of central bank independence in Britain. British Journal of Political Science, 43, 263-293.

de Soto, H. 1989. The Other Path: The Economic Answer to Terrorism. New York: HarperCollins.

de Soto, H. 2000. The mystery of capital: why capitalism triumphs in the West and fails everywhere else. New York: Basic Books.

Dongala, J. 1993. The Informal Sector Trade Among Sub-saharan African Countries: A Survey and Empirical Investigation. The Development Economies XXXI, no. 2: 151-172.

Ekwueme, E. 2020. The Convergence Of Dirty Money And Private To Private Corruption: Fact Or



আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০২৪

Fiction? How Efficient Are the Tools To Contain This? A Discourse from Anglo-American and Less Developed Countries' Perspectives. Doctoral thesis, School of Advanced Study, University of London.

FATF. 2006. Trade based money laundering. Retrieved from: Accessed 23 November 2019.

FATF. 2008. THE USE OF FATF RECOMMENDATIONS TO COMBAT CORRUPTION. BEST PRACTICES PAPER. FATF Secretariat, 2 rue André Pascal 75775 Paris Cedex 16, France.

FATF. 2010. Money Laundering vulnerabilities of Free Trade Zones. FATF Report. FATF/OECD. Accessed: January 2022.

Ferguson, N. 2012. Realism and risk in 1938: German foreign policy and the Munich Crisis, Cambridge University Press, <https://doi.org/10.1017/CBO9780511778551.008>.

Feige, Edgar L. 2016. "The Meaning and Measurement of Unobserved Economies: What do we really know about the "Shadow Economy"?" . Journal of Tax Administration Vol 2:1 2016.

Friedman, E. et al. 2000. "Dodging the Grabbing Hand: The Determinants of Unofficial Activity in 69 Countries," Journal of Public Economics, 76(3): 459-493.

Fukuyama, F. 1995. Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. Free Press.

GED, General Economics Division-Planning Commission. 2012. PERSPECTIVE PLAN OF BANGLADESH 2010-2021 - MAKING VISION 2021 A REALITY. Government of the People's Republic of Bangladesh.

GED General Economics Division. 2020. Making Vision 2041 a Reality. PERSPECTIVE PLAN OF BANGLADESH 2021-2041. Bangladesh Planning Commission. Ministry of Planning. Government of the People's Republic of Bangladesh.

Geiger, H., and Wuensch, O. 2007. The fight against money laundering: An economic analysis of a cost-benefit paradoxon. Journal of Money Laundering Control. 10. 91-105. 10.1108/13685200710721881.

Hamin, et al. 2016. Conceptualizing terrorist financing in the age of uncertainty. Journal of Money Laundering Control, 19(4): 397-406.

Hart, K. 1973. "Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana." Journal of Modern African Studies, Vol. 11, No. 1.

Healy, J., Nicholson, D., and Parker, J. 2017 Guest editors' introduction: technological disruption and the future of employment relations, Labour & Industry: a journal of the social and economic relations of work, 27:3, 157-164, DOI: 10.1080/10301763.2017.1397258

HPID - Hasso Plattner Institute of Design. 2010. An Introduction to Design Thinking: Process Guide. Stanford University Institute of Design.

Hussain, I., Ashraf, ASM A., and Khan, M., R. 2017. South-South in Action. Citizen Friendly Public Service in Action in Bangladesh. Technical Report. UN office of South-South Cooperation, and Access to information (a21) Program. Prime Minister's Office, Government of People's Republic of Bangladesh.

ILO International Labour Office. 1972. Employment, Incomes and Equality: A Strategy for Increasing Productive Employment in Kenya. Geneva: ILO.



- Ikenberry, J. G. 2018. The end of liberal international order? Oxford University Press on behalf of The Royal Institute of International Affairs. *International Affairs* 94: 1 (2018) 7–23; doi: 10.1093/ia/iix241. Accessed: December 22, 2021.
- Jung, J. 2008. Reinventing the interventionist state: The Korean economic bureaucracy reform under the economic crisis. *Pacific Focus*, 23, 121–138.
- Kawasaki, T. 1993. Policy ideas and change in Japanese bureaucratic politics: The ministry of finance in international monetary crisis, 1969–1971. *Journal of Public Policy*, 13, 111–133.
- Keating, M. F. 2011. Can democratization undermine democracy? Economic and political reform in Uganda. *Democratization*, 18, 415–442.
- Krapi, F. 2015. World War II: Realism and Liberalism perspective. Anglo American University. Accessed: December 22, 2021.
- Kelso L., O., and Adler, M., J. 1958. *The Capitalist Manifesto*, Random House. Chapter V. p. 66
- Kelso, L. O., and Hetter, P., Kelso. (1967). "Two-factor Theory: The Economics of Reality. Random House, New York: 1967; paperback edition, Vintage Books: 1968. (Originally published under the title *How to Turn 80 Million Workers into Capitalists on Borrowed Money*).
- King, M. 2005. Epistemic communities and the diffusion of ideas: Central bank reform in the United Kingdom. *West European Politics*, 28, 94–123.
- Krämer, W. and Kahneman, D. 2011. Thinking, Fast and Slow. *Stat Papers* 55, 915 (2014). <https://doi.org/10.1007/s00362-013-0533-y>.
- Kurland, N., G. 2004. *The Just Third Way: Basic Principles of Economic and Social Justice*. Conference paper. Center for Economic and Social Justice.
- Lewis, W.A. 1954. "Economic Development with Unlimited Supplies of Labour." *Manchester School of Economic and Social Studies*, Vol. 23, No. 2.
- Lipsky, M. 1969. *Toward a Theory of Street-level Bureaucracy*. Discussion Papers No. 48-69. P. 45. Madison, WI: Institute for Research on Poverty (IRP). University of Wisconsin.
- Lofstedt, R. 2011. "Risk versus Hazard – How to regulate in the 21st Century", in *European Journal or Risk Regulation*. Vol.2/2011. pp.149–168.
- Maman, D., & Rosenhek, Z. (2007). The politics of institutional reform: The 'Declaration of Independence' of the Israeli Central Bank. *Review of International Political Economy*, 14, 251–275.
- Maman, D., & Rosenhek, Z. (2009). The contested institutionalization of policy paradigm shifts: The adoption of inflation targeting in Israel. *Socio-Economic Review*, 7, 217–243.
- Maman, D., & Rosenhek, Z. (2012). Mobilizing globalization in local political fields: The strengthening of the central bank in Israel. *Review of International Political Economy*, 19, 317–340.
- McNamara, K. R. (2002). Rational fictions: Central bank independence and the social logic of delegation. *West European Politics*, 25, 47–76.
- Meagher, K. 2013. *Unlocking the Informal Economy: A Literature Review on Linkages between Formal and Informal Economies in Developing Countries*. Wiego Working Paper No 27.
- Moser, C.N. 1978. "Informal Sector or Petty Commodity Production: Dualism or Independence in



আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০২৪

Urban Development.” World Development, Vol. 6.

Murphy, K. 2004. “The role of trust in nurturing compliance: A study of accused tax avoiders”, in Law and Human Behavior. Vol. 28/2. pp.187-209.

Mustafizur, R., Debapriya, B., and, Md. Al-Hasan. 2018. The role of the informal sector in inclusive growth, a state of knowledge study from policy perspectives. Research Report No. 3. Bangladesh Economic Dialogue on Inclusive Growth. Asia Foundation.

North, D. C. 1981. Structure and Change in Economic History. New York: Norton.

North D., C. 1990. Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press. New York.

North, D. 1995 “Five Propositions about Institutional Change,” in Jack Knight and Itai Sened, eds., Explaining Social Institutions. Ann Arbor: University of Michigan Press.

OECD 2010. Understanding and Influencing Taxpayers’ Compliance Behavior. Paris: OECD.

OECD 2013. Government at a Glance. OECD Publishing (preliminary version).

Pfiffner. 2004. Traditional Public Administration versus The New Public Management: Accountability versus Efficiency. George Mason University.

Pierson, P. 2000. “Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics” American Political Science Review.

Pierson, P. 2004. Politics in Time. Princeton University Press.

Polanyi, K. 1944. The Great Transformation. Boston: Beacon Press.

Ponsaers, p., Shapland, j., and Williams, Colins, C. 2008. Does the informal economy link to organized crime? International Journal of Social Economics. Vol. 35 No. 9, pp. 644-650. Emerald Group Publishing Limited. 0306-8293. DOI 10.1108/03068290810896262.

Portes, A., M. Castells, and L.A. Benton, eds. 1989. The Informal Economy: Studies in Advanced and Less Developed Countries. Baltimore, MD, USA: John Hopkins University Press.

Regini, M. 1999. Between De-regulation and Social Pacts. The Responses of European Capitalism. New York, & Frankfurt am Main, Germany: Campus.

Reuters Business News. 2016. Property rights for world’s poor could unlock trillions in ‘dead capital’: economist. August 1, 2016/10.15 AM.

Rittel, H.W.J. (1988), The Reasoning of Designers, Institut fur Grundlagen der Planung, Stuttgart.

Rodrik, D. 1997. Has Globalization Gone Too Far? Washington, DC: Institute for International Economics.

Ruggiero, V. 1996. Organized and Corporate Crime in Europe: Offers That Can’t Be Refused, Aldershot: Dartmouth.

Ruggiero, V. 2017. Organized Crime and Terrorist Networks: Literature Exploration and Open Access Bibliography. 10.13140/RG.2.2.34510.66885.

Schwab, K. 2016. The Fourth Industrial Revolution. Geneva: World Economic Forum.

Schneider, F., and Enste, D. H. 2000. Shadow Economies: Size, Causes, and Consequences. Journal of Economic Literature Vol. XXXVIII (March 2000) pp. 77-114.



- Sethuraman, S.V. 1976. "The Urban Informal Sector: Concept, Measurement and Policy." International Labour Review, Vol. 114, No. 1.
- Smith, A. 1846. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.
- Standing, G. 1999. Global Labour Flexibility: Seeking Distributive Justice. New York: St. Martin's Press.
- Sullivan, C., and Smith, E. 2011. trade-based money laundering: Risks and regulatory responses. Canberra: Australian Institute of Criminology.
- Tanzi, A. 2002. The Shadow Economy, Its Causes and Its Consequences.
- Thaler, R.H. and C. R. Sunstein. 2008. Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness. Yale University Press.
- Thelen, K. 2003. "How Institutions Evolve," in James Mahoney and Dietrich Rueschemeyer, eds., Comparative Historical Analysis in the Social Sciences. Cambridge University Press.
- Thelen, K. 2004. How Institutions Evolve: The Political Economy of Skills in Germany, Britain, the United States, and Japan, Cambridge: Cambridge University Press.
- Tokman, V. 1984. "Wages and Employment in International Recessions: Recent Latin American Experience." Working Paper #11 of The Helen Kellogg Institute for International Studies.
- Tuesday, et al. 2015. Organized crime: A cross-cutting threat to sustainable development. Geneva: Global Initiative Against Transnational Organized Crime.
- Tupman, B. 2015. What does the way crime was organised yesterday tell us about the way crime is organized today and will be tomorrow? Journal of Money Laundering Control, 18(2): 220-233.
- UN General Assembly. 2015 Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. A/RES/70/1.
- UNODC. 2011. Estimating illicit financial flows resulting from drug trafficking and other transnational organized crimes. Vienna. Accessed 4 October 2019.
- Wagener, C. 2012. "Public sector innovation: Value creation or value loss?", in LlinE. Life-long Learning in Europe, Issue 4.
- Wiener, J.B. et al. eds. The Reality of Precaution: Comparing Risk Regulation in the United States and Europe. RFF Press.
- World Bank. 2017 (a). The World Bank Group's response to illicit financial flows: A stocktaking, Washington DC:
- World Bank. 2017 (b). Illicit financial flows, in World Development Report2 017, Washington DC: World Bank Group, 2017.
- Yeung, J., C., Y. 2016. Organised crime as a threat to national security: an analysis of the 'Crime-Terror' nexus.
- Yousefi, et al. 2018. The impact made on project portfolio optimisation by the selection of various risk measures. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics. 29(2), 168-175.



আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস
২০২৪



EXTENSION OF BANGLADESH CUSTOMS-WATERS IMPLICATIONS FOR CUSTOMS

Mohammad Abu Yusuf ¹

Member, 15th BCS (Customs and VAT) Cadre

Additional Secretary, Finance Division, Ministry of Finance

Bangladesh won the maritime boundary dispute with Myanmar on March 15, 2012. The country also won another battle in the international court with India² on water area issue on July 8, 2014 and established its sovereign rights over 19,467 square kilometres area in the Bay of Bengal. After the two verdicts by international courts, Bangladesh got its sovereign rights on 118813

¹ Dr. Mohammad Abu Yusuf is a member of 15th BCS (Customs and VAT Cadre). Currently, he is an Additional Secretary, Finance Division, Ministry of Finance.

² In the long-standing India-Bangladesh Maritime boundary dispute, a Hague-based international court has given verdict awarding Bangladesh with 19467 square km area of the disputed 25,602 sq km in the Bay of Bengal.



Bangladesh won the maritime boundary dispute with Myanmar on March 15, 2012. The country also won another battle in the international court with India² on water area issue on July 8, 2014 and established its sovereign rights over 19,467 square kilometres area in the Bay of Bengal. After the two verdicts by international courts, Bangladesh got its sovereign rights on 118813 square kilometers of territorial sea, 200 nautical miles³ (NM) of economic zone and 354 nautical miles, from Chattogram coastal area, of the underwater resources at sea. Following the increase in sovereign rights on territorial waters, "*Bangladesh customs-waters*" was extended up to twenty-four (24) nautical miles from previous twelve (12) nautical miles from the appropriate base line on the coast of Bangladesh by Finance Act, 2021. [S. 2(bb)] of the Customs Act 1969. This definition was subsequently incorporated in s. 2(35) in the কাস্টমস আইন, ২০২৩). It is to be noted that the 24 NM of contiguous zone (customs waters⁴) were agreed upon during UNCLOS⁵ III (Vrancken, 2011). UNCLOS seeks to balance two crucial, yet conflicting, principles: freedom of the seas and State sovereignty (Black, 2019 p.357). India extends its customs water up to 24 NM in 1978 while the same is up to 112 NM in the USA and up to 24 NM in England and Russia (NBR, 2020). Unlike the territorial sea, the contiguous zone (customs- waters) only gives jurisdiction to a State/country on the ocean's surface and floor. It does not provide air and space rights. (U.S. Department of the Navy (1989).

SIGNIFICANCE AND IMPLICATIONS

The significance of Bangladesh customs-waters is that the Customs Officer has powers to both prevent and punish infringement of customs laws. Persons found on board smuggling or attempting to smuggle, and their accomplices shall be subject to fine/imprisonment and goods shall be liable for confiscation. Customs authority need to be there in Bangladesh customs-waters to challenge such smuggling/smugglers' illegal activities. The authority

³ Customs-waters and territorial waters are not the same. Customs waters: 24 Nautical miles; territorial waters: 12 NM

⁴ The waters that stretch into the sea up to a certain limit known as the contiguous zone. This also includes any bay, gulf, harbor, creek or tidal river.

⁵ UNCLOS stands for United Nations Convention on the Law of the Sea.



আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস

২০২৪

to prevent smuggling/contravention of customs law thus empowers customs to stop and search any vessel; to confiscate a vessel concealing goods; to search any person on board any vessel, and to confiscate goods in these waters for violations of Customs Act.

The following are some of the implications of the extension of Bangladesh customs-waters from 12 to 24 NM.

1. Customs authority has gained legal rights of supervision and monitoring (customs law enforcement authorities) in the extended area of Customs Waters in order to check smuggling or to check entrance of illegal ships or illegal plying of water vessels. The extension of the customs waters provides customs authority with the ability to conduct engagement with suspect vessels, and interdiction of vessels in time to prevent their escape.

2. With the extension of the customs-waters from 12 to 24 NM, the Government now has the right to both prevent and punish infringement of fiscal, immigration, sanitary and customs laws within the contiguous zone. In other words, Government is also entitled to exercise the control necessary to prevent and punish infringements of its customs, fiscal, immigration, and sanitary laws where those infringements would, or did, occur in its contiguous zone (customs-waters) (GoB,1974)

In other words, if any person contravenes or attempts to contravene the Customs Act/import-export related issues, fiscal (such as illegal trading of dollars/foreign currency in violation of Foreign Exchange Regulations Act 1947), immigration (illegal entry) or sanitary laws (e.g., violation of health regulations such as forcible entry of vessels with passengers having plague/contagious disease in the customs waters, pollution from ships in relation to sanitation purposes in the contiguous zone to prevent sanitation violation) in the customs waters (contiguous Zone) or enters Bangladesh by committing an offence in the Contiguous Zone, it shall be an offence. Bangladesh Navy or Bangladesh Coast Guard is the authority to intercept or prevent such offences in the customs waters (Contiguous Zone). And this offence shall be punishable under s. 18 of the Territorial Waters and Maritime Zones Act 1974 as amended

by Territorial Waters and Maritime Zones (Amendment) Act, 2021. In taking actions against the offences, the legislation (s.28) provides authority to Bangladesh Navy or Bangladesh Coast Guard to arrest of any person; it also provides for the investigation the offences under the aforesaid Act.

COMPETENT COURT OF TRIAL

In the case of offences committed in the Customs Waters (in contiguous zone), the offences will be tried/disposed of and punished by the Maritime Tribunal. The offences and punishments are shown in Table-1.

Offence in Contiguous Zone (i.e., in Customs Waters)	Punishment	Court/Trial Authority
Contravenes or Attempts to Contravene Customs Law	Imprisonment: Minimum 2 years, maximum 7 years (2-7 years) OR With fine which shall not be less than taka 10 (ten) crore and may extend to taka 35 crore OR with both	Maritime Tribunal u/s 27
Contravenes or Attempts to Contravene Fiscal Law	Do	Maritime Tribunal
Contravenes or Attempts to Contravene immigration Law	Do	Maritime Tribunal
Contravenes or Attempts to Contravene Sanitary Laws ⁶	Do	Maritime Tribunal

Table 1: Offences and Punishment

(Source: S. 18 Territorial Waters and Maritime Zones Act 1974)

⁶ Declaration has to be there that the export product is fit for human consumption. A Sanitary Certificate (A Certificate of Free Sale) of the product issued by the State Authority (Agriculture or Health) has to accompany the product-it certifies that the product is fit for human consumption and complies with the Sanitary Regulations of the Country (Bangladesh).



আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস
২০২৪

The aforesaid offences and punishments are consistent with Section 33 of the UNCLOS. Bangladesh is a signatory to the UNCLOS (ratified by 168 nations) and ratified UNCLOS on 27 July 2001 (Interview with Rear Admiral Retd. Khurshed Alam, 2024)

However, until the establishment of Maritime Tribunal under Sec. 27 of the Territorial Waters and Maritime Zones Act 1974 Act, any District Judge or Additional District Judge of any district may be assigned by the Government to perform the duties of the Maritime Tribunal, in addition to his own duties (Sec. 27, Territorial Waters and Maritime Zones Act 1974 as amended by Territorial Waters and Maritime Zones (Amendment) Act, 2021.

RULES TO DETAIL AUTHORITY TO EXERCISE POWERS AND TAKE MEASURES:

The authority to exercise the powers (i.e., prevent or punish the contravention of and attempt to contravene) and the modus operandi of taking measures is expected to be detailed in the rules to be framed under the authority of section 4 of the law.



*Interview with Rear Admiral
(Retd) Khurshed Alam,
02 January, 2024*

The customs offences have to be dealt with by the Customs department while the offences regarding immigration may be dealt with under the respective Law of the concerned department. In other words, the rules to be framed by the Government (may be Ministry of Foreign Affairs in this case) will have provisions to allow the concerned department to deal with their issues. For example, if there is a case of duty tax evasion or smuggling of any commodity in violation of The customs

Act, and Bangladesh Navy or Coast guard seized any goods, the goods have to be handed over to the customs authority for adjudication under the Customs Act, and/or then bring the case before the competent court for punishment i.e., Maritime Tribunal under section 27. Similarly, if a foreign vessel is engaged in loading or unloading of any currency contrary to the fiscal (FE Act 1947) law of Bangladesh, the issue may be handed over to the Bangladesh Bank for taking necessary legal action.

STEPS NEEDED BY THE CUSTOMS DEPARTMENT:

It appears necessary for the customs department to increase its logistics and skills for customs enforcement with a view preventing and punishing contraventions of customs law/customs and fiscal offence in extended customs-waters. In particular, customs officials needed to know the legal authority in the new jurisdictions as enshrined in the Territorial Waters and Maritime Zones Act 1974. Although Bangladesh Navy or Bangladesh Coastguard enjoy authority to arrest any person and to investigate offences under this Act (i.e., among others, in the customs-waters), the vessels are subject to searches and goods are subject to examinations only by customs authority.

Chittagong Customs House has two ships named “সমীক্ষা ও সফেন”. These ships remain inoperative and needs complete overhauling/renovation (discussion with Member VAT Policy on 14 Jan, 2024). Mongla Customs House also has a ship named “অপরাজিতা”, which also remains inoperative at the moment and awaits repairing/renovation (discussion with Mr. Syed Ahmmed Rubel, DC, on 15 Jan 2024). Compared with other peer countries, customs department in Bangladesh lacks logistics facilities in some functional areas. An example will suffice. At a particular point in time in 2019, 17 customs boats were seen at Ha Long Bay in Viet Nam. This number would be more if inventories of all the boats/ships of Viet Nam Customs were taken into account. (Discussion with Mr. Md. Masud Sadiq, Member: Customs Policy, 14 Jan, 2024).



আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০২৪

Indian customs also deploys Customs Marine Vessels to conduct Sea Patrolling per vessel at different times of the day so that there is always an element of surprise (Union Govt of India, 2017, p.36). The NBR/Bangladesh Customs may therefore need to have its own enforcement mechanism; The authority may also need to organize/procure logistics/Customs Marine Vessels/boat and radio frequency etc. for customs patrolling in extended Customs-waters and adjacent areas of sea ports. It seems also necessary to enact an SRO/ rule concerning *modus operandi* of customs enforcement/supervision in customs-waters.

CONCLUSION:

It is vital for officials of the immigration, customs, fiscal and sanitation department to be aware about the authority and mandate they can exercise in the re-defined customs waters (i.e., in contiguous zone as Bangladesh customs waters extend up to contiguous zone). A clear idea about the authority and measures that maritime law allows Bangladesh to exercise in its extended customs-waters (contiguous zone) the control necessary to: (a) prevent contravention of its customs, fiscal, immigration or sanitary laws and regulations within its territory or territorial sea; and (b) punish infringement of the aforesaid laws and regulations committed within its customs waters. Without a clear knowledge about the implications of extended customs waters, and needed capacity, the change in the definition of "customs-waters" may not bring intended outcome.

ACKNOWLEDGEMENT:

The author expresses his deep appreciation and gratitude to Rear Admiral Md. Khurshed Alam (Retd), Secretary, Head of Maritime Affairs Unit, Ministry of Foreign Affairs, Govt of Bangladesh; Mr. Masud Sadiq, Member (Customs Policy); Ms. Zakia Sultana, Member (VAT Policy: NBR), Mr. Shahidul Islam (1st Secretary: International Trade), NBR and Mr. Syed Ahmmmed Rubel, DC, Mongla Customs House for their valuable inputs

Reference:

Alam, K. (2024). Interview with Rear Admiral Khurshid Alam, 02 January, 2024).

Black, J.A. I(2019). A New Custom Thickens: Increased Coastal State Jurisdiction Within Sovereign Waters, D.P.O' Connell, the International Law of the Sea, 734

GoB (1974). Territorial Waters and Maritime Zones Act, 1974 as amended vide Territorial Waters and Maritime Zones (Amendment) Act, 2021. S. 4

Mala, D.A. (2021). Customs Act Amendment: Bangladesh's customs waters double, The Financial Express, June 09

National Board of Revenue-NBR (2020). সমুদ্র অর্থনীতি (ক্ল ইকোনমি) জোরদারকরণে কাস্টমস এর ভূমিকা ও করণীয় বিষয়ে গঠিত কমিটির অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন, (নথি নং ঢাকা উত্তর/কাস/৫(২০)০১/ ক্ল ইকোনমি/পত্রালাপ/২০২০/১০০৪ তারিখ ০৭/০৬/২০২০

U.S. Department of the Navy (1989) Annotated Supplement for the Commander's Handbook on the Law of Naval Operations, NWP 9 (Rev. A)/ FMFM 1-10), paras. 1.5.1 & 2.4.1 (1989) accessed via <https://sites.tufts.edu/lawofthesea/chapter-two/> on 08 January 2024

Union Govt of India, (Department of Revenue-Customs) Compliance Audit (2017). Report of the Comptroller and Auditor General of India, Report no. 1 https://saiindia.gov.in/webroot/uploads/download_audit_report/2017/Union_Government_Report_1_of_2017_Revenue_Customs.pdf accessed on 16 Jan.2024

Vrancken, P. H. (2011). Contiguous Zone And Maritime Cultural Zone, Chapter Six. p. 157-176m in: South Africa and the Law of the Sea, Brill | Nijhoff



আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস
২০২৪



PARTNERSHIP IN CUSTOMS (TRADITIONAL & NEW)

Mirza Shahiduzzaman

*Additional Commissioner, Customs, Excise and VAT Commissionerate
Dhaka (East), Dhaka*

Partnership refers to the state of being a partner or partners. Partner is one associated with another specially in an action. So, Partnership in Customs is to accomplish its activities by correlating each/every partner action to achieve a common goal.

Traditional Partnership:

A partnership will be implied by the law when two or more entities are in a business relationship together with the view to making a profit.

New Partnership:

A new partner in partnership means the old partnership will have to be dissolved and reformed. The new partnership helps redefine the arrangement



between the new partner and the old partner.

Purpose of Partnership:

The purpose of partnership arrangement (or partnership contract) is to establish a business enterprise through a legally binding contract between two or more individuals or other legal entities. This partnership agreement designates the rights and responsibilities of each partner or entity involved.

Advantages of Partnership:

Partnership helps to gain shared experience, expertise and knowledge. A good partnership will help two parties bridge the gap that exists in their solo operation. It offers a different perspective than what you currently have to be able to tackle problems in a new way.

Moreover, it has the following benefits:

1. Two heads or more are better than one
2. Business is easy to establish and start up costs are low
3. More capital is available for the business
4. Having greater borrowing capacity
5. Less difficult to face upcoming challenges or adversaries

Principal Activities of Customs:

Globally it is deeply involved in designing and implementing policies that integrate measures, which help ensure supply chain security, combat counterfeiting, promote trade and development as well as guarantee efficient collection of Customs revenue.

What if there was no Customs/International trade:

We would have limited access to goods and services from other countries leading to a decrease in variety and choice. Without international trade, the cost of goods and services would likely increase, as a result they would need to be produced domestically leading to higher prices for consumers.



আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস

২০২৪

Tackling Coronavirous (Covid -19) contributing to a Global Effort:

International trade plunged in 2020 but recovered sharply in 2021. While total trade flows are now comfortably above pre- pandemic levels, trade impacts across specific goods, services and trade partners are highly diverse, creating pressures on specific sectors and supply chains. The changes in the trade structure caused by the Covid-19 pandemic in a single year was of a similar magnitude to changes otherwise typically seen over 4-5 years. Substantial imbalances across trade partners and products remained at the end of 2021, and not all of the accumulated losses from the earlier steep declines were recuperated. The heterogeneity of trade impacts and changes in trade flows across products, sources and destinations signifies high uncertainty and adjustment costs, and implies additional incentives for consumers, firms and governments to adopt new or to intensify existing risk mitigation strategies. These factors contributed to big shifts and uncertainty in global trade.

Customs has very important role to play in Airports, Sea ports and land ports having bordering countries. There is a wide scope to engage various traditional and new agencies to earn legitimate import/export duties and combat smuggling as well as cross border anti state activities.

Fraudulence is a common practice in Customs import/export course of action. AI (artificial intelligence) can be used to get the accurate data to eliminate this malpractice causing huge government revenue earning damages. Many people fear the impact of unemployment due to the use of AI (artificial intelligence), but study says it will affect positively as earlier use of Computers did no harm to us rather it manifolded productivity.

New challenges and activities of International Customs:

It involves:

1. The consolidation of next generation network (NGN) with a focus on the challenges related to the fight against corruption and the promotion of integrity in Customs.



2. Focusing on an assessment of the NGN activities of the NGN in 2023 and the establishment of the road map for 2024.
3. NGN 2023 action plan, in particular a conversation on data management and integrity surveys relating to gender equality and diversity.
4. Implementation of the human resources modernization project and finally the delivery of an A-CPI program training module "Applying the Revised Arusha Declaration on a daily basis.
5. Need for high level of commitment and capacity building activities to ensure diversity and intergenerational dialog as well as to address the challenges related to the fight against corruption and the promotion of integrity.

Partners:

World Customs Organization (WCO) has three sources of traditional partners. These are:

1. UN agencies ,like UNCTAD (united nations conference for trade and development),
2. Intergovernmental organizations, like WTO(World trade organization), and
3. International cooperation, like EU(European union).

WCO has it's own strategies to achieve it's desired goals with a view to sustain as a successful organization with competence. WCO has widespread responsibilities ranging from trade facilitation to border security management to ensure seamless trade. Most of the offices performing Customs formalities are digitalized worldwide. To meet the prerequisites of digitalization all the offices need to be digitalized and interconnected. This is because the concept of National single window (NSW) has been implemented in most of the countries although our Bangladesh is lagging to some extent till now. But we have successfully implemented Asycuda World system for Customs which is integrated with IVas ++ software (integrated vat administration system) to interchange the data/statistics of Customs and VAT (Value added tax). This integration facilitates trade and data transfer quickly with ease of doing business. Delivery of goods speed up and monetary losses at the landing site/ port is minimal and a hassle free business environment is ensured.



আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস

২০২৪

The Vital Roles of Customs Administration are:

1. Protection of revenue
2. Facilitation of trade
3. Safeguarding society through border control and
4. Provision of import and export data.

To attain these above-mentioned purposes more particularly to perform in a parallel pace with current global trade practices Customs has to accommodate both traditional and new partners spontaneously, otherwise WCO as an international trade organization also called the voice of the international Customs community, is supposed to subside, resulting a question mark on its effectiveness. But it cannot be, the century old purpose of Customs as a department will flourish to a far more margin, it will be a source of pride for all the Customs officials all over the world.

Reference:

No specific reference. The writer has used his own previous experience and collected evidences from various available sources at random.

You can reach the writer of this article by mailing at: mirzacustoms@gmail.com



STRENGTHENING THE COMBAT AGAINST MONEY LAUNDERING: A COMPREHENSIVE APPROACH IN BANGLADESH

Md Shamsul Arafin Khan

Joint Director, Customs Intelligence and Investigation Directorate

Introduction:

Money laundering, a multifaceted criminal activity encompassing illegal earnings, cross-border money movements, and the transformation of illicit funds into ostensibly legitimate assets, poses a significant challenge to global financial systems. As mentioned by Mia and Supian (2023), Money laundering remains a dynamic and sophisticated criminal activity, with perpetrators consistently employing innovative techniques to exploit the financial system in order to squander funds. Therefore, authorized agencies face formidable obstacles in their fight against money laundering (Muhammad Ali Miah and Kamisah Supian n.d.). This paper delves into the intricacies of money laundering, the stages of the inquiry and investigation under Money Laundering



আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস
২০২৪

Prevention Act (MLPA) 2012 and MLPR 2019, the role of various forums, challenges encountered by various agencies including Customs Intelligence and Investigation Directorate (CIID), and proposes recommendations for a more robust and efficient anti-money laundering (AML) framework in Bangladesh.

Understanding the Consequences of Money Laundering:

Money laundering involves a tripartite process - placement, layering, and integration. The funds acquired through illegal means are first placed into the financial system, followed by layering, where the money's origin is obscured through complex transactions, and finally, integration, where laundered funds are reintroduced into the economy as seemingly legitimate assets. The act of money laundering in Bangladesh has significant repercussions. It gradually wears away the amount of money the government collects in taxes, increasing both the expense and difficulty of collecting taxes. This illegal conduct poses a threat to the country's standing in the international community, causing economic instability and impeding foreign investments. The integrity of the financial system is compromised when financial institutions unknowingly get involved in money laundering activities, leading to its degeneration. The Financial Services industry, weighed down by the expenses associated with regulatory compliance, have a negative impact on the cost of living. In addition, money laundering leads to a lack of cash, which in turn causes bank runs that pose a threat to the stability of financial institutions and tarnish their reputations. This further worsens the negative effect on Bangladesh's economic well-being (Laila Ferdousy 2022:384-86).

Stages of the Probe is followed by CIID:

Upon receiving a complaint about money laundering inside the Directorate of Customs Intelligence and Investigation (CIID), it is then brought to the Scrutiny Committee. According to the Prevention of Money Laundering Rules 2019, the Scrutiny Committee is formed by the officials of CIID. If there is clear and apparent proof of a crime in the submitted complaint, the Chief of CIID (DG) grants authorization to an inquiry into money laundering. Upon receiving the aforementioned consent, an Inquiry Officer is appointed. The officer concluded the inquiry within the legally mandated timeframe and submitted

a report documenting the indicators of money laundering. However, if no components of criminal activity is discovered, the complaint is dismissed. Prior to launching the lawsuit, it is necessary to get approval from the National Board of Revenue, based on the report indicating components in money laundering.

During the approval procedure, the Member, National Board of Revenue, recommends to file a case in an agreed meeting. Subsequently, it must be approved by the High-up of the National Board of Revenue. Subsequently, the case is submitted to the court, initiating a comprehensive investigation. The investigative procedure involves gathering all relevant and persuasive evidence, which is then submitted to the court as a statement of charges. If there is insufficient convincing evidence and conclusive supporting evidence, the case will not be upheld throughout the prosecution procedure. Under such circumstances, FRT is provided. On the other hand if the judge reaches a conclusion based on the supporting evidence, the case is then concluded and the accused may face penalties according to the verdict. However, the investigations are hindered by the authorities' inability to provide in court the necessary documentation from the relevant nations to support their claims of illicit money transfers. Legal experts attribute this state of things to the inability and inadequate training of the personnel involved. Therefore, despite a great number of agencies, their ability to effectively combat money laundering is limited. Meanwhile, those engaged in money laundering are evading punishment (Asaduzzaman 2023).

Various Forums and Entities Involved in countering Money Laundering:

Bangladesh has implemented a comprehensive framework to address money laundering, which includes the establishment of many institutions and forums specifically focused on preventing and investigating such crimes. Currently, six law enforcement agencies including Anti-corruption Commission, CID, BSEC, NBR, Bangladesh Customs (CIID), Narcotics Control Department, Environment Directorate are actively conducting inquiries and investigations into 27 predicate offences that are connected to money laundering. The coordination efforts are directed by two influential task forces: the Central



আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস
২০২৪

Task Force, managed by the Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU), and the Stolen Asset Recovery Task Force, headed by the Attorney General of Bangladesh.

The National Coordination Committee (NCC), led by the honorable Finance Minister of Bangladesh, is responsible for overseeing the Money Laundering Prevention Rules at the national level. The committee, which is consisting of 15 members from diverse government entities, is tasked with developing vital national policies to combat money laundering and the funding of terrorist operations. The NCC facilitates the enforcement of these policies by issuing directives to relevant agencies, facilitating coordination among several ministries, and evaluating Bangladesh's adherence to global benchmarks. Furthermore, it assesses the yearly operations of the BFIU, investigative agencies, and regulatory authorities.

Likewise, the NCC is backed by the Working Committee (WC), which functions under its jurisdiction. The WC is responsible for formulating and disclosing measures to combat money laundering and terrorist financing, supervising the activities of government departments and agencies, promoting collaboration and information exchange, and implementing action plans in accordance with NCC policy. Both the NCC and WC are required to have meetings at least three times a year to maintain efficient cooperation, assess operations, and make well-informed choices in the continuing battle against money laundering and terrorist funding. This system prioritizes the synchronization, development of policies, and assessment to maintain and enforce both national and international benchmarks in the prevention of financial crimes.

Challenges Faced in combatting Money Laundering:

The resolution of money laundering investigations encounters substantial obstacles stemming from several institutional deficiencies. An important obstacle is the lack of competence among law enforcement officials, which is made worse by a shortage of sophisticated technology, intelligence, and surveillance equipment. The effectiveness of investigations is also impeded by a scarcity of sufficiently skilled professionals, obstructing the pursuit of intricate financial offences. In addition, the lengthy legal procedure exacerbates the

situation, since merely 56 out of 752 cases have been resolved in the last 20 years, highlighting the slow speed of judicial processes. The absence of a prompt conclusion not only extends the time it takes to achieve justice but also enables prospective wrongdoers to avoid being held accountable.

According to the GFI Report 2017, transnational crimes such as drug, weapons, human, and wildlife trafficking have the highest retail value and are also responsible for money laundering (Channing May 2017:xi) . However, the number of cases connected to these crimes is the lowest.

Due to the prevalent use of 'hundi' in most transactions, it is sometimes difficult to prosecute instances under the money laundering statute due to the absence of witnesses and evidence. Investigative organizations are likewise experiencing a scarcity of skilled personnel (Prothom Alo 2023).

Submitting a Mutual Legal Assistance Request (MLAR) for money laundering cases in Bangladesh is impeded by multiple obstacles. Additionally, certain Bangladeshi individuals engaged in illicit financial activities also possess substantial business entities in Singapore, Dubai, Hong Kong, Thailand, the United Kingdom, and the United States. As to the 2019 report from the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), as referenced by Liala Ferdaousi in 2022, it has been observed that Bangladeshis are acquiring homes in Malaysia and Canada to protect their cash held in Swiss banks (Laila Ferdousy 2022:384). While bilateral treaties for Mutual Legal Assistance in Recovery (MLAR) exist with India and South Africa, there is currently no treaty in effect with countries that are destinations for laundered money. This lack of a treaty has resulted in a poor rate of success in MLAR efforts (Mamun Abdullah 2023). Additionally, the collecting of information is made difficult by intricate internal systems, and it is common for delays to occur while obtaining wealth information from Foreign Financial Intelligence Units (FIUs). Regrettably, the feedback received from FIUs are not considered as conclusive evidence, hence intensifying the challenge of constructing legal cases. Moreover, the frequent rotation of investigation personnel hampers the continuity of cases, presenting substantial challenges to the efficacy of money laundering investigations.



Recommendations for a Robust AML Framework:

Firstly, In order to strengthen the attention given to investigations related to money laundering, it is advisable to establish a dedicated wing. This unit, which operates solely under the National Board of Revenue (NBR), will focus on creating specialized knowledge and techniques to effectively tackle the intricacies of financial crimes.

Secondly, Efficient retrieval of information is crucial, and to achieve this, it is imperative to establish partnerships with important organizations like Bangladesh Bank, NGO Affairs Bureau, and Microcredit Regulatory Authority. These collaborations will provide prompt access to the bank accounts of persons under suspicion and their associates. Efficient and prompt investigations rely heavily on this expedited access to financial information.

Thirdly, Measures should be taken to speed the gathering of vital data, such as land information via sub-registry offices, and improving accessibility to the Savings Certificate Directorate. These steps will enhance the comprehension of financial transactions and assets in a more complete manner.

Furthermore, Employing the immigration database may assist in monitoring travel records, enabling authorities to enforce limitations on overseas journeys by persons engaged in dubious financial transactions. Implementing this proactive strategy may effectively deter prospective money launderers from evading investigation.

On top of that it is important to foster cooperation among law enforcement entities, such as the police. Creating efficient routes for information exchange and intelligence sharing would enable various authorities to collaborate effectively, combining resources and expertise to combat money laundering.

Finally, A comprehensive change is necessary, which should include the use of extensive investigation methodologies, advanced technical systems, and worker education. This extensive revamp will guarantee a more flexible and efficient reaction to the changing characteristics of financial offences, bolstering the country's capacity to fight money laundering.

Conclusion:

To effectively prevent money laundering, it is necessary to adopt a holistic strategy that is in line with the theme "Customs Engaging Tradition and New Partners with Purpose." The creation of a specialized division, as a component of legal and procedural improvements, demonstrates a dedication to updating conventional investigation methods. Efficiently facilitating access to vital information demonstrates a deliberate partnership with organizations such as Bangladesh Bank, NGO Affairs Bureau, and Microcredit Regulatory Authority. Furthermore, promoting collaboration among law enforcement agencies is in line with the topic, highlighting the significance of using both conventional and innovative partners. These actions jointly strengthen Bangladesh's dedication to openness, accountability, and the integrity of its financial system in relation to the larger context of the Customs Day subject.

Reference:

Asaduzzaman. 2023. "Investigations into Money Laundering Cases Drag On." Prothomalo. Retrieved December 16, 2023 (<https://en.prothomalo.com/bangladesh/crime-and-law/rw0oqq2ppk>).

Channing May. 2017. Transnational Crime and the Developing World. Global Financial Integrity.

Laila Ferdousy. 2022. "Consequences of Money Laundering and Persisting Losses of the Country: A Reference of Bangladesh." Saudi Journal of Economics and Finance 6(11):378-87. doi: [10.36348/sjef.2022.v06i11.003](https://doi.org/10.36348/sjef.2022.v06i11.003).

Muhammad Ali Miah and Kamisah Supian. n.d. "Role and Challenges of Authorise Agencies in Combating Money Laundering in Bangladesh: A Conceptual Study." (Vol. 6 No. 1 (2023)). doi: <https://doi.org/10.46545/aijefr.v6i1.289>.

Prothom Alo. 2023. "Money Laundering Case and the Investigating Agency's Passive Role." Prothomalo. Retrieved December 16, 2023 (<https://en.prothomalo.com/opinion/editorial/va2ywwqlfo>).



আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস

২০২৪



খুলনা কমিশনারেটের নব নির্মিত অবকাঠামোর অনবদ্য নির্মাণশৈলী

সংকলনে: কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, খুলনা

১৯৭২ সালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গঠনের পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশের যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে তার নেপথ্যে উন্নয়নের অক্সিজেন রাজস্ব সরবরাহের মাধ্যমে প্রধান দায়িত্ব পালন করে আসছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। একটি দেশের প্রধান চালিকা শক্তি হলো সে দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদ। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড রাজস্ব আহরণের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদকে আরও সমৃদ্ধশালী করেছে। বিগত কয়েক বছরে দেশের বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এর বাস্তব প্রমাণ। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বর্তমান চেয়ারম্যান জনাব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম মহোদয়ের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, রাজস্ব আদায়ে অভিনব কৌশল ও দূরদৃষ্টির ফলে রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্র প্রসারিত হচ্ছে। একইসাথে রাজস্ব আয় বেড়েছে বহুগুণ। দেশের উন্নয়নে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অতি গুরুত্বপূর্ণ অবদানের বিষয়টি তিনি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে অনুধাবন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি রাজস্ব বোর্ডকে একটি টেকসই, আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভৌত অবকাঠামোগত বিভিন্ন উন্নয়নে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতার কারণে খুলনা কমিশনারেটের আওতাভুক্ত শেখবাড়িয়া (আংটিহার) শুল্ক স্টেশন এর অফিস ভবন এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

ভোমরা শুল্ক স্টেশন, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগীয় দপ্তর, সাতক্ষীরা এর অফিস ভবন, আবাসিক ভবন, কেমিক্যাল গোডাউনসহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ কাজ এবং ভোমরা স্থল শুল্ক স্টেশনের ভবনসমূহের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে যা উদ্বোধনের জন্য অপেক্ষমাণ। কাস্টমস এক্সাইজ ভ্যাট কমিশনারেট খুলনা এর নতুন ভবন নির্মাণ ও কাস্টমস ও ভ্যাট বিভাগীয় দপ্তর বরিশাল এর অফিস ভবন মেরামতের কার্যক্রম চলমান।

শেখবাড়িয়া (আংটিহারা) এলসি স্টেশন এর ভবন নির্মাণ

শেখবাড়িয়া (আংটিহারা) এলসি স্টেশনটি কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট খুলনা এর অধীক্ষেত্রাধীন খুলনা জেলার কয়রা থানায় অবস্থিত। শেখবাড়িয়া (আংটিহারা) এলসি স্টেশনের জন্য ক্রয়কৃত জমিতে

১৯৭৮ সালে ভবন নির্মাণ কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৮০ সালে তৎকালীন কালেক্টর জনাব মুজিবুর রহমান নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন করেন। ১৯৮৮ সালের প্লাবন এবং ২০০৯ সালের প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় আইলায় এ এলসি স্টেশন এর নামে ক্রয়কৃত জমির অধিকাংশ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ায় এবং নতুন ভবন নির্মাণের প্রয়োজনীয়তায় ২০১১



আংটিহারা শুল্ক ভবন

সালে কমিশনার জনাব এস, এম, হুমায়ূন কবীর স্যারের নির্দেশনায় তৎকালীন যুগ্ম কমিশনার সৈয়দ আতিকুর রহমান এর নেতৃত্বে সহকারী কমিশনার মিজ কামরুন্নাহার একই বছরের শেষের দিকে আংটিহারার ভবনটি সরেজমিন পরিদর্শন করে সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নতুন ভবন নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন। পরবর্তীকালে অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও কাস্টমস এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১.২০ একর জমি কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, খুলনা এর নামে রেজিস্ট্রেশন করা হয়। এ দপ্তরের পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে শেখবাড়িয়া (আংটিহারা) এলসি স্টেশনের জন্য অফিস কাম রেস্ট হাউস ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে গণপূর্ত বিভাগ-২, খুলনা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পূর্ত পরিকল্পনা ও প্রাক্কলন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয় এবং ভবন নির্মাণ কার্যক্রমের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব



আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস

২০২৪

ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বর্তমান চেয়ারম্যান জনাব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম মহোদয়ের নির্দেশনায় ২(দুই) তলা বিশিষ্ট অফিস কাম রেস্ট হাউস ভবন নির্মাণ কাজ শুরু হয়। প্রথম তলায় ৫,১০৬ বর্গফুট আয়তনে রাজস্ব কর্মকর্তার কক্ষ ১টি, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তার কক্ষ ৩টি, উপ-পরিদর্শক কক্ষ ১টি, রেকর্ড রুম ১টি, স্টোর রুম ১টি এবং দ্বিতীয় তলায় ৪,৪১৬ বর্গফুট আয়তনে রাজস্ব কর্মকর্তা কক্ষ ১টি, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা কক্ষ ৩টি, ভিআইপি কক্ষ ২টি, ডাইনিং রুম ১টি, কিচেন রুম ১টি। ভবনটির মোট আয়তন ৯,৫২২ বর্গফুট। কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, খুলনার কমিশনার জনাব মুহম্মদ জাকির হোসেন এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে গণপূর্ত বিভাগ-২, খুলনার মাধ্যমে ৩,৬৬,৮০,০০০.০০(তিন কোটি



ভবন উদ্বোধন



আলোচনা সভা

ছেষট্টি লক্ষ আশি হাজার) টাকা ব্যয়ে ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ হয়। বিগত ০৫/০১/২০২৩ তারিখে আংটিহারা শুল্ক স্টেশনের নবনির্মিত ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম। উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রাক্তন সদস্য ড. আব্দুল মান্নান শিকদার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, খুলনা এর কমিশনার জনাব মুহম্মদ জাকির হোসেন, অতিরিক্ত কমিশনার ম. সফিউজ্জামানসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

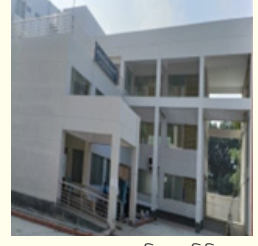
ভোমরা শুল্ক স্টেশন এর ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ

ভোমরা স্থল বন্দর কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, খুলনা এর আওতাধীন সাতক্ষীরা বিভাগীয় দপ্তর এর অধীক্ষেত্রাধীন সাতক্ষীরা সদর উপজেলার আওতাধীন ভোমরা সীমান্তে অবস্থিত। স্থলবন্দরটি রাজধানী হতে ২৮৫ কি. মি. দূরে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে অবস্থিত। স্থলবন্দরের বিপরীতে ভারতীয় অংশে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের চব্বিশ পরগনা জেলার

গোজাডাঙ্গা সীমান্তে এবং কোলকাতা থেকে ৬০ কি. মি. দূরত্বে অবস্থিত এ বন্দর দিয়ে ১৯৯৬ সালে পণ্য আমদানির সূচনা হলেও ১২/০১/২০০২ খ্রিঃ তারিখে স্থল বন্দর ঘোষণা এবং ১৯/০৫/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু হয়।



অফিস ভবন



ব্যাগেজ চেক কাম ক্যামিকেল বিল্ডিং

আমদানি-রপ্তানির পাশাপাশি ভারত বাংলাদেশের মধ্যে যাত্রী যাতায়াতের সুবিধার জন্য ইমিগ্রেশন এর সুব্যবস্থা রয়েছে। “সাতক্ষীরা কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগীয় দপ্তর এবং ভোমরা এলসি স্টেশন নির্মাণ” প্রকল্পের মাধ্যমে ১.০৭ একর জমিতে ২০১৮ সালে অবকাঠামো নির্মাণ কাজ শুরু হয়। প্রকল্পের আওতায় প্রতি তলা ৫,০৮০ বর্গফুট আয়তনের অফিস বিল্ডিং

(৭ তলা), প্রতি তলা ২,৪০০ বর্গফুট আয়তনের ব্যাগেজ চেক কাম কেমিক্যাল বিল্ডিং (৩ তলা), প্রতি তলা ১,৮২০ বর্গফুট আয়তনের ডরমিটরি (৫ তলা), প্রতি তলা ২,৯০০ বর্গফুট আয়তনের রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং (৫ তলা), কমিশনার এর জন্য প্রতি তলা ১,৫০০ বর্গফুট আয়তনের ডুপ্লেক্স বিল্ডিং (২ তলা) ও ৫০ বর্গফুট আয়তনের গার্ড রুমসহ সর্বমোট ৬৯,৪১০



ডুপ্লেক্স বিল্ডিং

বর্গফুট আয়তনের এর কাজ ২০২৩ সালে সম্পন্ন হয়েছে যা বর্তমানে উদ্বোধনের অপেক্ষায় রয়েছে। এ ভবনসমূহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সুবিধাজনক সময়ে উদ্বোধন করা হবে। “সাতক্ষীরা কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগীয় দপ্তর এবং ভোমরা এলসি স্টেশন নির্মাণ” প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৪৪.২৫ কোটি টাকা। প্রকল্পটির সর্বমোট প্রকৃত ব্যয় ৩৭.৬৪ কোটি টাকা। ফলে সরকারের ৬.৬১ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে।



আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস

২০২৪

কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগীয় দপ্তর, সাতক্ষীরা এর ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ

“সাতক্ষীরা কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগীয় দপ্তর এবং ভোমরা এলসি স্টেশন নির্মাণ” প্রকল্পের মাধ্যমে ১.১৪ একর জমিতে সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলায় সাতক্ষীরা বিভাগীয়



অফিস ভবন



আবাসিক ভবন



গোডাউন



আবাসিক ভবন ২

দপ্তর এর অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রম শুরু হয় ২০১৮ সালে। ভবনসমূহের মধ্যে প্রতি তলা ৪,০০০ বর্গফুট আয়তনের ৬ তলা বিশিষ্ট অফিস বিল্ডিং, প্রতি তলা ৪,৬৪০ বর্গফুট আয়তনের ২ তলা বিশিষ্ট গোডাউন, প্রতি তলা ৩,৪৫০ বর্গফুট আয়তনের ১ টি লোড আনলোড শেড, প্রতি তলা ১,৬৩০ ও ১,২২০ বর্গফুট আয়তনের ২ টি ৫ তলা বিশিষ্ট রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং, ৬৫০ বর্গফুট আয়তনের ১ টি জেনারেটর ও সাব স্টেশন বিল্ডিং রয়েছে যার সর্বমোট আয়তন ৫১,৬৩০ বর্গফুট। ভবনসমূহের নির্মাণ কাজ শেষ হয় ২০২৩ সালে। বর্তমানে ভবনসমূহ বিভাগীয় দপ্তর, সাতক্ষীরা এর দাপ্তরিক কার্যক্রম শুরু করার জন্য উদ্বোধনের পর্যায়ে রয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সুবিধাজনক সময়ে এ ভবনসমূহ উদ্বোধন করা হবে।



অফিস ভবন



আবাসিক ভবন ১

কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগ, বরিশাল এর ভৌত অবকাঠামোগত সংস্কার পুনঃনির্মাণ

কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগ, বরিশাল এর ভ্যাট সার্কেল ১,২,৩ বরিশাল এর অফিস এবং



আবাসিক ভবন ২

আবাসিক ভবন সমূহের অবকাঠামো ও স্থাপনা নিয়মিত ভবন মেরামত ও সংস্কার কাজের জন্য বহিষ্ঠুক্তকরণের জন্য কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট হতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগ, বরিশাল এর ভৌত অবকাঠামোগত সংস্কার/পুনঃনির্মাণের লক্ষ্যে গণপূর্ত বিভাগ,

বরিশাল কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলন অনুযায়ী বরাদ্দের প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্যও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে যা বর্তমানে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (আইআরডি) তে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, খুলনার অফিস কাম আবাসিক কমপ্লেক্স নির্মাণে প্রকল্প গ্রহণ

বাংলাদেশ কাস্টমস এর অবকাঠামোগত উন্নয়নে চেয়ারম্যান মহোদয় এর সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা অতুলনীয়। যার সুস্পষ্ট নিদর্শন হলো তাঁর খুলনা অঞ্চলে সফরকালে কাস্টমস এক্সাইজ ও



অফিস ভবন

ভ্যাট কমিশনারেট, খুলনার অফিস ভবনের ভঙ্গুরদশা দেখে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এর আর্থিক সহায়তায় কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম ও কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট ট্রেনিং একাডেমি, চট্টগ্রাম কে আধুনিকায়ন করণের আওতায় আনার লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পের আওতায় বিদ্যমান অফিসসমূহকে সমন্বিত করে

একটি পরিকল্পিত আধুনিক বহুতল বিশিষ্ট অফিস ও আবাসিক কমপ্লেক্স নির্মাণ কার্যক্রমটি অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশনা প্রদান করেন। তৎপ্রেক্ষিতে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত বহুতল বিশিষ্ট অফিস ও আবাসিক কমপ্লেক্স নির্মাণের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরিত পত্রের প্রেক্ষিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি সম্পন্ন করে দুটি পদ্ধতির একটি পদ্ধতি অবলম্বন করে কার্যক্রম সম্পন্ন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। পদ্ধতি দুইটি-



(ক) ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এর আর্থিক সহায়তায় প্রস্তাবিত প্রবর্তী প্রকল্পের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য উল্লিখিত কমপ্লেক্স নির্মাণের ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি সম্পন্ন করা; বা

(খ) সরকারি নিজস্ব অর্থায়নে নির্মাণের লক্ষ্যে পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট (পিডব্লিউডি) এর মাধ্যমে ডিপিপি প্রণয়ন করে প্রকল্প গ্রহণ করা।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনাক্রমে খুলনা শহরের খালিশপুরস্থ ১৮.০১ একর জায়গায় বহুতল বিশিষ্ট অফিস ও আবাসিক কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি/ডিপিপি প্রণয়ন করে “খুলনা কাস্টমস ও ভ্যাট অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প” শিরোনামে প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ্যে গত ১৭/০৫/২০২৩ তারিখে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, খুলনার “রূপসা” সম্মেলন কক্ষে জনাব মুহম্মদ জাকির হোসেন, কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, খুলনা এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় জনাব মুহম্মদ জাকির হোসেন, কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, খুলনা, জনাব মোহাম্মদ নেয়াজুর রহমান, কমিশনার (চঃ দাঃ), মোংলা কাস্টম হাউস, মোংলা, বাগেরহাট, জনাব ড. নাহিদা ফরিদী, কমিশনার (চঃ দাঃ), কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট (আপীল) কমিশনারেট, খুলনা ও জনাব ম. সফিউজ্জামান, অতিরিক্ত কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, খুলনা কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় নিম্নবর্ণিত ভবন/স্থাপনাসমূহ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় (Table 1).



অফিস ভবন (একাংশ)

প্রবর্তীকালে ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি প্রতিবেদনসহ “খুলনা কাস্টমস ও ভ্যাট অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প” শীর্ষক শিরোনামে প্রকল্প গ্রহণের জন্য (ক) ভবিষ্যতে উন্নয়ন সহযোগী কোনো উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক গৃহীতব্য উন্নয়নপুষ্টি প্রকল্পে উক্ত প্রস্তুতকৃত ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি অন্তর্ভুক্ত করে খুলনা কাস্টমস

ও ভ্যাট অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে, অথবা (খ) উক্ত প্রস্তুতকৃত ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি ভিত্তিতে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের মাধ্যমে কনসেপচুয়াল/ডিটেইল ডিজাইন স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতপূর্বক সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাধ্যমে ডিপিপি প্রণয়ন করে “খুলনা কাস্টমস ও ভ্যাট অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প” শীর্ষক শিরোনামে প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে এরূপ প্রস্তাবনাসহ গত ২৬/০৯/২০২৩ তারিখে বর্তমান কমিশনার জনাব সৈয়দ আতিকুর রহমান কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি পত্র সদস্য (শুল্ক ও ভ্যাট প্রশাসন), জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করা হয়। বিগত ১৯/১০/২০২৩ তারিখে কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, খুলনা এর বর্তমান দাপ্তরিক কার্যালয়সহ অন্যান্য স্থাপনাসমূহ পরিত্যক্ত/ব্যবহার অনুপোযোগী ঘোষণার নিমিত্ত ভবনসমূহের সার্ভে রিপোর্টসহ প্রাক্কলন গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতপূর্বক জেলা প্রশাসক,



Table 1

ক্রঃ নং	ভবন/স্থাপনাসমূহের নাম	সংখ্যা
০১	সমন্বিত প্রশাসনিক অফিস ভবন (নিম্নবর্ণিত সুবিধাদিসহ)	০১
	• কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, সদর দপ্তর, খুলনা	
	• কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট (আপীল) কমিশনারেট, খুলনা	
	• কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগ, খুলনা	
	• কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট সার্কেল-০১, খুলনা	
	• কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট সার্কেল-০২, খুলনা	
	• কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট সার্কেল-০৩, খুলনা	
	• শুদ্ধ গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, আঞ্চলিক কার্যালয়, খুলনা	
	• মোংলা কাস্টম হাউসের লিয়াজো অফিস, খুলনা	
	• স্থল শুদ্ধ স্টেশন, খুলনা	
	• ডে-কেয়ার সেন্টার/বেবী ফিডিং কর্নার	
	• সোনালী ব্যাংক	
	• পোস্ট অফিস	
	• কনফারেন্স রুম (বড়)	
	• প্রতি ফ্লোর মিনি কনফারেন্স রুম	
	• প্রশিক্ষণ রুম	
	• মাল্টিপারপাস হল রুম	
	• আইটি সার্ভার রুম	
	• আইটি ইকুইপট ট্রেনিং রুম	
	• কম্পিউটার ল্যাব	
	• ক্যাফেটেরিয়া	
	• লাইব্রেরি	
	• বঙ্গবন্ধু কর্নার	
	• সিকিউরিটি একসেস কন্ট্রোল সিস্টেম/বিল্ডিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (বিএমএস)	
	• প্রয়োজনীয় অন্যান্য সুবিধাদি	



আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস

২০২৪

ক্রঃ নং	ভবন/স্থাপনাসমূহের নাম	সংখ্যা
০২	রেস্ট হাউজ	০১
০৩	অফিসার্স ক্লাব	০১
০৪	কমিশনার বাংলো (ডুপ্লেক্স বিল্ডিং)	০২
০৫	অতিরিক্ত কমিশনার এবং যুগ্ম কমিশনারগণের বাসভবন	০১
০৬	১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাগণের বাসভবন	০১
০৭	২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাগণের বাসভবন	০১
০৮	৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীগণের বাসভবন	০১
০৯	১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাগণের ডরমিটরি	০১
১০	২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাগণের ডরমিটরি	০১
১১	৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীগণের ডরমিটরি	০১
১২	মসজিদ	০১
১৩	ব্যাডমিন্টন কোর্ট	০১
১৪	লন টেনিস কোর্ট	০১
১৫	সুইমিং পুল	০১
১৬	শিশু পার্ক	০১
১৭	খেলার মাঠ	০১
১৮	গাড়ীর গ্যারেজ	০১
১৯	আনসার ব্যারাক	০১
২০	গোডাউন	০১
২১	সাব-স্টেশন, জেনারেটর এবং রিং মেইন ইউনিট (আরএমইউ)	০১
২২	পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন ব্যবস্থা	-
২৩	অভ্যন্তরীণ রাস্তা এবং ওয়াক ওয়ে	-
২৪	সীমানা প্রাচীর	-
২৫	গেইট এবং গেইট হাউজ	০২
২৬	পুকুর এবং ঘাট	০১
২৭	আরবরিকালচার এবং ল্যান্ড স্কেপিং	-



ক্রঃ নং	ভবন/স্থাপনাসমূহের নাম	সংখ্যা
২৮	অগ্নি নির্বাপক স্টেশন	০১
২৯	পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট ও সরবরাহ	০১
৩০	সিসি ক্যামেরাসহ নিরাপত্তা ব্যবস্থা	-
৩১	এমার্জেন্সি মেডিকেল সেন্টার	০১
৩২	জিমনেসিয়াম	০১
৩৩	সুয়ারেজ ড্রিটমেন্ট প্লান্ট	০১

খুলনা ও সভাপতি, জেলা জরাজীর্ণ ভবন/স্থাপনা কনডেমনেশন কমিটি, খুলনা বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে বিষয়টি অনুমোদনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, খুলনার সাবেক কমিশনার জনাব মুহম্মদ জাকির হোসেন কমিশনারেট ভবন নির্মাণের জন্য আনুষঙ্গিক অফিসিয়াল কার্যক্রম সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। বর্তমান কমিশনার জনাব সৈয়দ আতিকুর রহমান এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও একান্ত আগ্রহে ভবন নির্মাণের অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

উন্নত অবকাঠামো একটি দপ্তরের ঐতিহ্য, গৌরব, সম্মান ও ভাবমূর্তির প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। আধুনিক, দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে শুষ্ঠ, স্বাস্থ্যকর ও সুপরিসর দাপ্তরিক পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয় সর্বদা আন্তরিক। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উন্নত আবাসিক সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিত ও মানবল বৃদ্ধিসহ অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ জোরদার হয়। এরূপ দাপ্তরিক পরিবেশ নিশ্চিত করা হলে একদিকে যেমন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজের স্পৃহা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে আধুনিক সুবিধা সম্বলিত অফিস ভবন নির্মাণের ফলে উন্নত মানসম্মত কর্মপরিবেশ সৃজন হয়েছে। অফিস ভবনের পাশাপাশি আবাসিক ভবন নির্মাণের ফলে কাস্টমস শুষ্ঠ ও ভ্যাট আদায় কার্যক্রমের যথাযথ পরিবীক্ষণ ও তদারকি বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধনের পাশাপাশি বাংলাদেশ কাস্টমসকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে খুলনা কমিশনারেটসহ দেশের অন্যান্য কমিশনারেট, বিভাগ ও সার্কেল অফিসের জন্য এ ধরনের অবকাঠামো নির্মাণ অত্যন্ত জরুরি। কমিশনারেট, বিভাগ ও সার্কেল অফিসের এর নিজস্ব ভবন নির্মিত হলে কাস্টমস এর গৌরব আরও সুদৃঢ় ও সুন্দর কর্মপরিবেশ সৃজন হবে। বাংলাদেশ কাস্টমস এর সম্মান বৃদ্ধি পাবে। সম্মানিত করদাতাগণ একটি আধুনিক সুন্দর পরিবেশে উন্নত সেবা গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন। এর ফলে বাংলাদেশ কাস্টমস এর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয় কর্তৃক রাজস্ব বোর্ডকে আধুনিক, সময়োপযোগী ও গতিশীল করার লক্ষ্যে গৃহীত অবকাঠামোগত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাংলাদেশ কাস্টমসকে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যাবে এটা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।



আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস

২০২৪



আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০২৪ এর প্রতিপাদ্য

প্রেক্ষিত কাস্টম হাউস, ঢাকা-এর সংস্কার উদ্যোগ

সংকলন: কাস্টম হাউস, ঢাকা।

কাস্টম হাউস, ঢাকা এর কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য অন্যান্য দপ্তর থেকে ব্যতিক্রম। সংবেদনশীলতা, ঝুঁকি ও বৈচিত্রময় বৈশিষ্ট্যের জন্য উক্ত দপ্তরকে নিরন্তর বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ এর মুখোমুখি হতে হয়। রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম ছাড়াও রপ্তানী, এয়ার এক্সপ্রেস সার্ভিস এর কার্যক্রম ও হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যাত্রীসেবা প্রদান, চোরাচালান প্রতিরোধ, জাতীয় নিরাপত্তা সমুন্নত রাখার পাশাপাশি ব্যাগেজ কন্ট্রোল অনুযায়ী প্রাপ্যতার অতিরিক্ত আটককৃত পণ্য সংশ্লিষ্ট আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ ও উক্ত পণ্যের ব্যবস্থাপনা করতে হয়। এছাড়া বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় ও সহযোগিতার মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে প্রায় সাড়ে চারশত কর্মকর্তা/কর্মচারী এ অফিসে কর্মরত। এ বিশাল জনবলকে যথাযথভাবে পরিচালনা করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ কারণ এ দপ্তরের প্রায় প্রতিটি কর্মকান্ড ঝুঁকিপূর্ণ ও সংবেদনশীল। সার্বিক কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সেবার মানোন্নয়নসহ যথাযথ কর্মপরিবেশ তৈরির জন্য অনেক ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। কাস্টম হাউস, ঢাকা কর্তৃক বিগত অর্থবছরে গৃহীত উন্নয়ন, সংস্কার ও সমন্বয় কার্যক্রমের কিছু চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো:

প্রশাসনিক:

কাস্টম হাউস, ঢাকার সার্বিক কার্যক্রমের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও সুষ্ঠুভাবে রাজস্ব আহরণের কর্মপরিবেশ তৈরির জন্য শুল্ককায়ন টিম, বিভিন্ন শাখা ও অন্যান্য ইউনিট সমূহের সুষ্ঠুভাবে কর্মসম্পাদনের লক্ষ্যে কাস্টম হাউসের ইতিহাসে সর্বপ্রথম ০১/১/২০২২ খ্রি. তারিখে একটি স্থায়ী



আদেশ ১/২০২২ জারী করা হয়। পরবর্তীকালে তা পরিবর্তন করে ২৫/১০/২০২৩ খ্রি. তারিখে এ বিষয়ে নতুন স্থায়ী আদেশ জারী করা হয়। এর ফলে প্রত্যেক ইউনিট/শাখার কর্মকর্তা দায়িত্ব সুনির্দিষ্টকরণের ফলে কাজের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া পণ্য রক্ষণাবেক্ষণ, গুদাম ব্যবস্থাপনা ও পণ্য নিষ্পত্তি কার্যক্রমে গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের জন্য স্থায়ী আদেশ নং: ০২/২০২৩ খ্রি. তারিখ: ১১/০৯/২০২৩ খ্রি. জারি করা হয়।

এ অফিসের কার্যক্রম সহজে আইনানুগভাবে পরিচালনা করার নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা, আদেশ এবং ব্যাখ্যা অনুযায়ী সময়ে সময়ে যে অফিস আদেশসমূহ জারি করা হয়েছে সেসকল আদেশকে একীভূত করে একটি সংগ্রহ সংকলিত গ্রন্থ তৈরি করা হয়েছে এবং তা কর্মকর্তাগণের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

স্টেকহোল্ডারদের সাথে আন্তঃসংযোগ জোরদার: আন্তঃঅফিস যোগাযোগ ও পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদারকরণের জন্য নিয়মিত পুলিশ কাস্টমস কনফারেন্স আয়োজন করা হয়। চোরাচালান প্রতিরোধের অংশ হিসেবে এ দপ্তরকে বিভিন্ন সময়ে ফৌজদারি মামলা করতে হয়। উক্ত মামলা সংশ্লিষ্ট তদন্ত কার্যক্রমে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার প্রয়োজন। এ প্রয়োজন উপলব্ধি করে নিয়মিত একটি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এতে দুই দপ্তরের কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে কমিশনার, কাস্টম হাউস, ঢাকা সভাপতিত্ব করেন এবং পুলিশ উপ-কমিশনার, উত্তরা বিভাগ উপস্থিত থাকেন। এতে তদন্ত কার্যক্রমে গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। তদন্তাধীন মামলার সংখ্যা ১২০ হতে ৮০ তে নামে আসে।

কাস্টম হাউস, ঢাকার অধিক্ষেত্রাধীন এয়ারফ্রেইট ইউনিট এ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। তাদের ব্যবহৃত সিস্টেম Cargospot এর সঙ্গে বাংলাদেশ কাস্টমস এর ব্যবহৃত সিস্টেম ASYCUDA World এর সঙ্গে প্রয়োজনীয় ইন্টিগ্রেশনের জন্য ইতোমধ্যে দুই দপ্তরের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ কার্যক্রম শুরু করেছে। এ বিষয়টি বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর সদস্য (গ্রেড-১) কাস্টমস: নীতি ও আইসিটি মহোদয়কে অনুরোধ জানিয়ে ২৭/১২/২০২৩ খ্রি. তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়। এছাড়া এয়ারফ্রেইট ইউনিট এর পরীক্ষণ কার্যক্রম স্বচ্ছকরণ ও কর্মপরিবেশ উন্নয়নের জন্য এ দপ্তর ও বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সংস্কার করে। বর্তমানে উক্ত স্থানে শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে উন্নয়ন হওয়ায় উভয় দপ্তর উক্ত সংস্কারের সুফল ভোগ করছে।

শূণ্য পদের বিপরীতে নিয়োগ কার্যক্রম: গ্রেড-১২ হতে ২০ পর্যন্ত ৪৮ টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়। উক্ত নিয়োগের ছাড়পত্র ১২/১০/২০২৩ খ্রি. তারিখে পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ১১ টি ক্যাটাগরিতে নিয়োগ প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ৪২,২৮৫ টি আবেদন পড়েছে।

প্রশিক্ষণ: বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, গুরুত্বপূর্ণ এসআরও, এ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড এর বিভিন্ন



আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস

২০২৪

মডিউল, এইচ.এস কোড ও বিমানবন্দরে যাত্রীসেবার মানোন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় ১০০ টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। যাতে প্রশিক্ষিত জনবল দক্ষতার সাথে রাজস্ব আহরণসহ অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারে।

অবকাঠামো উন্নয়ন:

নিজস্ব কাস্টম হাউস নির্মাণের জন্য উদ্যোগ: অবকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত ফিজিবিলিটি স্টাডি ও উন্নয়ন প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ভূমির মালিক বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের নিকট অনাপত্তি এবং উড্ডয়ন নীতিমালার আলোকে উচ্চতা সীমার অনুমতি গ্রহণ করা হয়েছে। Customs Modernization and Infrastructure Development Project (CMID) এর আওতায় সমীক্ষা কার্যক্রম চলাছে। সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর নতুন প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হবে।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাস্টমস হলে যাত্রীসেবার মান উন্নয়নের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতিসহ যুগোপযোগী অবকাঠামো স্থাপন করা হয়েছে। যথাযথ কর্মপরিবেশ সৃষ্টির জন্য রপ্তানি পণ্যের কায়িক পরীক্ষণ ও শুদ্ধায়নকারী কর্মকর্তাগণের জন্য কক্ষ সুসজ্জিতকরণসহ কাস্টম হাউস, ঢাকা এ অভ্যাগতদের অপেক্ষার জন্য একটি আধুনিক ওয়েটিং কক্ষ “কিছুক্ষণ” স্থাপন করা হয়। এছাড়া সি এন্ড এফ এজেন্ট কর্তৃক ডিটিআই এর জন্য ব্যবহৃত কক্ষটি সংস্কার করে কুরিয়ার শুদ্ধায়নের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কাস্টমস লাউঞ্জ তৈরি: যাত্রীসেবার মানোন্নয়ন ও যথাযথভাবে আইনগত কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য গ্রিন চ্যানেল-২ চালু করা হয়। বিমানবন্দরে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের কর্মস্পৃহা বজায় রাখার জন্য ১ জানুয়ারি ২০২৩ হতে ৩ শিফট এর স্থলে ৪ শিফট করা হয় এবং কাস্টমস হলের পুরোনো স্টীলের ডেস্কসমূহ পরিবর্তন করে কাঁচ দিয়ে ঘেরা কিউবিকেল, আধুনিক আসবাবপত্র, ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন ইত্যাদি স্থাপনপূর্বক একটি আধুনিক কাস্টমস হলে রূপান্তর করা হয়। এছাড়া সংশ্লিষ্ট যাত্রীগণের ব্যবহারের জন্য একটি ওয়েটিং লাউঞ্জ নির্মাণ করা হয়। কর্মকর্তাগণের জন্য প্রয়োজনীয় ২৫ টি ওয়াকিটকি সরবরাহ করা হয় এবং ১৬ টি সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া পুরো বিমানবন্দর এলাকায় আধুনিক ২৭০ টি সিসিটিভি স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

কর্মপ্রকৃতি (Business Process) সহজীকরণ:

ইমপোর্ট জেনারেল মেনিফেস্ট সংশোধনীর পরিমাণ হ্রাস: কাস্টম হাউস, ঢাকায় জুলাই ২০২২ মাসে ইমপোর্ট জেনারেল মেনিফেস্ট সংশোধনীর পরিমাণ প্রায় ১৫০০ ছিল; যা বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে কমিয়ে মাসে গড়ে ২০০ এর মধ্যে নামিয়ে আনা হয়েছে। দত্ত আরোপসহ উক্ত প্রক্রিয়াকে কঠিন করার মাধ্যমে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে কৃত এ ধরণের ভুল কমে এসেছে। যা রাজস্ব ঝুঁকি/



রাজস্ব ফাঁকি কমাতে সাহায্য করছে।

শতভাগ অটোমেটেড চালান (A চালান): জালজালিয়াতি প্রতিরোধ করার জন্য iBAS ও সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে ইতোমধ্যে টিআর চালানোর পরিবর্তে শতভাগ A চালান নিশ্চিত করা হয়েছে।

রপ্তানীর ক্ষেত্রে অটোমেশন ও সংস্কার কার্যক্রম: এক্সপোর্ট জেনারেল মেনিফেস্ট শতভাগ সিস্টেমে দাখিলের কার্যক্রম বাস্তবায়ন পর্যায়ে রয়েছে। ৩৯ টি এয়ারলাইনকে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ সিস্টেমে ইজিএম দাখিল শুরু করেছে। অল্প কিছুদিনের মধ্যে শতভাগ ইজিএম সিস্টেমে দাখিল বাধ্যতামূলক করার জন্য আইনের কঠোর প্রয়োগ করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

Real Time পণ্য পরীক্ষণ ও শুদ্ধায়নের ব্যবস্থাকরণ: পূর্বে রপ্তানী পণ্য পরীক্ষণ ও শুদ্ধায়ন আলাদা জায়গায় হতো। যা বিভিন্ন সমস্যা তৈরি করতো। উক্ত জটিলতা নিরসনের জন্য রপ্তানিকে ০৩ শিফট এর মাধ্যমে পরিচালনা করা হচ্ছে। পরীক্ষণ ও শুদ্ধায়ন কার্যক্রম Real Time এ সম্পন্ন হওয়ার উদ্যোগ নেয়া হয় অর্থাৎ যে শিফটের কর্মকর্তাগণ পণ্যচালান পরীক্ষা করবেন সে শিফটের কর্মকর্তাগণই উক্ত পণ্যচালানের শুদ্ধায়ন সম্পন্ন করবেন।

এ্যাসাইকুডা সিস্টেমে এরূপ প্রচুর বিল অব এক্সপোর্ট আছে যা গ্রিন করা ছাড়াই পণ্য এক্সপোর্ট করা হয়েছে। এ সমস্যা নিরসনের জন্য বিল অব এক্সপোর্ট গ্রিন হওয়ার পর R নম্বর প্রাপ্তি সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট পণ্যচালানের স্ক্যানিং কার্যক্রম সম্পন্নপূর্বক উড়োজাহাজে উঠানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

সিএন্ডএফ এজেন্টগণকে নিজস্ব ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড প্রদান: বিল অব এন্ট্রি সিস্টেমে দাখিলের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিতের জন্য সকল সিএন্ডএফ এজেন্টকে নিজস্ব ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে। ইতোপূর্বে ৩৮ টি ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড এর মাধ্যমে কথিত DTI উৎপাদ কর্তৃক বিল অব এন্ট্রি দাখিল করা হতো। কাস্টম হাউস চাকায় সর্বপ্রথম DTI প্রথা বিলুপ্ত করা হয়। বর্তমানে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড এর সংখ্যা ৩৫০ এর স্থলে ১২১০ এ উন্নীত হয়েছে।

অনলাইন কায়িক পরীক্ষা প্রতিবেদন প্রদান: জাল-জালিয়াতি ও ঘষামাজা প্রতিরোধের জন্য এয়ারফ্রেইট ইউনিট কর্তৃক পণ্য চালানসমূহের কায়িক পরীক্ষা প্রতিবেদন অনলাইনে শুদ্ধায়ন গ্রুপসমূহ প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

বিমান অবতরণের পূর্বে সিস্টেমে আইজিএম বাধ্যতামূলককরণ: আগে কখনো কখনো বিমান অবতরণের ৪/৫ দিন পর পর্যন্ত সিস্টেমে আইজিএম দাখিল করা হতো। বর্তমানে পোর্ট অব ডিপার্চার হতে উড্ডয়নের সাথে সাথে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের পূর্বে আইজিএম সিস্টেমে দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।



আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস

২০২৪

অন্যান্য সংস্কারসমূহ:

জরিমানা/দন্ড বতীত ট্যাক্স পরিশোধপূর্বক পণ্য খালাসের প্রবণতা বারিতকরণ: ডিটেনশন মেমোতে কাস্টমস আইনের লঙ্ঘিত ধারা ও বিধি উল্লেখ না থাকায় আদালতের আদেশের প্রেক্ষিতে আটককৃত পণ্য শুধু ট্যাক্স পরিশোধপূর্বক খালাস নেওয়ার প্রবণতা ছিল। এ ধরনের প্রবণতা রোধকল্পে ডিটেনশন মেমোতে লঙ্ঘিত কাস্টমস আইনের ধারা ও বিধি উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। যা উক্ত প্রবণতা রোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

ওয়ানস্টপ সার্ভিস নিশ্চিতকল্পে ক্যাশ রিসিপ্ট (সি. আর) বৃথ স্থাপনের উদ্যোগ: পণ্যচালানের মাসুল হিসেবে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এর প্রাপ্য রাজস্ব আদায়ের জন্য কাস্টম হাউস, ঢাকা, এর উদ্যোগে সোনালী ব্যাংক এবং বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এর সহযোগিতায় কাস্টম হাউসস্থ সোনালী ব্যাংক সি.আর বৃথ স্থাপন করা হয়েছে। ফলে শুদ্ধকর ছাড়া অন্যান্য সরকারী পাওয়া আদায় সহজ হয়েছে।

কায়িক পরীক্ষণ ও শুদ্ধায়ন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ: ইতোমধ্যে কায়িক পরীক্ষণ যথাযথভাবে করার জন্য এ দপ্তর কর্তৃক একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর প্রণয়ন করা হয়েছে। আমদানি পণ্য চালানসমূহের ঘোষণার ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণার্থে আমদানি সংক্রান্ত দলিলাদির ভিত্তিতে যথাযথভাবে ঘোষণা প্রদান (বিল অব এন্ট্রি দাখিল) বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর ব্যতীত হলে কাস্টমস আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া ট্যাক্স ফাঁকি রোধ এবং কায়িক পরীক্ষণ সহজীকরণের জন্য প্রতিটি চালানে ৫০ (পঞ্চাশ) আটটোমের বেশি নিকুৎসাহিত করা হচ্ছে, আইটোমের সংখ্যা এর বেশি হলে বিশেষ প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ এয়ারফ্রেইট ইউনিট, প্রিভেন্টিভ ইউনিট এবং শুদ্ধ গোয়েন্দা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে যৌথ কায়িক পরীক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

যথাযথ মূল্যে শুদ্ধায়ন কার্যক্রম মনিটরিং এর জন্য গৃহীত পদক্ষেপ: পণ্যের শুদ্ধায়নের ক্ষেত্রে নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে যেনো কম মূল্যে শুদ্ধায়ন না করা হয় তা নিশ্চিতকরণের জন্য Indicative Value সম্বলিত একটি বুকলেট প্রণয়ন করা হয়েছে ফলে ইচ্ছামাফিক (Arbitrary) মূল্য নির্ধারণের পরিবর্তে শুদ্ধ মূল্যায়ন ব্যবস্থার সমতাভিত্তিক ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

এয়ার এক্সপ্রেস সার্ভিস (কুরিয়ার ইউনিট)) Simplified Form চালুকরণের উদ্যোগ: এয়ার এক্সপ্রেস সার্ভিস (কুরিয়ার ইউনিট) এর বিল অব এন্ট্রি প্রতিদিন গড়ে ২৫০০ টি এবং পণ্যচালানের ওজন ১০ গ্রাম থেকে ১০০ কেজি পর্যন্ত। যা সহজীকরণের আবশ্যিকতা উপলব্ধি করে কাস্টম হাউস, ঢাকা কর্তৃক একটি) Simplified Form অর্থাৎ বিশেষ বিল অব এন্ট্রি এর মাধ্যমে পণ্যচালানসমূহের কাস্টমস প্রক্রিয়া সহজে সম্পাদনের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আইটি উইং এর নিকট এর ফরমেট ও Business Process প্রেরণ করা হয়। যা পরীক্ষামূলক চালুর মাধ্যমে বাস্তবায়নের করা হবে।



হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবস্থিত ট্রানজিট মূল্যবান গুদাম ইনভেস্টিংকরণ ও সংস্কার কার্যক্রম: ট্রানজিট মূল্যবান গুদামে ২০০৬ সাল হতে অদ্যাবধি অনিষ্পত্তিকৃত বিপুল পণ্যজটের কারণে আইনগত জটিলতাসহ স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছিল। গত ৩০/০৮/২০২৩ খ্রি. হতে ২৫/১১/২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত এ দপ্তর কর্তৃক সময়ে সময়ে ৫২ টি ইনভেস্টিং টিম গঠন করে পণ্য ইনভেস্টিংপূর্বক আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রীয় গুদামে স্থানান্তর করা হয়। উক্ত টিমসমূহে ৪২৮ জন কর্মকর্তা ৩৪২৪ কর্মঘন্টা কার্যক্রম পরিচালনা করে প্রায় ১০০ টন পণ্য ইনভেস্টিংপূর্বক রাষ্ট্রীয় গুদামে প্রেরণ করে। ইতোমধ্যে উক্ত পণ্যসমূহ হতে ৩২ টন ধ্বংসযোগ্য পণ্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সংশ্লিষ্ট স্থায়ী আদেশ অনুসরণপূর্বক লাফার্ড হোল সিম বাংলাদেশ লি: এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর মাধ্যমে ধ্বংস করা হয়। উক্ত গুদামে ইনভেস্টিংকালে বিভিন্ন সময়ে আটককৃত ১২৭১৬ বোতল মদ ও মদ জাতীয় পানীয় পাওয়া যায় তন্মধ্যে ৮৪২৮ বোতল মদ ও মদ জাতীয় পানীয় পর্যটন কর্পোরেশনকে প্রদান করা হয়। বাকী ৪২৮৮ বোতল মদ ও মদ জাতীয় পানীয় বিভিন্ন কারণে ভোগের অনুপযোগী/মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হওয়ায় পর্যটন কর্পোরেশন গ্রহণ করেনি যা তারা পত্রের মাধ্যমে এ দপ্তরকে অবহিত করে। পরবর্তীকালে ধ্বংস কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন, ১২ নং সেক্টর উত্তরা এর ২৬/১২/২০২৩ খ্রি. তারিখে ধ্বংস কমিটির সদস্যগণের উপস্থিতিতে ধ্বংস করা হয়। উক্ত পণ্য হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্রাণভান্ডারে প্রায় ৩.৫ টন পণ্য প্রেরণ করা হয়। গত ৩০/০৮/২০২৩ খ্রি. হতে অদ্যাবধি প্রায় ৩২০ কেজি স্বর্ণ এবং ১০ মিলিয়ন ইউএসডি সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা বাংলাদেশ ব্যাংকে ভল্টে স্থানান্তর করা হয়।

ট্রানজিট মূল্যবান গুদাম কর্মকর্তাগণের শিফট ভিত্তিক দায়িত্ব বন্টন ও কার্যক্রম সুনির্দিষ্টকরণ:

ট্রানজিট মূল্যবান গুদামে কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য ০৪ শিফটে ৪ জন গুদাম কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। অর্থাৎ আইনানুগ কার্যক্রম সহজে সম্পাদনের জন্য এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য এ ব্যবস্থা কার্যকর ভূমিকা রাখবে। এছাড়া এ দপ্তর কর্তৃক স্থায়ী আদেশের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকর্তাগণকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। যথাযথ সময়ে আটককৃত পণ্য সংশ্লিষ্ট আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। যাতে কাস্টম হাউস, ঢাকা যে ক্রান্তিকাল অতিক্রম করেছে ভবিষ্যতে এর পুনরাবৃত্তি না হয়। এমন একটি সিস্টেম প্রণয়ন করা হয়েছে যা পরবর্তীকালে উক্ত গুদামের কার্যক্রম সহজ, গতিশীল ও জবাবদিহিমূলক করতে সাহায্য করবে।

শেষ কথা:

উন্নয়ন ও সংস্কার একটি নিরন্তর প্রক্রিয়া। কাস্টম হাউস, ঢাকা হয়তো আরো বেশি উন্নয়ন ও সংস্কার করতে পারতো বা করা উচিত ছিল। এ সকল কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে এ দপ্তরকে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। তবে কাস্টম হাউস, ঢাকা ভবিষ্যতে সমস্ত সমস্যা মোকাবেলা করে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও উন্নয়ন সাধনে বদ্ধপরিকর যা পরবর্তীকালে এ দপ্তরে এমন একটি সিস্টেম তৈরি করবে যাতে দাপ্তরিক কার্যক্রম গতিশীল, সহজতর ও জবাবদিহিমূলক হয় এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ফলপ্রসূ হয়।



আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস
২০২৪



NAVIGATING THE DIGITAL FRONTIER

A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF INDIRECT TAXATION IN BANGLADESH'S E-COMMERCE

Tarek Mahmud

Deputy Director, Central Intelligence Cell, National Board of Revenue

ABSTRACT

The rapid growth of e-commerce in Bangladesh has transformed the country's economic landscape, presenting both opportunities and challenges for policymakers. This comprehensive analysis explores the intricacies of indirect taxation within the burgeoning e-commerce sector, shedding light on the current regulatory framework, emerging trends, and potential avenues for reform. By delving into the complexities of taxation in the digital realm, this study aims to provide valuable insights for stakeholders, including government bodies, businesses, and consumers, to foster a tax environment that promotes sustainability and equitable economic growth.

1. Introduction

In an era characterized by unprecedented technological advancements and digital transformation, the global economy is witnessing a paradigm shift towards digitalization. Bangladesh, like many other nations, finds itself at the crossroads of this digital frontier, where traditional economic structures are being reshaped by the rapid emergence of the digital economy. The digital sector, encompassing e-commerce, digital services, and technology-driven enterprises, has become a cornerstone of economic growth, fostering innovation and connectivity.

As Bangladesh embraces the opportunities presented by the digital age, it grapples with the need to adapt its tax policies to effectively capture and regulate the burgeoning digital economy. Taxation in the digital sphere presents a myriad of challenges, including the borderless nature of online transactions, the intangibility of digital assets, and the evolving business models that transcend traditional geographical boundaries. Against this backdrop, the necessity of formulating a robust and adaptive tax framework tailored to the unique dynamics of the digital economy in Bangladesh becomes increasingly evident.

This study aims to delve into the intricacies of taxing the digital economy, especially e-commerce in Bangladesh, exploring the current landscape, identifying challenges, and proposing pragmatic solutions. By understanding the nuances of digital taxation, policymakers can create an environment that not only fosters innovation but also ensures a fair and sustainable revenue stream for the government. Through an in-depth analysis of global best practices, case studies, and the unique socio-economic context of Bangladesh, this paper seeks to provide valuable insights that can inform the development of effective taxation policies to navigate the complexities of the digital frontier in Bangladesh.

Petchko (2018) described that the research questions will guide researchers to pick the most suitable methodology. The methodology of this study requires qualitative approach. Qualitative studies encompass the systematic collection, organization, description, and interpretation of textual, verbal, or visual data (Hammarberg, Kirkman, and Lacey 2016). In this study, the data type is mostly textual, and statistics based on different government reports, circulars, and gazettes. Hammarberg, Kirkman, and Lacey (2016) also described that



আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস

২০২৪

qualitative research is very much effective in analyzing texts and documents, such as government reports, media articles, websites, to learn about distributed or private knowledge.

To conduct a study data are vital because data allow the reader to judge the trustworthiness of the study's results and the author's claims in a paper and policy-related documents can be data if they are analyzed to support an argument (Petchko 2018). In this paper data are collected from several secondary sources, mainly from different policy documents and the research papers of the Government of Bangladesh, World Bank, OECD, ADB, researchers, websites, etc. The researcher's involvement in the working procedures in collecting taxes has also been reflected in this paper with proper evidence. However, most of the data are collected from reports, official orders, and gazettes of different government agencies which are in the native language– Bangla. Therefore, it requires interpretation which may cause inadvertent deviation.

There are a limited number of studies that have analyzed the Taxation in Bangladesh's Digital Economy exclusively. Most relevant examples include the study of Asian Development Bank (Mullins, 2022), and OECD (2014). Both studies analyzed the Taxing digital economy in developing Asia and global aspects respectively. The findings of both studies showed taxing digital economy is becoming a cumbersome process and it requires a number of multilateral and unilateral tax initiatives. However, these studies chose the different areas of concentration– broad areas of coverage and focusing on developing Asia. Center for Policy Dialogue (2023) studied the current taxation system on digital economy in Bangladesh and found there are huge potential untapped tax exists in the economy of Bangladesh in the sector of digital economy. But the coverage of that study is both direct and indirect taxed. This paper differs from Asian Development Bank (Mullins, 2022), OECD (2014) and Center for Policy Dialogue (2023) by focusing exclusively on indirect taxes like Customs duties and VAT perspective of Bangladesh. This study is concentrating exclusively on taxing digital economy in Bangladesh can help National Board of Revenue to identify the gaps in these areas and assist policy reforms. Moreover, only a few studies, has been conducted in Bangladesh to analyze the burning issue of taxing digital economy, although it has already become a massive blow. Such an analysis will be beneficial for the National



Board of Revenue to understand the real scenario of this system, and it may further help to reevaluate the implementation policies.

2. Overview of the Digital Economy in Bangladesh

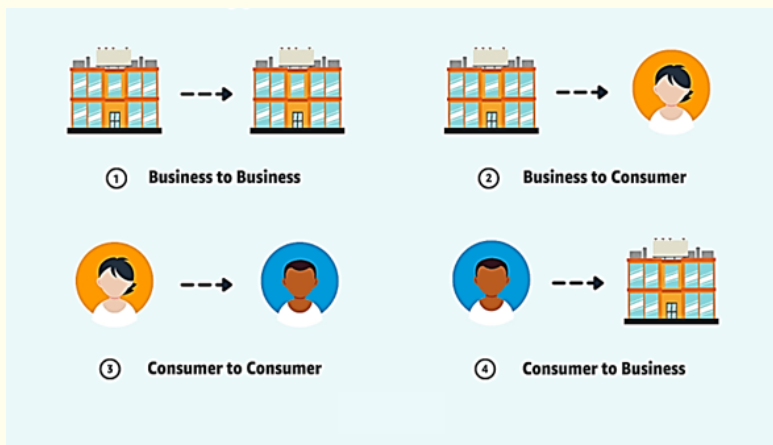
The digital economy lacks a universally accepted definition due to its pervasive influence across diverse economic sectors. The Asian Development Bank (2021) proposes a definition, considering the digital economy as the cumulative impact of economic transactions involving both digital products and digital industries on GDP. Digital products, characterized by their primary function of generating, processing, and storing digitalized data, encompass software publishing, web publishing, telecommunication services, and specialized support and services. Digital industries are the principal producers of such products (ADB, 2021).

Distinguishing between the “digital sector” and the “digital economy” for statistical purposes, the International Monetary Fund (2021) defines the former as core digitalization activities, including ICT goods and services, online platforms (e.g., Google, Facebook, Alibaba), and platform-related activities like peer-to-peer platforms and ridesharing apps. In contrast, the digital economy embodies the pervasive digitalization of the modern economy, extending its influence across almost all sectors (IMF, 2021).

For tax policy considerations, a specific definition of the digital economy is not imperative. What holds significance is ensuring the adequate taxation of digital transactions, incomes, and profits. The international consensus in discussions on digital economy taxation emphasizes the integration of digital transactions into broader economic activities, advocating against isolated and specially treated taxation for the digital economy.

2.1 Popular E-commerce Models

E-commerce, or electronic commerce, refers to the buying and selling of goods and services over the internet. There are various e-commerce models, each with its unique characteristics and business strategies. Here are some common e-commerce models Shown in **Graph 1**:



Graph 1

Business to Consumer (B2C): In the B2C model, businesses sell products or services directly to individual consumers. Examples: Amazon, eBay, and most online retail stores.

Business to Business (B2B): B2B e-commerce involves transactions between businesses. One business sells products or services to another business. Examples: Alibaba, ThomasNet, and industry-specific online marketplaces.

Consumer to Consumer (C2C): C2C e-commerce occurs when individual consumers sell directly to other consumers. Examples: eBay (for auctions), Craigslist, and peer-to-peer platforms like Airbnb.

Consumer to Business (C2B): In C2B, individual consumers offer products or services to businesses. Examples: Influencer marketing, where individuals promote products or services to businesses, and platforms where consumers sell their content or skills to companies.

2.2 Popular E-commerce Models in Bangladesh

The e-commerce landscape in Bangladesh has been evolving, and various e-commerce models have gained popularity. Keep in mind that the specific popularity of these models may change over time. Here are some popular e-commerce models observed in Bangladesh as shown in **Graph 2:**

	Ticketing	Grocery	Marketplace	Lifestyle Logistics & Electronics Equipment
B2C	 	   	 	     
C2C			 	

Graph 2

2.2.1 Business to Consumer (B2C): Numerous B2C e-commerce platforms in Bangladesh facilitate direct transactions between businesses and individual consumers. These platforms offer a wide range of products, including electronics, fashion, and daily essentials. Examples: Daraz, AjkerDeal, and Chaldal.

2.2.2 Consumer to Consumer (C2C): C2C e-commerce is also gaining traction in Bangladesh, where individuals can sell products directly to other consumers through online platforms. Examples: Bikroy, Othoba (C2C is a component in their model).

2.2.3 Fashion and Lifestyle Platforms: Specialized e-commerce platforms focusing on fashion and lifestyle products have seen significant growth in Bangladesh. Examples: Evaly, Bagdoom, and PriyoShop.

2.2.4 Grocery and Food Delivery: E-commerce models that focus on grocery shopping and food delivery have become increasingly popular in Bangladesh, especially in urban areas. Examples: Chaldal (for groceries), Foodpanda, and Pathao Food.

2.2.5 Travel and Ticketing Platforms: E-commerce platforms that facilitate online booking of travel-related services, such as flights, hotels, and bus tickets, have gained popularity. Examples: Go Zayaan, Bproperty (for property and travel services).



2.2.6 Online Marketplaces: Comprehensive online marketplaces that bring together various sellers and offer a diverse range of products and services. Examples: Daraz, AjkerDeal.

2.2.7 Healthcare and Pharmacy: E-commerce models focused on healthcare and pharmaceutical products have gained significance, especially considering the global health situation. Examples: Othoba (pharmacy section), Pharmacy.com.bd.

2.2.8 Tech and Gadgets: Platforms specializing in the sale of electronic gadgets and tech-related products. Examples: Pickaboo, Gadget and Gear.

2.2.9 Handmade and Artisanal Products: E-commerce models supporting local artisans and offering handmade or unique products. Examples: Rokomari (in addition to books, it includes handmade products).

2.2.10 Subscription-based Models: Some platforms in Bangladesh offer subscription-based services, delivering products regularly to customers' doors. Examples: Sheba.xyz (for services), Grameenphone's Go+ (for digital content).

2.3 E-commerce Stakeholders

In the complex ecosystem of e-commerce, various stakeholders play integral roles, contributing to the overall functioning and success of the industry. Here are key e-commerce stakeholders:

2.3.1 Consumers: Consumers are at the core of the e-commerce ecosystem. They browse, shop, and make transactions online for goods and services.

2.3.2 E-commerce Platforms: Platforms serve as the digital marketplace where buyers and sellers interact. Examples include Amazon, Alibaba, eBay, and local platforms like Daraz.

2.3.3 Online Retailers/Sellers: These are businesses or individuals who list and sell products or services on e-commerce platforms.

2.3.4 Payment Gateways: Payment gateways facilitate secure online transactions by processing payments from consumers to sellers. Examples include PayPal, Stripe, and local payment gateways.

2.3.5 Logistics and Delivery Services: Companies involved in the transportation and delivery of goods ordered online. This includes courier services, delivery companies, and last-mile delivery providers.



2.3.6 Digital Marketing Agencies: Agencies specializing in digital marketing strategies to promote e-commerce platforms and products. This includes search engine optimization (SEO), social media marketing, and online advertising.

2.3.7 Manufacturers and Suppliers: Entities responsible for producing or supplying the actual products sold on e-commerce platforms. They may be individual sellers, wholesalers, or manufacturers.

2.3.8 IT and Technology Providers: Companies providing the technological infrastructure, software, and support necessary for the operation of e-commerce platforms. This includes website developers, cloud service providers, and tech support services.

2.3.9 Regulatory Bodies and Governments: Governments and regulatory bodies establish and enforce laws and regulations governing e-commerce, ensuring fair trade practices, consumer protection, and data privacy.

2.3.10 Financial Institutions: Banks and financial institutions play a crucial role in e-commerce by providing financial services such as online banking, credit card processing, and facilitating transactions.

2.3.11 Consumer Protection Agencies: Organizations responsible for safeguarding consumer rights and ensuring fair business practices within the e-commerce sector.

2.3.12 Security and Cybersecurity Providers: Entities specializing in securing online transactions, protecting against cyber threats, and ensuring the privacy and security of customer information.

2.3.13 Marketplace Aggregators: Aggregator platforms that compile and present products from multiple e-commerce sites, allowing users to compare prices and features. Examples include Google Shopping.

2.3.14 Review and Rating Platforms: Platforms that allow consumers to provide reviews and ratings for products and services, influencing purchasing decisions. Examples include Yelp, Trustpilot, and user reviews on e-commerce platforms.

The relationships and interactions among these stakeholders contribute to the overall dynamics and success of the e-commerce ecosystem. Each plays a vital role in shaping the industry and meeting the diverse needs of consumers and businesses.



2.4 Channels in Online Platform

In the context of online platforms, “channels” refer to various avenues or methods through which businesses or individuals reach and engage with their audience. These channels are crucial for marketing, sales, and communication strategies. Here are some key channels commonly utilized on online platforms:

Websites	• E.g., Aarong.com, Yellowclothing.net, GoZaayan, Bikroy.com
Online stores	• E.g., Chaldal, MeenaClick.
Mobile apps	• E.g., Food Panda, Pickaboo, Pathao, Uber
Marketplaces	• E.g., Daraz, Pickaboo, Priyoshop etc.
Social media	• E.g., Facebook, WeChat, LinkedIn
Search engines	• E.g., Google, Yahoo, Bing
Media sharing platforms	• E.g., YouTube, Tiktok, Spotify, Vimeo
Content optimization	• E.g., Vlog, Blogs
Gaming websites	• E.g., Ludo king, Subway surfer
Betting and gambling websites	• E.g., Parimatch, Rajabets, Baji.live, 1xBet, Crickx

Website: The primary online channel for businesses, providing information about products or services, facilitating transactions, and serving as a hub for other marketing efforts.

Social Media Platforms: Leveraging social media channels (e.g., Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) to connect with audiences, share content, and promote products or services.

Email Marketing: Communicating directly with customers through email to share updates, promotions, and personalized offers.

Content Marketing: Creating and distributing valuable, relevant content to attract and engage the target audience. This can include blog posts, articles, videos, and other content types.

Search Engine Optimization (SEO): Optimizing online content to improve its visibility on search engines, driving organic traffic to websites.

Search Engine Marketing (SEM): Utilizing paid advertising on search engines

(e.g., Google Ads) to increase visibility and attract potential customers.

Affiliate Marketing: Partnering with affiliates who promote products or services in exchange for a commission on sales generated through their unique referral links.

Online Marketplaces: Joining established online marketplaces (e.g., Amazon, eBay, Etsy) to reach a broader audience and benefit from their existing customer base.

Mobile Apps: Developing mobile applications to provide a more seamless and convenient experience for users accessing the platform via smartphones or tablets.

Chatbots and Messaging Apps: Implementing automated chatbots or using messaging apps to provide instant customer support, answer queries, and engage with users.

Podcasts and Audio Platforms: Creating and sharing audio content on platforms like Spotify or podcast directories to connect with audiences through a different medium.

Live Streaming: Engaging with audiences in real-time through live video streaming on platforms such as Facebook Live, Instagram Live, or Twitch.

Community Forums and Discussion Boards: Participating in or creating forums and discussion boards where users can share information, ask questions, and interact with the community.

Influencer Marketing: Collaborating with influencers or individuals with a significant online following to promote products or services.

Online Advertising: Utilizing various forms of online advertising, such as display ads, video ads, or native advertising, to increase visibility and drive traffic.



আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস

২০২৪

Customer Reviews and Testimonials: Encouraging and showcasing customer reviews and testimonials as a channel to build trust and credibility.

SMS Marketing: Sending promotional messages, updates, or alerts directly to customers through text messages.

Businesses often employ a combination of these channels to create a comprehensive online presence and engage with their target audience effectively. The choice of channels depends on the nature of the business, the target audience, and the overall marketing strategy.

2.5 Payment Method

In Bangladesh, the e-commerce industry has been rapidly growing, and various payment methods are available to cater to the diverse needs of consumers. The payment landscape in Bangladesh includes both traditional and digital payment options. Here are some common payment methods used in e-commerce in Bangladesh:

Cash on Delivery (COD): Cash on Delivery remains a popular payment method in Bangladesh, allowing customers to pay in cash when the product is delivered to their doorstep.

Mobile Financial Services (MFS): Mobile financial services, commonly known as mobile banking, are widely used in Bangladesh. Services like bKash, Nagad, and Rocket allow users to make payments, transfer funds, and even shop online.

Debit and Credit Cards: The use of debit and credit cards for online transactions has been increasing. Major card networks like Visa and MasterCard are widely accepted.

Internet Banking: Many banks in Bangladesh provide internet banking services, allowing customers to make online payments directly from their bank accounts.

Digital Wallets: Digital wallet services are gaining popularity. bKash and Nagad, for example, also function as digital wallets, enabling users to store funds and make online purchases.

Bank EMI (Equated Monthly Installment): Some e-commerce platforms in Bangladesh offer the option to pay for purchases in installments using specific credit cards, providing customers with greater flexibility.

Internet Payment Gateways: Online payment gateways, such as SSLCOMMERZ and Payza, facilitate secure online transactions by connecting e-commerce platforms with banks.

Buy Now, Pay Later (BNPL): Some platforms collaborate with BNPL services, allowing customers to make purchases and pay for them in installments. Partnerships with global BNPL providers may also be in place.

The choice of payment method often depends on customer preferences, accessibility, and trust in the security of the transaction. E-commerce businesses in Bangladesh typically integrate multiple payment options to ensure a seamless and inclusive shopping experience for their customers.

2.6 Delivery Channels

In Bangladesh, the e-commerce sector has been expanding rapidly, and various delivery channels are utilized to ensure timely and efficient shipment of products to customers. Here are common delivery channels used in e-commerce in Bangladesh:

In-House Delivery Teams: Many e-commerce companies maintain their in-house delivery teams to handle the fulfillment and delivery process. These teams are responsible for picking up products from warehouses and delivering them directly to customers. Example: Daraz, one of the largest e-commerce platforms in Bangladesh, maintains its in-house delivery teams for order fulfillment and delivery.

Third-Party Logistics (3PL) Providers: E-commerce platforms often



আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস
২০২৪

collaborate with third-party logistics providers for efficient and cost-effective delivery services. These logistics companies specialize in managing transportation, warehousing, and distribution. Example: AjerDeal collaborates with third-party logistics providers to handle transportation and delivery, ensuring efficient and reliable services.

Crowdsourced Delivery: Some e-commerce platforms leverage crowdsourced delivery models where independent individuals or small delivery businesses are engaged to fulfill orders. This approach can be particularly useful for last-mile delivery. Example: Pathao, a popular ride-sharing and delivery platform, utilizes crowdsourced delivery where individuals can sign up to become delivery partners for e-commerce orders.

Collaboration with National Postal Services: E-commerce companies may partner with national postal services for the delivery of products. This collaboration allows for wider coverage, especially in remote or rural areas. Example: Grameenphone Shop, an online retail platform, may collaborate with Bangladesh Post for nationwide delivery services.

Click and Collect (Pickup Points): Some e-commerce platforms offer a “Click and Collect” service, where customers can choose to pick up their orders from designated pickup points or physical stores. Example: Rokomari, an online bookstore, offers a “Click and Collect” service, allowing customers to pick up their orders from designated pickup points besides their regular last mile delivery.

Own Retail Stores as Pickup Points: In some cases, e-commerce companies with a physical presence may use their own retail stores or outlets as pickup points for customers who prefer to collect their orders in person. Example: Evaly, an e-commerce platform, may use its own physical stores as pickup points for customers to collect their orders.

Express Delivery Services: E-commerce platforms often provide express delivery options for customers who require faster shipping. This may involve collaboration with courier services that specialize in expedited deliveries.



Example: PriyoShop offers express delivery options for customers who need faster shipping, collaborating with express courier services for timely deliveries.

Collaboration with Ride-Sharing Services: Some e-commerce companies collaborate with ride-sharing services to facilitate faster and more flexible deliveries. Ride-sharing drivers may be utilized for certain types of deliveries. Example: Sheba.xyz, a service marketplace, may collaborate with ride-sharing services like Pathao for faster and more flexible deliveries of services.

Cross-Border Logistics: For international e-commerce, collaboration with cross-border logistics providers is essential to manage the shipment of products across borders. Example: Alibaba, an international e-commerce platform, collaborates with cross-border logistics providers to manage the shipment of products from international sellers to customers in Bangladesh.

It's important to note that the choice of delivery channels may vary across different e-commerce platforms in Bangladesh, and some platforms may use a combination of these methods to optimize their delivery networks.

Several logistics and delivery partners operate in Bangladesh, providing services to various e-commerce platforms. Here are some logistics and delivery partners that have been active in Bangladesh:

Pathao Logistics: Pathao is a popular ride-sharing and delivery service in Bangladesh, offering delivery solutions for various e-commerce platforms.

eCourier: eCourier is a logistics and delivery service provider in Bangladesh, catering to the e-commerce sector for efficient parcel delivery.

Paperfly: Paperfly is a logistics company in Bangladesh that specializes in e-commerce delivery, providing services like cash-on-delivery (COD) and real-time tracking.

Sundarban Courier Service (Pvt.) Ltd.: Sundarban Courier is a well-established courier service in Bangladesh, often utilized for delivering parcels



আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস
২০২৪

and documents.

Continental Courier: Continental Courier is another courier service provider in Bangladesh offering logistics solutions for e-commerce businesses.

SA Paribahan: SA Paribahan is a courier and logistics company in Bangladesh, providing delivery services for parcels and documents.

FedEx: FedEx, an international courier and logistics company, operates in Bangladesh and collaborates with various e-commerce platforms for international shipments.

DHL: DHL, a global logistics company, is present in Bangladesh and serves as a delivery partner for international e-commerce shipments.

Janani Express: Janani Express is a courier and logistics service provider offering parcel and document delivery services in Bangladesh.

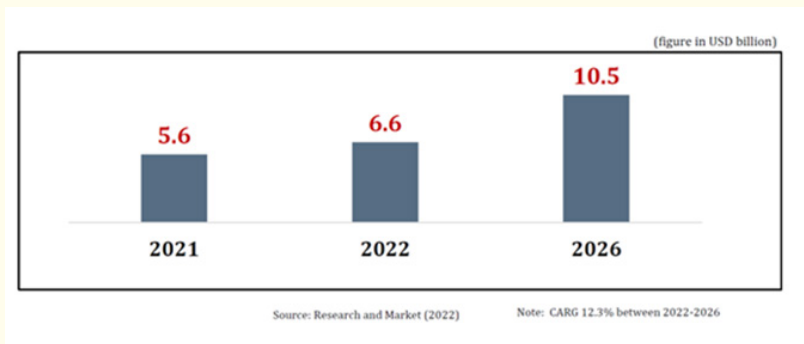
United Parcel Service (UPS): UPS is an international courier and logistics company that provides shipping services for cross-border e-commerce transactions in Bangladesh.

RedX: RedX is known for providing e-commerce fulfillment and delivery services, including last-mile delivery solutions. It has been involved in supporting various e-commerce platforms by handling the logistics aspect of order fulfillment and ensuring timely deliveries to customers.

Bangladesh Post: It is the government mechanism for providing delivery services in Bangladesh for e-commerce goods. Bangladesh Post also collaborates with various e-commerce platforms to handle the delivery of parcels and packages. E-commerce businesses can choose to partner with Bangladesh Post to reach customers in different regions, including remote and rural areas.

2.7 E-commerce Market Size in Bangladesh

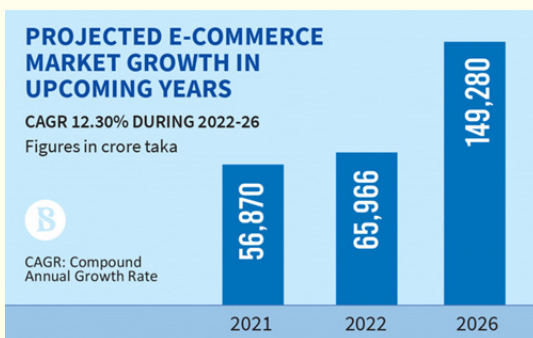
The e-commerce market in Bangladesh is poised for accelerated growth in the upcoming years, driven by increasingly efficient platforms leveraging the insights gathered from years of data mining. As per Research and Market (2023) e-commerce market size in Bangladesh is as follows:



Graph 3

2.8 Projected Growth in Bangladesh

E-commerce is a growing concern in Bangladesh and researcher found that the e-commerce market will be triple from 2021 to 2026 as depicted in Graph-4 (The Business Standard 2022).



Graph 4



আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস
২০২৪

2.9 Government Policies

Government policies play a crucial role in shaping the regulatory environment and facilitating the growth of the e-commerce sector. Here are some key aspects of government policies for e-commerce in Bangladesh:

Smart Bangladesh Strategy: The Smart Bangladesh initiative, launched by the government, aims to transform the country into a knowledge-based society through the use of digital technology. This overarching strategy includes policies and initiatives that impact various sectors, including e-commerce.

National E-commerce Policy: Bangladesh has incorporated National Digital Commerce Policy 2018 to address the challenges and opportunities in the e-commerce sector. It has also passed Digital Business Identification (DBID) Registration Guidelines 2022 which can assist to provide a framework for the development and regulation of e-commerce activities.

Payment and Financial Regulations: Regulations related to online payment systems and financial transactions are crucial for the smooth functioning of e-commerce. The government may establish guidelines to ensure the security and efficiency of digital payment methods.

Taxation Policies: Taxation policies for e-commerce businesses, including value-added tax (VAT) and other relevant taxes, may be outlined by the government. These policies aim to ensure fair taxation and revenue collection from e-commerce transactions.

Cross-Border E-commerce Regulations: Given the global nature of e-commerce, governments often establish regulations for cross-border e-commerce activities. This includes customs and import/export regulations for international e-commerce transactions.

Data Privacy and Cybersecurity: Policies related to data privacy and cybersecurity are crucial for building trust in the digital economy. Governments may introduce regulations to protect user data and ensure the security of online transactions.



3. E-commerce and Customs

3.1 Cross-Border E-Commerce

Cross-border e-commerce in Bangladesh has emerged as a dynamic and increasingly vital component of the nation's digital economy. With a growing emphasis on international trade, the government has implemented a regulatory framework to facilitate secure and transparent cross-border transactions. This framework encompasses customs and import regulations, guidelines for international payment systems, and measures to ensure consumer protection. As businesses integrate with global digital payment gateways and leverage international partnerships, the landscape of cross-border e-commerce continues to evolve, presenting new opportunities and challenges for both businesses and consumers in Bangladesh.

3.2 Legal Coverage of cross-border e-commerce in Bangladesh

Regulations related to customs and imports play a crucial role in cross-border e-commerce. The government outlines procedures, tariffs, and duties associated with importing goods into Bangladesh. The main coverage are as follows:

1. Section 144 of Customs Act, 1969 allows import and export by Postal Services and label of the package can be considered as the Customs declaration.
2. Section 145 of the Customs Act, 1969 describes the duty applicability of goods imported or exported by postal services.
3. Mailing Operator and Courier Service Rules, 2013 describes the procedures and obligations of private mailing operators and courier services.
4. Courier Services (Assessment) Operations and Licensing Rule, 2016 describes the courier services operations and licensing procedures under Customs Act, 1969.

3.3 Types of Operations in Cross-border E-commerce:

There are two major types of cross-border e-commerce operations in Bangladesh. These are:



Postal Services: In this type, Bangladesh Post provides the services for cross-border e-commerce. It covers:

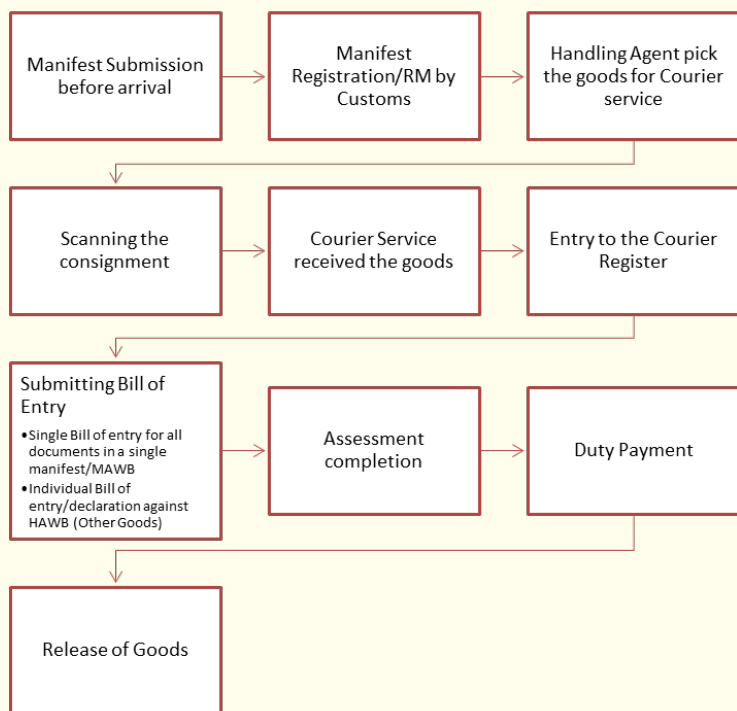
1. Documents
2. Parcels

Courier Services: Private courier services provide cross-border e-commerce services in the following areas:

1. Documents
2. Parcels

3.4 Courier Services (Assessment) Operations and Licensing Rule, 2016

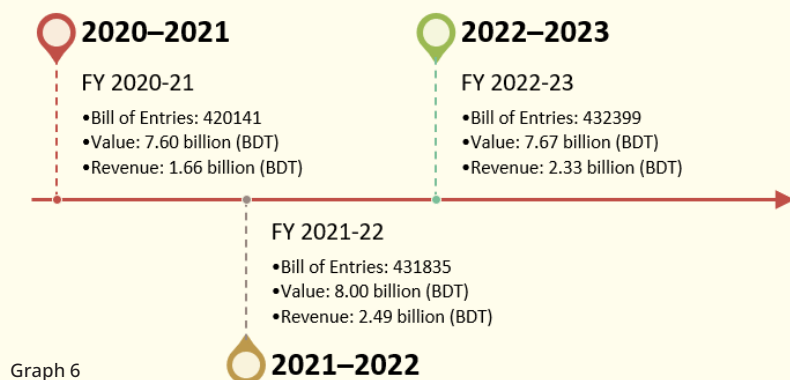
Courier Services (Assessment) Operations and Licensing Rule, 2016 describes the courier service operations and licensing procedures under Customs Act, 1969. The detail procedures are as follows:



Graph 5

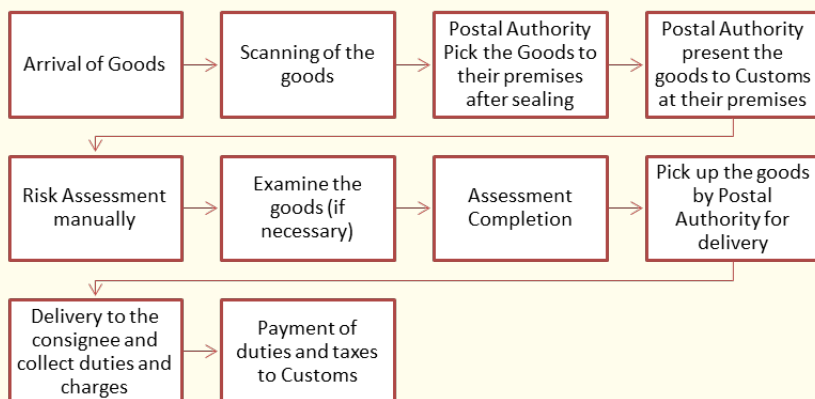


Courier Services: Courier services also play a pivotal role in cross-border e-commerce in Bangladesh. The number of e-commerce consignments increases over the years and the graph-6 shows the booming scenario in Bangladesh in recent years.



Graph 6

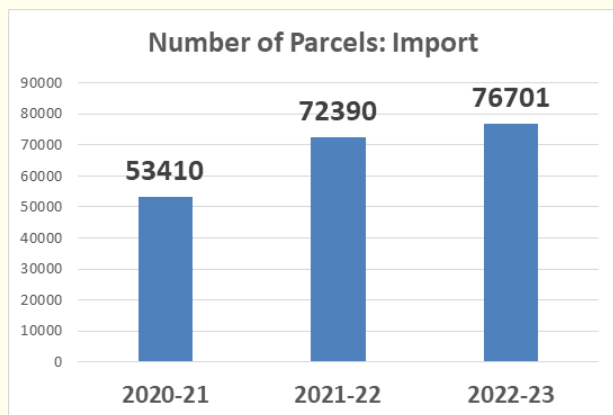
Courier services is also playing a very supporting role in rapid growth of cross-border e-commerce in Bangladesh. It covers both documents and parcels. The procedure for clearing cross-border e-commerce goods through postal services are as follows:



Graph 7



It is to be noted that the duty-tax payment is taking place by the Postal authorities after delivering the goods to the consignee whereas it needs to be paid before clearance of goods in case it comes through courier services. By this way, postal services are facilitated by the revenue authority. Therefore, the number of parcel importation has increased significantly over the years as depicted in the **Graph 8**.

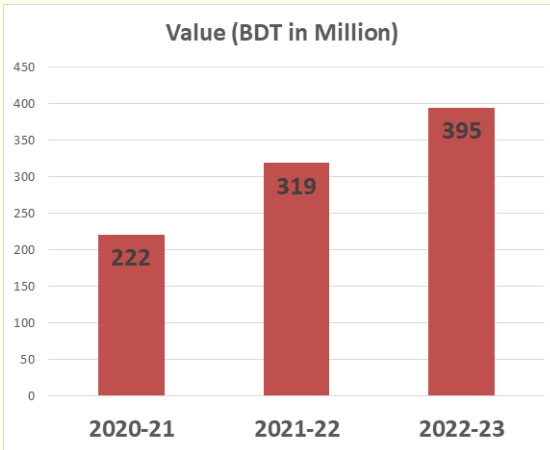


Graph 8

3.5 Parcel Imported through Postal Services

In FY2022-23 the number of parcels through Postal Services is 76701 which was 53410 in FY2020-21. It shows a growth in cross-border e-commerce through postal services. In terms of value of the parcel value, it has reached to BDT. 395 million in FY2022-23 from BDT. 222 million in FY2020-21 as depicted in the **Graph 9** (NBR, nd).

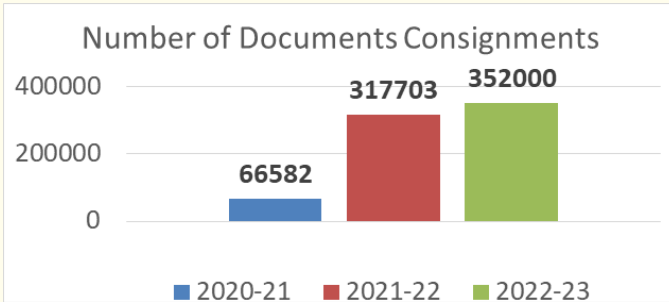
Besides, the number of document clearance through postal services has also increased very sharply from 66582 in FY 2020-21 to 352000 in FY 2022-23 as depicted in **Graph 9** (NBR, nd).



Graph 9

3.6 Document Imported through Postal Services

Not only import, but also export has tremendous opportunities to flourish in the areas of cross-border e-commerce as depicted in **Graph 10** (NBR, nd).

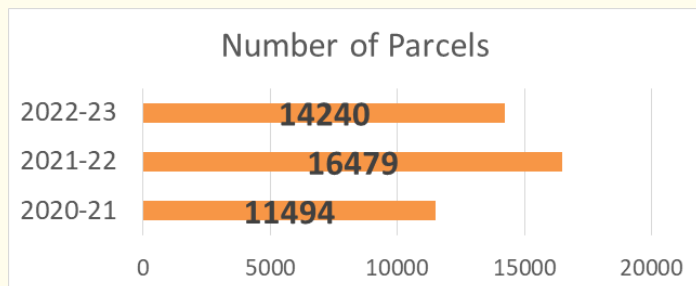


Graph 10



3.7 Parcel Export through Postal Services

Graph 11 shows the number of exports parcels (NBR, nd).



Graph 11

3.8 Challenges

Several challenges are associated with cross-border e-commerce in Bangladesh. These challenges may impact the smooth functioning of international online transactions and the growth of the e-commerce sector. Here are some key challenges:

Customs and Import Regulations: Complex customs and import regulations create delays and increase costs for cross-border e-commerce. Understanding and complying with these regulations are crucial for businesses involved in international trade.

Payment and Currency Issues: Challenges related to international payments, currency conversion, and payment gateway integration can hinder the seamless flow of transactions. Variability in exchange rates may affect pricing and create uncertainties for businesses and consumers.

Logistics and Shipping: Efficient logistics and shipping are essential for timely delivery of cross-border orders. Challenges include high shipping costs, potential delays, and the need for reliable international courier services.

Consumer Trust and Confidence: Building trust among consumers in cross-border transactions is a challenge. Concerns related to product authenticity, quality, and reliability of delivery services may impact consumer confidence in

making international online purchases.

Customs Duties and Taxes: Complex and unpredictable customs duties and taxes on imported goods are a significant challenge for both businesses and consumers. Clear information on applicable duties and taxes is crucial for transparent transactions. Although there is a de minimis threshold for BDT 2000, it doesn't ensure the clearance of low duty-tax consignment as it covers only value.

Legal and Regulatory Compliance: Adhering to diverse legal and regulatory requirements in different countries adds complexity to cross-border e-commerce. Businesses need to stay updated on regulations to ensure compliance and avoid legal issues. Insufficient policy and legal coverage are also creating barriers for flourishing cross-border e-commerce e.g., currently there is no expedited shipment as depicted in WTO- Trade Facilitation Agreement (TFA).

Insufficient Automation: Bangladesh uses ASYCUDA World, customs clearance software developed by UNCTAD for the Customs clearance purpose. However, currently, ASYCUDA is not covering clearing goods by Postal service which poses lack of transparency and automation.

Lack of process simplification: Cumbersome clearance processes are often hindering cross-border e-commerce. Currently, there is a lack of simplified system for clearing e-commerce goods. For an e-commerce consignment, an importer needs to submit customs declarations as like other regular importers which plagued Customs clearance procedures.

No/porous Risk Management: Lack of an effective risk management system is responsible for lengthy Customs clearance time. Although Bangladesh Customs uses ASYCUDA based risk management system, it has no coverage at all in case of Postal goods. The mere application of Risk Management for courier goods is also not enough to provide faster clearance.



আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস
২০২৪

Cross-border e-commerce in Bangladesh has massive scope to flourish along with a bunch of challenges. These challenges include the following:

3.9 Way Forward

To overcome the challenges associated with cross-border e-commerce in Bangladesh and propel the sector forward, several strategies and initiatives can be considered. Here is a “way forward” that outlines potential steps for improvement:

Simplification of Customs Procedures: Work towards simplifying and streamlining customs and import procedures to reduce delays and costs associated with cross-border transactions is the key to support cross-border e-commerce.

Transparency in Duties and Taxes: Enhancing transparency in customs duties and taxes to provide businesses and consumers with clear information, fostering trust and predictability in cross-border transactions are very essential for a transparent and predictable e-commerce ecosystem.

Complete Automation: Cross-border e-commerce including Postal Services should bring complete automation coverage. ASYCUDA World should cover postal services. Bangladesh Customs can collaboratively work with Bangladesh Post and Universal Postal Union (UPU) to get the manifest data electronically which can further help Customs to apply risk management.

Application of Risk Management: Application of Risk Management can reduce clearance time for e-commerce consignments. Bangladesh Customs has established a separate office for Customs Risk Management which should also focus on postal and courier services.

Use of NII based on data analytics: The use of non-intrusive inspection (NII) devices e.g., scanner, dog squad, chemical analyzer can facilitate courier consignment as the number of the consignment is very high along with low value. NII can be a potential risk mitigation factor.



Connectivity through Single Window: Single Window connects parties related to customs clearance and share relevant data with each other electronically. It is a proven initiative that can reduce clearance time and ensure predictability, which is one of the major keys in cross-border e-commerce. Bangladesh Customs has initiated Single Window project that should cover entities e.g., Bangladesh Post, UPU, etc. involved in cross-border e-commerce.

Inter-agency cooperation and coordination: Collaboration and coordination among agencies involved in Customs clearance is very important to ensure faster clearance.

Stakeholder Consultation and awareness program: Stakeholder outreach programs can be very effective for smooth growth of cross-border e-commerce. Customs should inform people about the requirements and process for customs clearance, especially for e-commerce consignments.

Innovation and adopting new technology: Innovation is a key element in flourishing cross-border e-commerce. Emerging technologies like using artificial intelligence (AI), big data analytics, blockchain technology can be very effective to cater efficient e-commerce management.

Collaboration with International Partners: Fostering partnerships with international e-commerce platforms, payment gateways, and logistics providers to leverage their expertise and expand market reach can be a very effective means of supporting e-commerce.

Government-Industry Collaboration: Encouraging ongoing collaboration between the government and the e-commerce industry to address regulatory challenges is essential. Regular dialogue can lead to the development of effective and business-friendly policies.

By adopting these strategies, Bangladesh can pave the way for a more vibrant and efficient cross-border e-commerce sector, fostering economic growth and global trade opportunities. Ongoing collaboration between stakeholders is crucial for the sustained development of this dynamic industry.



4. E-commerce and VAT:

In Bangladesh, e-commerce transactions are subject to Value Added Tax (VAT) regulations. The VAT system is designed to ensure the taxation of goods and services, including those traded through online platforms.

4.1 VAT applicable key Sectors of E-commerce

1. Service provided by Non-Resident VAT Registered Entity: Non-resident entities providing taxable services in a particular jurisdiction are required to register for VAT in that jurisdiction. Advertisement in Google and Facebook is an example of this type of service. Both of these two tech-giant is the VAT registered entity under VAT and Supplementary Duty Act, 2012.
2. Product Sale through using Non-resident platform by Local Entrepreneur: When a local entrepreneur sells products through a non-resident platform, various Value Added Tax (VAT) considerations come into play, involving both the entrepreneur's own VAT mechanism and the VAT mechanism of the non-resident platform. For example, one local entrepreneur can sell his/her product through Facebook live sale.
3. Direct Sale through online Platforms: Businesses involved in direct sales through online platforms in Bangladesh is required to register for VAT. Various online platforms like Chaldal, Meena Click, Aarong have their own online platform to sale their products which are subject to VAT.
4. Sale through Platform Services: Businesses engaged in sales through platform services in Bangladesh may need to register for VAT. Daraz, Pickaboo, ajkerdeal are the example of platform services where any seller can sale their products.
5. Delivery or transport Apps: VAT is applicable to delivery or transport service provides to the consumer in Bangladesh. Pathao, Uber, Foodpanda are examples of delivery or transport service apps.

4.2 Registered Non-resident Service Provider:

Under Section-17 of the Value Added Tax and Supplementary Duties Act, 2012, Non-resident entity who is providing services in the territory of Bangladesh needs to get VAT registration. The following non-resident service providers have already taken VAT registration in Bangladesh:



1. Google Asia Pacific PTE. LTD, Singapore
2. Amazon Web Services. Inc. USA
3. Facebook Ireland Limited, Dublin. Ireland
4. Facebook Payments International Limited, Dublin, Ireland
5. Facebook Technologies Ireland Limited, Dublin Ireland
6. Microsoft Regional Sales PTE. LTD, Singapore
7. Google Ireland Limited, Dublin, Ireland
8. Netflix PTE LTD.
9. Amazon dotcom Services LLC
10. LinkedIn Singapore PTE LTD
11. Zoho Corporation PTE LTD
12. Zoom Video Communications INC, USA

4.2.1 Legal Coverage for Non-resident VAT registered entity:

1. Supplies made to unregistered persons under Section-17 of the Value Added Tax and Supplementary Duties Act, 2012- shall be deemed as supply in Bangladesh.
2. As per Section-19 of the Value Added Tax and Supplementary Duties Act, 2012, an agent should be appointed by the non-residence VAT registered entity who can comply the VAT formalities on behalf the principal.
3. As per section 17, the non-resident entity is not liable to collect VAT for the supply made to the registered person.
4. As per Rule 3(3) of the Deduction and Collection of VAT at Source Rules, 2021-
 - At the time of payment of service fee by unregistered person, the concerned bank will collect VAT at source at the rate of 15%.
 - In case of registered person, the bank will pay the amount due to the non-resident without deduction of VAT at source, subject to submission of copy of Treasury challan of deposit.



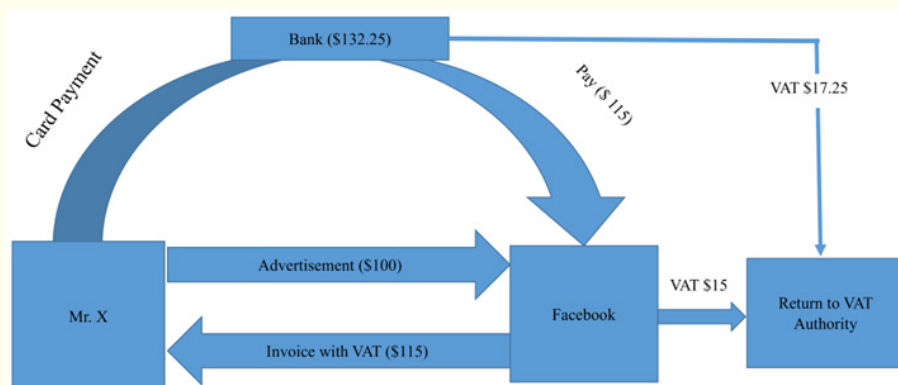
4.2.2 Services Provided by Non-resident VAT Registered entity

Non-resident VAT Registered entity usually provides the following services in Bangladesh:

1. Online advertising on search engines or websites
-Google Search, Facebook
2. Online cloud space provision
-Gmail
3. Video streaming
-Netflix
4. Selling software or apps online
-Google Play Store;
5. Online meeting software services
-Zoom

4.2.3 Service Rendering and VAT collecting Procedures to VAT unregistered entity in Bangladesh:

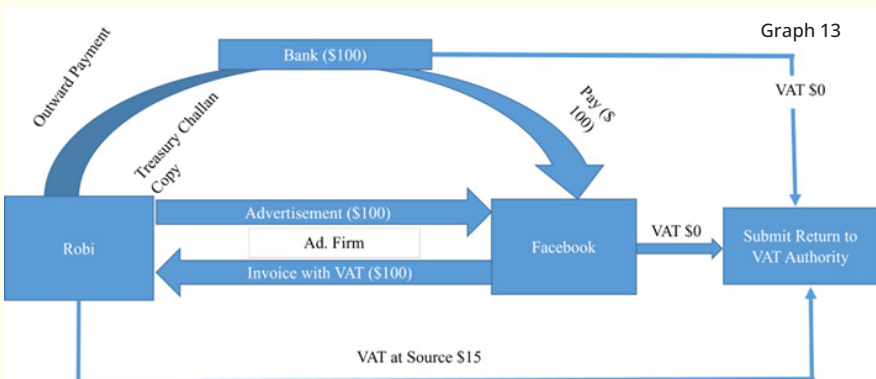
Non-Resident entity usually provides services to the VAT registered and Unregistered entities of Bangladesh. Their service rendering and VAT collecting procedures to VAT unregistered entity in Bangladesh are as follows:



Graph 12

In **Graph 12** it is shown that if Mr. X is not a VAT registered entity and purchases a service of advertisement of \$100 from Facebook, he needs to pay \$115 to Facebook after adding the VAT amount with the price. When he goes to bank to pay that amount or uses credit card to pay, he needs to pay \$115 + \$115*15% = \$132.25, because banks are charging VAT again on the amount payable to Facebook (here \$115) as per the Rule 3(3) of the Deduction and Collection of VAT at Source Rules, 2021. Thus, VAT on VAT is taking place, and an unregistered entity needs to pay \$32.25 as VAT on procuring \$100 services.

4.2.4 Service Rendering and VAT collecting Procedures to VAT registered entity in Bangladesh: Service rendering and VAT collecting procedures to VAT registered entity in Bangladesh are quite different from a non-registered entity. The procedures can be described as follows:



In the **Graph 13**, suppose Robi is a VAT registered entity in Bangladesh. While it wants to procure \$100 advertisement from Facebook, it needs to provide the VAT registration number to the Facebook and Facebook is not charging any VAT to Robi in issuing the invoice. While Robi goes to Bank to pay the price mentioned in invoice, Bank is supposed to remit \$100 to Facebook without charging VAT after checking the treasury challan copy of the VAT payment by Robi. However, if the registered entity shows a falls treasury challan copy to the bank, bank has no mechanism to cross verify with Integrated VAT automated System (IVAS) or any other system. In many cases banks are often overburden and sometimes they are not properly checking the challan copies. It creates



a loophole to revenue leakage and evasion. Moreover, if any non-registered entity put any digits alike VAT registration number to the non-resident service providers, they do not have any mechanism to check whether that is correct or falsified as they have no mechanism to cross verify with Integrated VAT automated System (IVAS).

4.2.5 Challenges:

Collecting Value Added Tax (VAT) from non-resident VAT-registered entities poses several challenges for tax authorities. Here are some key challenges associated with this process:

Dependence on institutions for data: For non-resident VAT registered entities, there is hardly any mechanism to get the transaction data from any third party, rather VAT authority has to rely on the data provided by the non-resident VAT registered entities. If non-resident VAT registered entities give falsified data, currently there is hardly any mechanism to detect it. This is one of the biggest challenges to ensure compliance in this sector.

Lack of Bank-IVAS connectivity: If VAT authority wants to track the transaction, bank could be a good source. But as of now, bank does not have any real time connectivity with IVAS system and cannot check whether VAT is paid or not, entity is registered or not. This also creates barriers to tracking the transaction and makes it full proof.

VAT on VAT in case of general consumer: A non-registered entity is paying VAT on VAT in making payments to the registered non-resident entity through banking channel. This is against the fairness of the VAT system.

Number of registrants is low: The number of non-resident VAT registrants is 12 which is very low. Many non-resident entities are providing services in Bangladesh which are not registered under VAT act. VAT collection from those non-registered entity is not possible while their payment is making from abroad. This is using as a backdoor of avoiding VAT.

Lack of data cross matching: There is a lack of available data related to VAT from non-resident entity. Moreover, the existing data sources are not used



properly due to the lack of connectivity and cross-matching system. For example, Bank has data. Non-resident VAT registered entities have their data. IVAS system has data. But cross-matching with these data is not taking place which may result in evasions and leakage.

4.2.6 Way Forward:

The challenges associated with collecting Value Added Tax (VAT) from non-resident VAT-registered entities require a strategic and collaborative approach. Here are key steps and strategies that can contribute to a way forward:

Deduction by bank irrespective of VAT registered – unregistered entity:

To avoid tax on tax and to ensure legitimate VAT collection from non-resident entity, VAT deduction by remitting bank can be a very effective mechanism for ensuring compliance. By this way, non-registered entity will be charged VAT only once by bank while sending remittance to the service provider and service providers will not charge any VAT against their client. VAT should be paid by the registered entity to the bank while sending remittance to the service providers irrespective of their VAT registration in Bangladesh. This will secure legitimate VAT.

Bank-IVAS connection: Information exchange platform between bank systems and IVAS can be a very effective tools to protect VAT. Bank should have access to IVAS to check the authenticity of the VAT registered entity. IVAS system should have access to the banking system under which it can monitor the remittance amount and deducted VAT amount and reconcile it periodically.

Collection of VAT by non-resident in the case of payment from abroad: In some cases, payment for services is made from abroad, e.g., from Ireland, a tax haven, but destination of the services is Bangladesh. In this case they are not using any payment channel of Bangladesh. It lacks ensuring VAT compliance as VAT authority has no means to track those transaction. To mitigate this challenge, VAT should be collected by a non-resident VAT registered entity only on the payment made from abroad against providing services destined for Bangladesh.

Stopping supply of services without VAT registration: Many non-resident



service providers who neither have VAT registration nor they maintain any VAT compliance are rendering services to Bangladesh. Legislation should be made clear to disallow them doing business in Bangladesh. Based on this strong legal background, strict enforcement e.g., order to stop this type of business can be started.

Blocking website and app access: Many websites and apps providers are rendering services to Bangladesh without having VAT registration. VAT authority should collaborate with BTRC to block those websites and apps.

4.3 Local e-commerce:

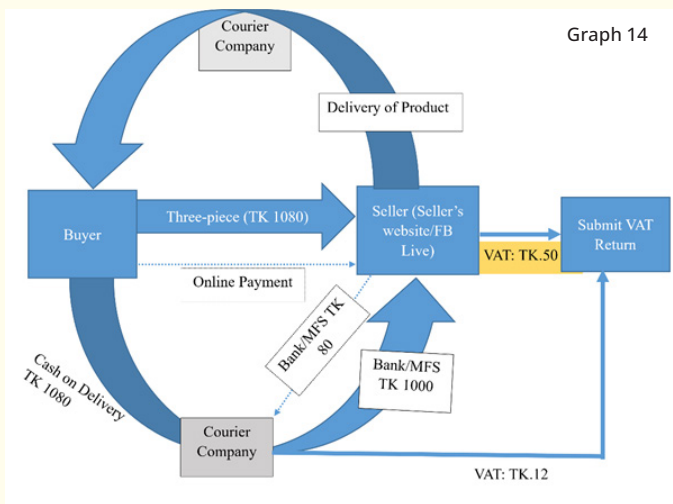
Local e-commerce market in Bangladesh is growing very rapidly along with lack of compliance with the existing VAT legislation.

4.3.1 Legal Coverage: The following instruments are the legal coverage of collecting VAT under existing VAT legislation:

1. Third Schedule to the Value Added Tax and Supplementary Duties Act, 2012 (Part-B – Taxable Services) provides the service code
 - Service Code S099.60: Sale of Goods Online
 - VAT Rate is 5%
2. Online sale of goods has been clarified by S.R.O.
 - Goods previously purchased by paying Musak are sold using electronic networks.
 - This will also include the marketplace.
3. Guidelines for Collection of VAT in respect of Online Sale of Goods and Services, Dated: 22 September 2019
 - Even if the exempted goods are sold online, VAT is applicable at the rate of 5% on the seller's own charges.
 - VAT is applicable on the full price if VAT is not paid at the time of purchase.

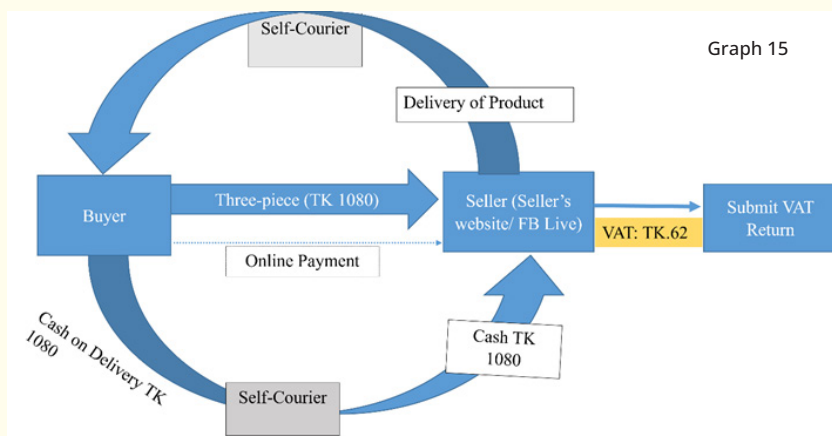
4.3.2 Business process for local e-commerce:

Third Party Courier Model: In third party courier model, the e-commerce entity uses a third-party courier service to deliver the goods and collection of cash from the recipient. The following graph shows the third-party courier model of local e-commerce in Bangladesh:



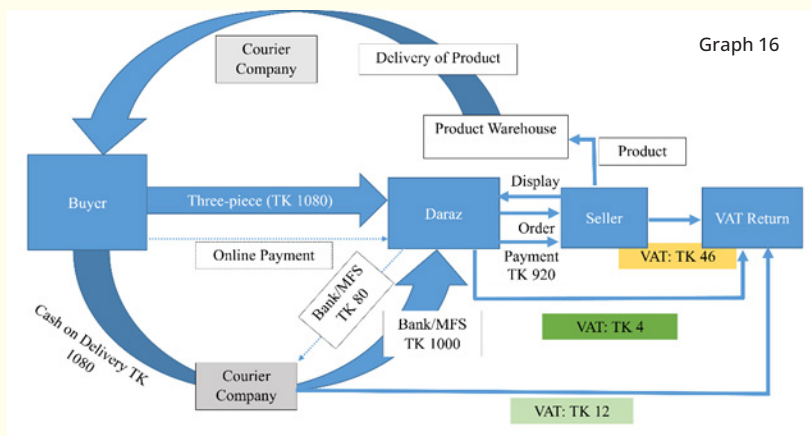
In the above **Graph 14**, it shows that if a buyer wants to buy a three-piece of TK 1000 from an online seller along with TK80 delivery charge, s/he needs place that order to the seller. Seller sends the products to buyer by using a courier service. After delivering the products to the buyer, courier service firm receives the payment of TK 1080 from the buyer. Courier service retains his/her delivery charge (here TK 80) and transfer the rest of the collection (here TK 1000) to the seller to fulfil the payment. In this mechanism, courier firms should pay $TK\ 80 \times 15\% = TK\ 12$ as VAT and needs to show it in his/her VAT return whereas seller needs to pay $Tk\ 1000 \times 5\% = TK\ 50$ as VAT and show it in seller's VAT return. As most of the sellers are not VAT registered entity, very often there is a chance of revenue loss. However, in some cases, buyer can make online or electronic payments to the seller directly where the courier firms get their delivery charge from the seller.

Self-Courier Model: To avoid the complexity of hiring a third-party courier service, some local e-commerce firms are using self-courier service to deliver their products to the customer. That method is called self-courier model. The following graph shows the self-courier model of local e-commerce in Bangladesh:



From the **Graph 15** it shows that seller is sending his/her products to the buyer through its own delivery person who is collecting the payment and delivery charge from the buyer. Here, seller should pay VAT $(1000 \times 5\%) = \text{TK } 50 + (80 \times 15\%) = \text{TK } 12$, total TK 62 including 15% VAT on delivery charge. This should also include in the VAT return of the seller. However, as many sellers are not registered under VAT act, there are massive chance to VAT avoidance.

Platform model: Many sellers are using online platforms to sell their products from where they can get a huge number of potential buyers. The following graph shows the self-courier model of local e-commerce in Bangladesh:





In above **Graph 16**, it shows seller and buyer both are using online platform e.g., Daraz to fulfil buy and sell. A buyer is ordering a product of TK 1000 with a delivery charge of TK 80 through Daraz platform. Automatically this order will transmit to the seller and seller will send that product to nearby warehouse or directly can send the product to the buyer by using courier service. While courier service collects the cash after delivering the goods, it retains its delivery charge (here TK 80) and pays rest (here TK 1000) to Daraz. After getting the proceed Daraz will retain its commission (here $TK\ 1000 \times 8\% = TK\ 80$) and will send TK 920 to the seller. In this scenario, courier firms should pay VAT of $(80 \times 15\%) = TK12$, Daraz should pay VAT of $(80 \times 5\%) = TK\ 4$, and seller should pay VAT of $(920 \times 5\%) = TK\ 46$ to VAT authority. But if the seller is not registered under VAT act, government can loss the VAT of TK46.

4.3.3 Challenges

Collecting Value Added Tax (VAT) from local e-commerce businesses in Bangladesh poses several challenges. Here are some common challenges:

The source of the purchase is unclear: In most cases, the local e-commerce firms cannot produce purchase invoice which increase the chance of getting those products by smuggling from abroad.

Import in baggage: In some cases, the goods may be collected from the international passengers who brought those in their baggage illegally. This may also affect revenue collection from import stage.

Purchase without paying VAT: As many e-commerce firms has lack of compliance, they procure the goods from their supplier without paying any VAT.

Use own courier: Many e-commerce firms are using their self-courier services which is difficult to track and trace.

Cash transactions: E-commerce in Bangladesh still largely depends on cash on delivery. If the transaction is taking place by using cash, it is difficult to track by the VAT authority.



Transactions as banks by other names: In some cases, e-commerce firms are using a different bank account to collect the payment to disguise themselves and trying to avoid VAT.

VAT Compliance of E-Commerce Sector: Overall compliance level of e-commerce sector in Bangladesh is very low. To increase compliance level, sectoral enforcement initiatives can be effective.

Lack of awareness: Seller, buyer, courier services, platform providers have lack of VAT awareness.

4.3.4 Way Forward

Considering the challenges in collecting VAT from local e-commerce, the following ideas can be implemented:

1. Internet Protocol (IP) registration may be made mandatory for e-commerce establishments.
2. Organizing awareness programs with the cooperation of e-cab.
3. An integrated list of online delivery companies can be prepared by collecting data from major courier services.
4. On the basis of the prepared list, the relevant VAT collection activities can be taken from the respective VAT offices.
5. Institutions using the platform may consider introducing a system of deduction at source by the platform service provider e.g., Daraz.

5. Conclusion

The scope of e-commerce is much more than usual thought. It is one of the most promising sectors of tax collection. The growth of this sector reaches a stage. It is high time to organize the sector and increase compliance. By undertaking concerted efforts from tax authority can increase the compliance and safeguard revenue.



Reference

Framework and Its Applications, A Special Supplement to Key Indicators for Asia and the Pacific. Manila: ADB.

Center for Policy Dialogue. 2023. "Center for Policy Dialogue." Center for Policy Dialogue. April 29. Accessed January 16, 2024. <https://cpd.org.bd/resources/2023/04/Presentation-on-Taxing-the-Digital-Economy-Trade-offs-and-Opportunities.pdf>.

IMF. 2021. Digitalization and Taxation in Asia. Washington DC: Asia and Pacific and Fiscal Affairs Department, IMF.

Mullins, Peter. 2022. Taxing Developing Asia's. Asian Development Bank. Accessed January 17, 2024. <https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/782851/ado2022bp-taxing-developing-asia-digital-economy.pdf>.

NBR. n.d. "NBR ASYCUDA WORLD."

OECD. 2014. Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. OECD Publishing.

Petchko, Katerina. 2018. How to Write About Economics and Public Policy. Academic Press.

Research and Market. 2023. "Research and Market." Research and Market. Accessed January 2024. <https://www.researchandmarkets.com/reports/5648286/bangladesh-ecommerce-market-opportunities>.

The Business Standard. 2022. The Business Standard. September 15. Accessed January 16, 2024. <https://www.tbsnews.net/economy/bangladesh-e-commerce-sales-more-double-2026-research-497134>.



আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস

২০২৪



SOP OF EXPEDITED SHIPMENT ON THE BASIS OF TRADE FACILITATION AGREEMENT (TFA)

Sk Toriqul Islam

Revenue Officer (PSC 14 Batch)

Customs, Excise & VAT Commissionerate, Jashore

Expedited Shipment?

Expedited shipment is the process of sending a parcel or Consignment at a faster rate and hassle freeway than would normally be customary and it can involve delivery that occurs another from the same day as long as three days.

WTO-Trade Facilitation Agreement (TFA):

WTO members concluded negotiations at 2013 Bali Ministerial Conference on the landmark Trade Facilitation Agreement (TFA) which entered into force on 22 February, 2017 following its verification by two thirds of the WTO membership. The TFA contains provisions for expedition of goods, melding goods in transit and sets out measures for effective cooperation between customs and other appropriate authorities on trade facilitation and customs compliance issue. It further contains provisions for technical assistance and capacity building in this area.



The Background of the Express Shipping Industry/Express Mail/Courier Service:

The history of the express shipping industry began in the mid-nineteenth century. The express Shipping industry afterward boomed; a broad variety of merchandise, especially small items, was shipped either by the monopolistic national postal service or by private Companies. Express companies extend their business horizon wherever it Promises to pay. During the 20th century, especially in the 1970s, the express shipping industry expanded dramatically due to demands for speed, efficiency and reliability in shipping goods.

Expedited Shipment & Facilitation of Revenue:

Expedited shipment is a crucial feature of the global trade supply chain and an essential facilitator of revenue and sustainable development. It deals with the following issues:

1. How to Mitigate Risk Management
2. Progressively advanced training can successfully identify high risk shipment from pre-arrival manifest information
3. High risk shipment can be quickly examined
4. Illicit goods should be seized
5. Transnational organized crime should be disbanded
6. Low risk shipment is vastly free to quickly pass control
7. Trade is facilitated
8. Legitimate business and economies flourish
9. Seeking to improve supply chain security and counter threat
10. Capacity building between customs and other authorities

Expedited Shipment, Trade Facilitation and Customs Administration:

Expedited shipment and trade facilitation need to enhance the effectiveness and efficiency of customs administration. The WCO represents 183 Customs administrations across the globe that collectively process approximately 98% of world trade.



Steps towards Expedited Shipment:

Pre-arrival of release and clearance goods:

1. Carrying out and abiding by existing provisions of release and clearance of goods.
2. Launching automation Systems between customs and other stakeholders.
3. Enforcing Legal ground on the engagement of courier services /agents in verification of documents.
4. Action taken by risk management.

One pillar Activity (Customs to Customs)

1. Risk assessment at departure
2. Check for sealing integrity
3. Exchange of information of high-risk consignment
4. Use of advance cargo declaration and use automated selectivity system

Two pillar activities (Customs to Business)

1. Regular meeting with port operators and private companies

Three pillar activities (Customs to Others)

1. Govt. to other appropriate authorities or agencies
2. Co-ordination & Co-operation

How to Ensure Expedited Shipment:

1. Assist in ensuring expedited shipment, facilitate trade and protect national revenue
2. Equip, train and mentor customs and other appropriate authorities
3. Minimum disruption
4. Inspection of high-risk consignment
5. Build up partnerships and links with the trade and business community
6. Be systemic and do minimum damage
7. Be familiar with types of packaging
8. Examination techniques vary according to packaging & commodity
9. Have proper tools to open package or cartoon
10. Use imagination



Post-Arrival of Release and Clearance of Goods:

Classification of goods:

Category-1: No commercial value

Category-2: Less value, No assessable value,

Category-3: High value, dutiable value, commercial value

Assessment Procedure:

IM-4 ASYCUDA World Apt-1

IM-7 Extended Procedure -40000

Clearance of Goods:

1. Preparation of Bill of Entry (IM-4)
2. Electronic signature is required for courier or registered agents
3. Preparing BoE by using DOC. & NOC.
4. Maintain unique folder for each & every consignment regarding customs related documents & preserve it by scanning the said document.

How to change the clearance of goods:

Reformations that should be taken by customs authority:

In case of Air lines/air agents

1. Proper Reservation of Manifest
2. Sending MAWB AND HAWB to courier companies
3. Maintaining international standard courier register

In case of courier:

1. Classification of goods
2. Sorting of goods
3. Preparing and keeping ASYCUDA bills & documents
4. Category-1,2,3



আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস

২০২৪



GUARDIANS OF TRADE: DETECTIVE CHRONICLES FROM BENAPOLE CUSTOMS ON INTERNATIONAL CUSTOMS DAY 2024

Md. Foyjul Islam

Assistant Revenue Officer, Custom House, Benapole

Introduction:

As the world unites to celebrate International Customs Day in 2024, I take immense pride in sharing the compelling detective experience from the heart of cross-border commerce – Benapole Custom House. Situated at the epicenter of trade activities, Benapole stands as the largest landport in Bangladesh, symbolizing the vital role customs authorities play in ensuring the integrity of global trade.

Benapole: A Gateway to the World:

Benapole Custom House, nestled on the border between Bangladesh and India, serves as a bustling gateway for the exchange of goods. Every day, thousands of trucks traverse its grounds, carrying with them the hopes and aspirations of businesses and individuals engaged in international trade. As a customs official at Benapole, I have witnessed firsthand the intricate dance of legitimate commerce and the relentless efforts required to safeguard it.



The Detective's Arsenal at Benapole:

Our work at Benapole involves a delicate balance – facilitating the smooth flow of legal trade while unearthing attempts at smuggling and illicit activities. Our detective toolkit is diverse, ranging from cutting-edge technology to the invaluable expertise of our dedicated team.

Advanced Scanning Technologies:

At the heart of our operations are state-of-the-art scanning technologies that scrutinize every nook and cranny of incoming and outgoing shipments. X-ray scanners, gamma-ray imaging, and other sophisticated tools allow us to peer beyond the surface, identifying anomalies that may elude the human eye.

Intelligence Gathering:

Benapole's success as a customs hub is closely tied to our intelligence-gathering capabilities. Our team collaborates with various agencies, both domestically and internationally, to stay ahead of emerging threats. Information sharing is key, and partnerships with organizations like INTERPOL and regional customs authorities enhance our collective ability to combat cross-border crime.

Risk Profiling and Data Analytics:

The sheer volume of trade passing through Benapole necessitates efficient risk profiling. Through data analytics, we identify patterns and trends that may indicate potential risks. This proactive approach enables us to allocate resources effectively and focus our attention on high-risk shipments.

Human Expertise:

While technology plays a crucial role, the human element remains irreplaceable. Our customs officers undergo rigorous training to develop a keen understanding of trade dynamics, an eye for detail, and the ability to make split-second decisions. It's this combination of technology and human expertise that empowers us to tackle the challenges of the modern customs landscape.

Detective Chronicles from Benapole:

One of the most intriguing aspects of working at Benapole Custom House is the daily unfolding of unique detective stories. Each shipment, each truck, presents a potential mystery waiting to be unraveled.

Case Study: The Shifting Cargo:

In a recent case, our scanners detected an irregularity in a shipment of textiles bound for India. While the manifest indicated a straight forward export of fabrics, our intuition led us to suspect something more. Upon manual



আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস

২০২৪

inspection, we discovered a hidden compartment within the cargo, containing a consignment of undeclared electronics. The smugglers had ingeniously exploited the innocuous cover of textiles to transport high-value electronics.

Collaboration with Indian Customs:

The transnational nature of trade at Benapole necessitates close collaboration with our counterparts in India. In this case, swift communication with Indian customs officials allowed us to coordinate a joint operation. The successful interception not only prevented the illicit goods from reaching their destination but also strengthened the bond of cooperation between our two nations.

Challenges and Triumphs:

Benapole, as the largest landport in Bangladesh, faces unique challenges. The sheer volume of trade, coupled with the diversity of goods passing through, demands constant vigilance. Smugglers employ increasingly sophisticated tactics, requiring us to stay ahead through continuous learning and adaptation.

Technological Innovations:

To address evolving challenges, Benapole Custom House has embraced technological innovations. Blockchain technology is being explored to enhance the traceability of goods, ensuring a transparent and tamper-proof record of each transaction. Artificial intelligence algorithms assist in the rapid analysis of large datasets, allowing us to identify emerging patterns and anomalies.

Community Engagement:

Benapole is not just a customs checkpoint; it's a vibrant economic hub with a community that relies on the smooth functioning of trade. Engaging with the local community is crucial to building trust and gathering valuable information. Through outreach programs and awareness campaigns, we foster a sense of shared responsibility for maintaining the integrity of the customs process.

Conclusion:

On this International Customs Day, I extend my gratitude to the dedicated team at Benapole Custom House and customs officials worldwide. Our detective experience is a testament to the unwavering commitment required to protect the global supply chain. As we navigate the challenges of the modern customs landscape, let us continue to forge collaborations, embrace innovation, and stand as vigilant guardians of international trade. Together, we ensure that the gateway at Benapole remains not only a conduit for goods but a symbol of integrity, security, and cooperation on the global stage.



WCO history in brief 1952-2023

Over 70 years of dedication
to the Customs community

August 2023



World Customs
Organization



আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস
২০২৪

The WCO celebrates its 70th Anniversary

The Convention establishing a Customs Co-operation Council entered into force on 4 November 1952. Accordingly, the World Customs Organization (WCO), as the Customs Co-operation Council is now known, celebrated its 70th Anniversary in 2022.

Given that Belgium is the host country of the WCO, representatives participating in the Organization's June 2022 Council Sessions were graced by the presence, on Friday 24 June 2022, of her Royal Highness Princess Astrid of Belgium; Mr. Vincent Van Peteghem, Belgium's Deputy Prime Minister and Minister of Finance; and Mr. Hans D'Hondt, President of the Federal Public Service of Finances.

Mr. Van Peteghem addressed the assembled guests, highlighting the importance of international trade for his country, one of Europe's major logistics hubs, as well as the crucial need for a Customs service that operated smoothly and efficiently.

Later in the day, a tree offered to the WCO by Belgian Customs was planted in the WCO Secretariat gardens to symbolize the strong bonds that have been forged between the Organization and Belgium over the years.

Participants in the Council Sessions were also invited to a guided tour of one of the collections of the Royal Museums of Fine Arts of Belgium, which was followed by a gala dinner.







আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস
২০২৪

WCO history in brief

The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) was signed in Geneva in October 1947 (and entered into force in January 1948) to help expand international trade, based on the notion of free trade, by lowering Customs tariffs. Building on this international rule, the governments of 13 countries (Austria, Belgium, Denmark, France, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Portugal, Turkey and the United Kingdom) decided to set up a Customs Union Study Group to examine the possibility of creating a Customs Union in Europe, and to develop a Customs tariff common to the participating countries as well as a common nomenclature for goods¹.

The Study Group met for the first time in Brussels, Belgium, in September 1948. Whilst it was unable to fulfill its mission of creating an inter-European Customs

Union, its work in the technical field of harmonizing Customs regulations resulted in two Conventions: one on a common tariff nomenclature, and another on Customs valuation. This work served as the basis for future Customs unions, including the European Union Customs Union established in 1968. Moreover, the Study Group decided to create an international body charged with providing advice on the application of the two Conventions and continuing the efforts to secure uniformity and harmony in Customs legislation and procedures, so as to prevent the latter from becoming barriers to international trade.

This was the origin of the World Customs Organization (WCO). On 15 December 1950, the Convention establishing a Customs Co-operation Council (CCC) – the official name of the WCO – was opened for ratification.



1953



1958



1963



1984



1993



1993-2018



2019

¹Declaration of Paris, 12 September 1947, https://www.cvce.eu/obj/declaration_commune_sur_la_mise_en_place_du_groupe_d_etudes_pour_l_union_douaniere_paris_12_septembre_1957-fr-bee1cfee-24f3-4f4d-b352-e4f5e7042e77.html.

MEMBERSHIP

An Organization with global reach

While the Organization was originally focused on Europe, it gradually became international with global objectives and influence, due in part to the recognition by governments of the importance of Customs to national economies.

The WCO's membership has grown exponentially over time, from 17 founding Members to the current total of 185 Members, drawn from the various continents.



1952

17 founding
Members



2023

185 Members





আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস
২০২৪

HISTORICAL MILESTONES BY YEAR

A. Formative years as the CCC

17 MEMBERS

*Entry into force of the Convention establishing a CCC on 4 November 1952, when 17 countries acceded to it

1952

1953

1959

1963

1974

1963

24 MEMBERS

*Entry into force of the Convention on Nomenclature



73 MEMBERS

*Entry into force of the Kyoto Convention



17 MEMBERS

First Council Session, on 26 January, with 17 founding Members



First meeting of the Permanent Technical Committee

*Entry into force of the Convention on Customs Valuation - "Brussels Definition of Value"

32 MEMBERS

*Entry into force of the ATA Convention



84 MEMBERS

First meeting of the Policy Commission (PC). In December 2018, the PC held its 80th Session in Mumbai, India..



* refers to legal instruments / ** refers to standards and key documents adopted by the Council and the Policy Commission.

87 MEMBERS

*Entry into force of the Nairobi Convention on Mutual Administrative Assistance



1980

94 MEMBERS

First edition of the Fellowship Programme

1985

102 MEMBERS

*Entry into force of the Harmonized System Convention

First meeting of the Harmonized System Committee



1987

1988

1993

93 MEMBERS

The Enforcement Committee Meeting marked its 40th Anniversary in 2023.



100 MEMBERS

The 1st Regional Intelligence Liaison Office (RILO) was established in Hong Kong, China.



135 MEMBERS

**Adoption of the Arusha Declaration concerning Integrity in Customs





আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস
২০২৪

B. Adaptation to the evolution of the global trading system, as the WCO

137 MEMBERS

Adoption of World Customs Organization as the working name



1994

1995

139 MEMBERS

First meeting of the Technical Committee on Rules of Origin, following the entry into force of the WTO Agreement on Rules of Origin. Its 40th Session was held in 2022.



First meeting of the Technical Committee on Customs Valuation, following the entry into force of the WTO Agreement on Customs Valuation. In 2020, its 50th Session was marked as well as the 25 years of existence of the WTO Customs Valuation Agreement.

146 MEMBERS

Establishment of the Tariff and Trade Affairs Directorate (merger of the Nomenclature Directorate and the Valuation Directorate)

1998

2000

153 MEMBERS

The Customs Enforcement Network (CEN) becomes operational.



* refers to legal instruments / ** refers to standards and key documents adopted by the Council and the Policy Commission.

159 MEMBERS

First WCO-recognized
Regional Training Centre
(RTC) in Budapest, Hungary



162 MEMBERS

**Adoption of the Revised
Arusha Declaration



2001

2002

2003

2004

161 MEMBERS

**The first version
of the WCO Customs
Data Model is issued

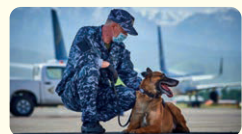


164 MEMBERS

Establishment of the 1st Regional Office
for Capacity Building (ROCB) in Bangkok,
Thailand



First WCO-recognized Regional Dog Training
Centre (RDTC) in Almaty, Kazakhstan





আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস
২০২৪

C. Adaptation to the heightened focus on trade facilitation, security and capacity building

169 MEMBERS

**Adoption of the first version of the SAFE Framework of Standards



2005

176 MEMBERS

Launch of the Career Development Programme



**Launch of the "Revenue Package"



2009

177 MEMBERS

** Council Resolution on the Role of Customs in Natural Disaster Relief

2010

2011

170 MEMBERS

Establishment of the Capacity Building Directorate

Launch of the PICARD Programme (WCO Partnership in Customs Academic Research and Development)



Entry into force of the Revised Kyoto Convention, following its adoption in 1999



First meeting of the Private Sector Consultative Group (PSCG)

177 MEMBERS

First meeting of the Capacity Building Committee



* refers to legal instruments / ** refers to standards and key documents adopted by the Council and the Policy Commission.

179 MEMBERS

**Launch of the "Compliance and Enforcement Package"

CEP

Compliance & Enforcement Package

and the "Organizational Development Package"

ODP

Organizational Development Package

180 MEMBERS

**Punta Cana Resolution on the Role of Customs in the Security Context

2012

2013

2014

2015

2016

179 MEMBERS

**Launch of the "Economic Competitiveness Package"

ECP

Economic Competitiveness Package

179 MEMBERS

Launch of the Mercator Programme to support the implementation of the WTO Trade Facilitation Agreement



**Council Declaration on the Illegal Wildlife Trade
First WCO-recognized Regional Customs Laboratory, in Chiba, Japan



180 MEMBERS

**Council Resolution on the Role of Customs in Preventing Illicit Trafficking of Cultural Objects



আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস
২০২৪

D. Adaptation to the COVID-19 pandemic and digital transformation

183 MEMBERS

**Adoption of the Framework of Standards on Cross-Border E-Commerce



183 MEMBERS

**Council Resolution on the Role of Customs in Facilitating the Cross-Border Movement of Situationally Critical Medicines and Vaccines
**Council Declaration on Gender Equality and Diversity in Customs



184 MEMBERS

**Adoption of the WCO Data Strategy

2018

2019

2020

2021

2022

2023

183 MEMBERS

**Adoption of the Joint WCO UPU Guidelines on Exchange of Electronic Advance Data between Posts and Customs

184 MEMBERS

**Adoption of the Guidelines on Disaster Management and Supply Chain Continuity

185 MEMBERS

**Adoption of the WCO-IAPH Guidelines on Cooperation between Customs and Port Authorities

* refers to legal instruments / ** refers to standards and key documents adopted by the Council and the Policy Commission.

SECRETARIES GENERAL AND DEPUTY SECRETARIES GENERAL

The Organization has been headed by eight Secretaries General and seven Deputy Secretaries General from different backgrounds and of different nationalities, as follows:

Secretaries General

- 1  From 2 February 1953 to 1 August 1953
Baron François de Sélvs Longchamps, Belgium
- 2  From 2 August 1953 to 31 August 1978
Chevalier Georges Annez de Taboada, Belgium
- 3  From 1 September 1978 to 31 December 1983
Sir Ronald Radford, United Kingdom
- 4  From 1 January 1984 to 31 December 1988
Mr. Glenn R. Dickerson, United States
- 5  From 1 January 1989 to 31 December 1993
Mr. Thomas P. Hayes, Australia
- 6  From 1 January 1994 to 31 December 1998
Mr. James W. Shaver, United States
- 7  From 1 January 1999 to 31 December 2008
Mr. Michel Danet, France
- 8  From 1 January 2009 up to 31 December 2023
Dr. Kunio Mikuriya, Japan

Deputy Secretaries General

- 1  From 1972 to 1976
Mr. Edward Floyd Kilpatrick, United States
- 2  From 1982 to 1991
Mr. Michel Auge, France
- 3  From 1992 to 1996
Mr. Pierre Benet, France
- 4  From 1997 to 2001
Mr. Leonid Lozbenko, Russian Federation
- 5  From 2002 to 2008
Dr. Kunio Mikuriya, Japan
- 6  From 2010 to 2017
Mr. Sergio Mujica Montes, Chile
- 7  From 2018 to present
Mr. Ricardo Treviño Chapa, Mexico



আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস
২০২৪

HISTORICAL MILESTONES BY YEAR

Over its 70-year existence, the WCO has had its Headquarters at four different locations in Brussels, as detailed below:

1



From 1953 to 1964
Avenue Louise, 183

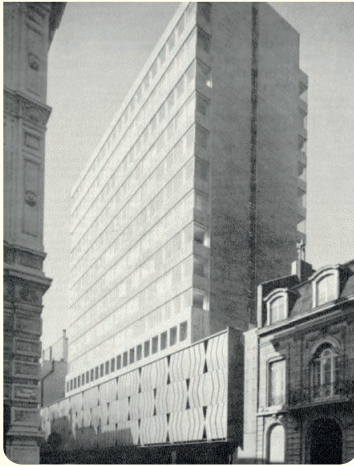
2



From 1964 to 1980
Rue Washington, 40



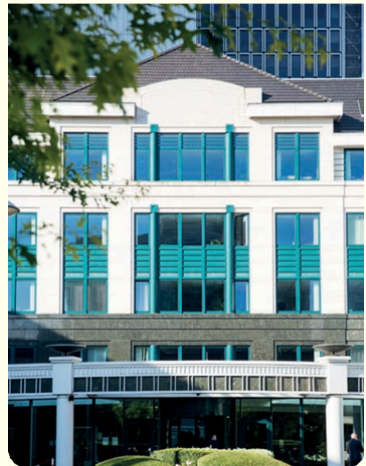
3



From 1980 to 1998
Rue de l'Industrie, 26-38



4



From 1998 to date
Rue du Marché, 30





আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস

২০২৪

শেখ রাসেলের স্মৃতি

মোঃ মিজানুর রহমান

যুগ্ম কমিশনার

কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম



অক্টোবরের আঠারোতে
জন্মেছে শেখ রাসেল
ব্যস্ত বাবার ন্যস্ত আবেগ
জোটেনি তার অচেল।

মায়ের সাথে থাকতো রাতে
মন দিতো সে পাঠে
দার্শনিকের স্বপ্নে বিভোর
বই-ঘরে বই ঘাটে।

টমির সাথে ভাব ছিল তার
করতো সাথে খেলা
পায়রা নিয়ে থাকতো পড়ে
সাইকলে যায় বেলা।

এক সকালে ঘাতক দলের
বুলেট গর্জন এসে
ঘুম ভেঙে দেয় বুক কাঁপে তার
আর্তনাদে ভেসে।

দু'চোখ মেলে উঠলো রাসেল
দেখলো রক্ত লাল
ভাবলো বুঝি আসলো খুঁজি
আমার মরণ কাল।

বাঁচার আশায় দৌড়ে পালায়
পার্শ্বের টেবিল তলে
পাষণ সেনা মারলো হানা
মেশিন গানের নলে।

করলে গুলি নিশান তুলি
অনেক কষ্ট পাবো
অবুঝ ছেলে কেঁদে বলে
'মায়ের কাছে যাবো'।

আসলো কাছে দেখলো নিচে
নিখর দেহের মাকে,
ডাকার আগেই জল্লাদেরা
ছুঁড়লো গুলি তাকে।

মা-বাবা-ভাই, সব মরে হায়
রয় না ঘরের কেহ
মায়ের বুকই, নিখর হলো
শেখ রাসেলের দেহ।

সেই যে ছবি, দেয় যে উঁকি
স্মৃতির ক্ষণে ক্ষণে
শেখ রাসেলের, জন্যে আজো
দুঃখ বাজে মনে।



পারিনি তোমার হতে

এসকে তরিকুল ইসলাম

রাজস্ব কর্মকর্তা

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, যশোর

হিসেবী প্রেমের বেড়াডালে
পারিনি তোমার হতে
অনুভূতির পেঁচুলামে
ভালো লাগা হয়ে যায় খানখান।

তোমার হৃদয়-পুরের সুরধ্বনি
অপূর্ব সৃষ্টি
মৃদুমন্দ হাওয়াতে তাই
হয়ে যায় তৃপ্ত।

তোমার হালকা অভিলাষ
আমার গভীরে বাস
তোমার যা পিছুটান
আমার তা হয়ে যায় শিরটান।

নীরব রাতের ক্লান্ত পাখি যেমন
স্মৃতি অবিনাশী পথিক আমি তেমন।
মায়াবি মুখের অবয়ব
এ মনের বুঝ।

না ফুরাতে আশা
হয়ে যায় বিচ্ছিন্নতা
লাগে বুকে আঘাত
তুমি দিলে চপেটাঘাত।

হারানোর ক্ষত
হয়ে যায় অনন্ত
রিক্ত, শীর্ণ, জীর্ণ
হয়ে যায় আমি শূন্য।

ক্ষণিকের লীলা তরীতে নয়
হতে চায়নি তলয়
হারানোর ভয়ে তাই আজ
চোখ ভিজে যায়।



আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস

২০২৪

আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস, ২০২৪ উদযাপন উপলক্ষ্যে

অনুমোদিত শ্লোগানসমূহ:

“নিরাপদ ও সুদৃঢ় অর্থনীতি
বাংলাদেশ কাস্টমস এর মূলনীতি”

“সঠিকভাবে শুদ্ধায়ন
দেশের হবে উন্নয়ন”

“রাজস্বের প্রবৃদ্ধি
দেশের হচ্ছে সমৃদ্ধি”

“শুদ্ধ-করে চলবে দেশ
গড়বো সোনার বাংলাদেশ”

“কাস্টমস দিবসের অঙ্গীকার
ব্যবসা বান্ধব এনবিআর”

“কাস্টমসের অগ্রগতি
দেশের হবে উন্নতি”

“দিলে সঠিক শুদ্ধকর
দেশ হবে স্বনির্ভর”

“অর্থনীতির সমৃদ্ধি
কাস্টমস এর মূলনীতি”

“শুদ্ধ দিলে নিয়মিত
দেশ হবে উন্নত”

“নৌ, বিমান ও স্থলপথে,
কাস্টমস আছে সবাব সাথে”

“শুদ্ধ করের প্রবৃদ্ধি
বাড়বে সুখ সমৃদ্ধি”

“কাস্টমস দিবসের আহ্বান
স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ”

“শুদ্ধ দেবো, গড়বো দেশ
স্মার্ট হবে বাংলাদেশ”

“ব্যবসা বান্ধব শুদ্ধনীতি
প্রবৃদ্ধিতে অগ্রগতি”

“রক্ষা করতে দেশের স্বার্থ
বাংলাদেশ কাস্টমস সদা জাগ্রত”

Customs Engaging Traditional
and New Partners with Purpose

মিলে নবীন-পুরনো অংশীজন,
কাস্টমস করবে লক্ষ্য অর্জন